তাফহীমুস্‌সুন্নাহ্‌ সিরিজ ১২

বিবাহের মাসায়েল

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম রিয়াদ, সৌদি আরব

تفهيم السنة ـ 12

كتاب النكاح

(باللغة البنغالية)

تأليف: محمد اقبال كيلاني

ترجمة: عبدالله الهادي محمد يوسف

مكتبة بيت السلام - الرياض

তাফহীমুস্‌সুন্নাহ্‌ সিরিজ – ১২

বিবাহের মাসায়েল

মূলঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ

আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ

মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম

রিয়াদ, সৌদি আরব

ح محمد اقبال كيلاني ، ١٤٣٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر
كيلاني ، محمد اقبال
كتاب النكاح : اللغة البنغالية ./ محمد اقبال كيلاني ، عبد الله الهادي يوسف ط٢ .- الرياض ، ١٤٣٣هـ
١٧٦ص ، ٢٤ سم - (تفهيم السنه ، ١٢)
ردمك : ٤ ـ ١٩٢ ـ ٠١ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨
١- الزواج (فقة اسلامي) أ. يوسف ، عبدالله الهادي(مترجم)
ب . العنوان ج . السلسلة
ديوى ٢٥٤,١ ١٤٣٣/٥٠٥١

رقم الايداع : ١٤٣٣/٥٠٥١
ردمك : ٤ ـ ١٩٢ ـ ٠١ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: 4381122
4381155
فاكس : 4385991

موبائل: 0542666646-0505440147

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
অনুবাদকের আরয	كلمة المترجم	05
লেখকের আরয	كلمة المؤلف	06
নিয়তের মাসায়েল	النية	67
বিবাহের ফযীলত	فضل النكاح	68
বিয়ের গুরুত্ব	اهمية النكاح	71
বিয়ের প্রকারসমূহ	انواع النكاح	73
আল-কুরআনের আলোকে বিয়ে	النكاح في ضوء القرآن	77
বিয়ের মাসায়েল	احكام النكاح	84
বিয়েতে অভিভাবক	الولي في النكاح	88
অভিভাবকের দায়িত্ব	حقوق الولى	89
যা অভিভাবকের দায়িত্ব নয়	ما يجب على الولى	91
মোহর	الصداق	93
বিয়ের খুতবা	خطبة النكاح	98
ওলীমা	الوليمة	100
পাত্রী দেখা	النظر الى المخطوبة	103
বিয়ের ক্ষেত্রে বৈধ কাজসমূহ	مباحات النكاح	105
বিয়েতে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ	ممنوعات فى النكاح	106
আনন্দের সময় যা যা করা বৈধ	مايجوز عند الفرح	107
আনন্দের সময় যে যে বস্তু নাজায়েয	مالايجوز عند الفرح	109
বিয়ে সংক্রান্ত দু'আসমূহ	الادعية في الزواج	118
সহবাসের আদব	آداب المباشرة	119
আদর্শ স্বামীর গুণাবলী	صفات الزواج الامثل	125
সৎ স্ত্রীর গুরুত্ব	اهمية الزوجة الصالحة	129
আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী	صفات الزوجة الامثلة	132
স্বামীর অধিকারের গুরুত্ব	اهمية حقوق الزوج	136
স্বামীর অধিকার	حقوق الزوج	138
স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব	اهمية حقوق الزوجة	142

স্ত্রীর অধিকার	حقوق الزوجة	145
স্বামী স্ত্রীর মাঝে যৌথ অধিকারসমূহ	الحقوق المشتركة بين الزوجين	149
অমুসলিম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজন মুসলমান হওয়া	اسلام احد الزوجين	151
দ্বিতীয় বিয়ে	النكاح الثانى	153
নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ	لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة	156
যাদের সাথে বিয়ে হারাম	المحرمات	160
ক্ষণস্থায়ী মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে হারাম)	المحرمات المؤقتة	163
নবজাতকের প্রতি করণীয়	حقوق المواليد	165
পিতা-মাতার অধিকারসমূহ	حقوق الوالدين	169
বিভিন্ন মাসায়েল	مسائل متفرقة	172

كلمة المترجم

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে আর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মহামানবের প্রতি যিনি বলেছেনঃ বিয়ে ঈমানের অর্ধাংশ।

ইসলামে বিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বিয়ের মাধ্যমে বর-কনের নবজীবন শুরু হয়, এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কল্পনাতীত অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়, পরিবার ও বংশধারা বিস্তার লাভ করে; কিন্তু অনেকেই বিয়েকে একটি গতানুগতিক বিষয় হিসেবে দেখে থাকে, আবার পৃথিবীর এ উন্নতীর যুগে এসে বিয়ের সাথে যোগ হয়েছে যৌতুকের টান পোড়ন, অথচ ইসলাম বিয়েকে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে চিহ্নিত করেছে এবং এক্ষেত্রে বর ও কনের বাছাই এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করেছে। যা অবলম্বনে একটি সুন্দর পরিবার সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু বিয়ের সময়ে অনেকেই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না আবার যখন বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তখন তা পুর্নগঠনের জন্য অনেকেই মসজিদ মাদ্রাসার স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে!

উর্দূভাষী সুলেখক জনাব ইকবাল কীলানী সাহেব তাঁর **"নিকাহ্ কে মাসায়েল"** নামক গ্রন্থে কোরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিয়ে সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। যা একজন মুসলমানের জন্য এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে। ইন্শাআল্লাহ।

এ গ্রন্থটির অনুবাদের দায়িত্ব আমি গোনাহগারের উপর অর্পিত হলে, আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্বেও তা অনুবাদে আমি আগ্রহী হই এ আশায় যে, এ গ্রন্থ্ পাঠে বাংলাভাষী মুসলমান বিয়ে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে প্রচলিত রেওয়াজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, আর এ উসীলায় মহান আল্লাহ্ এ গোনাহগারের প্রতি সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে সুহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ্ পাঠান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টিগোচর হলে, আর তারা তা আমাকে অবগত করালে আমি পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ্।

ফকীর ইলা আফভী রাব্বিহিঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
রিয়াদ, সউদী আরব।
পি.ও. বক্স-৭৮৯৭(৮২০)
রিয়াদ-১১১৫৯ কে. এস. এ.
মোবাইলঃ ০৫০ ৪১ ৭৮ ৬৪৪
১৪/২/২০০৯ইং

كلمة المؤلف

লেখকের আরয

নারী মুক্তি আন্দোলন সমূহের প্রতি আহ্বান

আমরা অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে সমস্ত নারী অধিকার আন্দোলন সমূহকে এ আহ্বান করছি যে, তারা ইসলামের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনিত জীবন-বিধানকে শুধু একটি আক্বীদা (বিশ্বাস) হিসেবে না দেখে একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে দেখে নিরপেক্ষভাবে মন দিয়ে হৃদয়াঙ্গম করে বলুন-----!

- কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রথিতকরণ প্রথাকে কে উৎখাত করেছে?
- একেকজন নারীকে একই সাথে দশ দশ জন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রথাকে কে বিলুপ্ত করেছে?
- নারীদেরকে পুরুষদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে অসংখ্য ত্বালাক প্রথাকে কে রহিত করেছে?
- কন্যা সন্তানকে লালন-পালন ও সুশিক্ষা দানের ফলশ্রুতিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ কে নিয়ে এসেছে?
- নারীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার ভিত্তি প্রস্তর কে স্থাপন করেছে?
- নারীকে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ জীবন-যাপনের স্বাধীনতা কে দিয়েছে?
- বিধাব ও ত্বালাক প্রাপ্তা নারীদের জন্য বিয়ের প্রথা চালু করে, নারী সমাজকে কে সম্মানিত করেছে?
- নারী তার নারীত্ব সংরক্ষণ করে জীবন যাপন করলে তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদারী কে নিয়েছে?
- নারী সম্ভ্রম হরণকারী মোজরেমদেরকে শাস্তি সরূপ পাথর মেরে হত্যা করার প্রথা কে চালু করেছে?
- নারীকে মা হিসেবে সন্তানদের পক্ষ থেকে পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশি শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার কে দিয়েছে?
- বৃদ্ধ বয়সেও নারীর ইজ্জত ও নিরাপত্বা সংরক্ষণের প্রথা কে চালু করেছে?

আমরা স্বজ্ঞান, বুদ্ধিমত্বা ও অনুভূতি সহকারে এ দাবী জানাচ্ছি যে, মানবতার ইতিহাসে ইসলামের নবী, মনবাতার মুক্তির দূত, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি যে, পৃথিবীর নির্যাতিত ও অবহেলিত সৃষ্টি নারীকে নির্দয়, যালেম, বর্বর ও কামুক হিংস্র জানোয়ারের থাবা থেকে বের করে, পৃথিবীতে তাদেরকে মানবতার মর্যাদা দিয়েছে, নারীর

ন্যায্য পাওনা নির্ধারণ করেছে এবং তা সংরক্ষণ করেছে, তাকে সমাজে অত্যন্ত সম্মানজনক ভাবে নিরাপত্তার সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্থানে আসীন করেছে।

সত্য কথা এই যে কোন নারী যদি কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তির দূত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ কৃতিত্বের জন্য তার কৃতজ্ঞতা করতে থাকে, তবুও তা করে শেষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

***

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين، اما بعد !

বিয়ে মানব জীবনের একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়, পিতা-মাতার কোলে যখন ছেলে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাদের আনন্দের কোন সীমা থাকে না। পিতা-মাতা অত্যন্ত আদর যত্নসহকারে সন্তান লালন-পালনে লেগে যায়। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নিজের ছেলের আরামের ব্যবস্থা করে, ত্যাগ তিতিক্ষার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সন্তানের শিক্ষা-দিক্ষা, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য রাত দিনকে একাকার করে দেয়। দেখতে দেখতেই শিশু সন্তান বড় হয়ে যায়, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সামনে সন্তান যৌবনে পদার্পণ করে। আর এ যুবক ছেলে পিতা-মাতার সুন্দর সুন্দর স্বপ্নের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়, যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথেই পিতা-মাতা ছেলের বিয়ের ব্যাপারে ভাবতে থাকে। বাবা-মা তাদের সন্তানের জন্য এমন স্ত্রী খোঁজতে থাকে যে লাখে হবে একজন। বরকত ও কল্যাণের দুয়া করতে করতে এক সময় নব বধু ঘরে আসে, কিছু দিন যেতে না যেতেই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। পিতা-মাতা যারা এ দুনিয়াতে সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করে এসেছিল, ছেলেকে তাদের উপদেশ মেনে চলতে হয়, যেই ছেলে আগে পিতা-মাতার চোখের মনি ছিল, যে বউ এ ঘরে আসার পূর্বে লাখে একজন ছিল, কালের এক পর্যায়ে তাকে অযোগ্য মনে হয়, এমনকি এক সময় এ তিন পক্ষ ছেলে, বউ, শশুর-শাশুড়ী, এক সাথে থাকা দুষ্কর হয়ে যায়।

পিতা-মাতার কোলে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করা জাহেলিয়্যাতের যুগের ন্যায় আজও অন্য চোখে দেখা হয়। কন্যা সন্তানের শিক্ষা-দিক্ষা, তার সম্ভ্রম রক্ষা, উপযুক্ত পাত্র, রীতি-নীতি অনুযায়ী যৌতুক সংগ্রহ করা সহ আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তায় পিতা-মাতার ঘুম হারাম হয়ে যায়।

এগুলো সমাজের ঐ সমস্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকদের স্বভাব যারা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে, আর

এর ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত আছে, নিচের সংবাদ সমূহে দ্রষ্টব্য।

১- মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে ঝগড়া করে স্বামী তার সাথীদের সহযোগীতায় স্ত্রীর হাত পা কেটে তাকে ফাঁসি দিয়েছে।[১]

২- পছন্দ অনুযায়ী বিয়ের ব্যবস্থা না করায় ছেলে তার বাপকে গুলি করে হত্যা করেছে।[২]

৩- দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি না দেয়ায় স্বামী তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছে।[৩]

---

১ -নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ২২ আগষ্ট ১৯৯৭ইং।

২ -উর্দূ নিউজ, জেদ্দা, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭ইং।

৩ -জঙ্গ, ১১ নভেম্বর ১৯৯৭ইং।

৪- বিবাহিতা নারী তার প্রেমিকদের সহযোগীতায় স্বামীকে হত্যা করেছে।[৪]

৫- দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি না দেয়ায় মাকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়া হয়েছে।[৫]

৬- লাভ মেরিজে ব্যর্থতার শোকে প্রেমিক যুগল স্ব স্ব বাসগৃহে বিষ পানে আত্ম হত্যা করেছে।[৬]

৭- স্ত্রী আদালত থেকে খোলা ত্বালাক নিতে চাইলে, স্বামী তার স্ত্রীর শরীরে এসিড নিক্ষেপ করেছে, এতে অবস্থা, বেগতিক দেখে দুস্কৃতির মামলা করা হয়েছে।[৭]

৮- বোনের ত্বালাক হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় তিন ভাই মিলে ভগ্নিপতির বাপকে হত্যা করেছে।[৮]

৯- লাভ মেরিজকারী মহিলাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করা হয়েছে, জানাযার নামাযে মেয়ে পক্ষ বা শশুর পক্ষের কেউ উপস্থিত হয়নি। আর স্বামী আগে থেকেই জেলে বন্দী আছে।[৯]

১০- সন্তান না হওয়ায় স্বামী তার স্ত্রীর জীবনকে বেদনাদায়ক করে তুলেছে।[১০]

এ সমস্ত সংবাদ থেকে এ অনুমান করা কষ্ট কর নয় যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কত করুন ভাবে চলছে। এ অবস্থার দাবী এই যে, আমাদের গুণীজন, শিক্ষিত ও সমাজের দায়িত্বশীলরা নারীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করবে, দাম্পত্য জীবনে ইসলাম নারী ও পুরুষকে যে অধিকার দিয়েছে তা সংরক্ষণ করবে; কিন্তু এ বাস্তবতা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, গত ৫০ বছর থেকে প্রিয় জন্মভূমি (পাকিস্তান)কে এমন শাসকরা শাসন করে আসছে যারা পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এত উৎসাহী যে নিজেদের সমস্ত সমস্যার সমাধান ঐ সমাজ ব্যবস্থার আলোকে করতে চায়। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের এক জজের নেতৃত্বে নারী অধিকার সংক্রান্ত কমিশন যে সুপারিশ নামা সরকারকে পেশ করেছে তা এ বাস্তবতারই স্পষ্ট প্রমাণ।

কিছু সুপারিশ নামা নিচে উল্লেখ করা হলঃ

১- স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন গুরুতর অন্যায় যার শাস্তি যাবত জীবন কারাদন্ড।[১১]

---

৪ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ১৮ আগষ্ট ১৯৯৭ইং

৫ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ১১ আগষ্ট ১৯৯৭ইং

৬ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ১১ আগষ্ট ১৯৯৭ইং

৭ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ১৩ জুলাই ১৯৯৭ ইং

৮ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ২৯ জুলাই ১৯৯৭ ইং

৯ - জঙ্গ-৩০ জুলাই ১৯৯৭ইং।

১০ -সাহাফাত, লাহোর ২৫ আগষ্ট ১৯৯৭ইং।

২- ১২০ দিনের গর্ভবতী সন্তানের গর্ভপাত করার জন্য নারীকে আইনী ক্ষমতা দিতে হবে।

৩- স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীকে জন্ম নিয়ন্ত্রন অপারেশন করার অনুমতি দিতে হবে।[১২]

৪- কম বয়সী স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করতে হবে।

আমাদের একথা স্বীকার করতে কোন দিধা নেই যে, চাদর ও চার দেয়ালের অভ্যন্তরে নারী সাধারণভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তার প্রতিকার হওয়া উচিত; কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে,

---

১১ -উল্লেখ্যঃ পাশচাত্য সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দাম্পত্য সম্পর্ক রাখা গুরুতর অন্যায়, যার শাস্তি জেল, লন্ডনে এক মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যে স্বামী আমার অনুমতি ব্যতীত আমার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ মামলার রায়ে জজ লিখেছে যে, নারী স্ত্রী হওয়া সত্বেও একজন বৃটিশ নগরবাসী, নগরবাসী হওয়ায় তার স্বাধীনতা আছে, যাতে স্বামীর হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। তাই স্বামীকে জোর পূর্বক ব্যভীচারে লিপ্ত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করে তাকে একমাস জেল খাটার শাস্তি দেয়া গেল। (আল বালাগ বোম্বাই, আক্টবর ১৯৯৫ইং।

১২ - দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবীগুলু মূলত ঐ ধারাবাহিকাতারই অংশ যা জাতিয় সংঘের তত্বাবধানে কায়রো কন্‌ফারেন্স ১৯৯৪ইং, বেইজিং কন্‌ফারেন্স ১৯৯৫, সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বিশ্বশক্তিধরদের এ পরিকল্পনা মূলত "জনবহুলতা ও উন্নতি" "স্বাচ্ছন্দময় জনবহুলত" "নারী অধিকার" জাতিয় মনোলোভা শ্লোগানের আবরণে বিশ্ব ব্যাপী অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বিস্তার এবং পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থাকে মুসলমান দেশসমূহে জোর পূর্বক চাপিয়ে দেয়ারই পরিকল্পনা। উল্লেখিত কন্‌ফারেন্স সমূহের সিদ্ধান্তগুলোর সার কথা হলঃ

১-গর্ভপাত করা নারীর ন্যায্য অধিকারে পরিণত করা এবং এ বিষয়ে তাদের প্রতি আইনী সমর্থন থাকা।

২- বিয়ে ব্যতীত যৌনসম্পর্ক স্থাপন সহজ লভ্য করা।

৩- বিয়ের জন্য বয়স নির্ধরণ করা এবং এর আগে বিয়ে করলে শাস্তি দেয়া।

৪- অবাধ যৌনাচারের অনুমতি দেয়া।

৫- গর্ভধারণ প্রতিশেধকমূলক ঔষধ পত্র সহজ লভ্য করা।

৬- স্কুল কলেজসমূহে সহ শিক্ষা ব্যাপক করা।

৭- প্রাইমারী স্কুল থেকেই যৌন শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া।

উল্লেখ্যঃ কায়রো ও বেইজিং কন্‌ফারেন্সের পূর্বে জাতি সংঘ ১৯৭৫ইং মেক্সিকো, ১৯৮০ইং কোপেন হেগেন এবং ১৯৮৫ইং নাইরোবী এ ধরণের আরো কন্‌ফারেন্স করেছে। কায়রো ও বেইজিং কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্তসমূহকে বাস্ত বায়নের লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে ২৩ হাজার যুবতী মেয়ে গ্রামে গ্রামে নারী ও পুরুষদেরকে কন্ডম ব্যবহারে জন্ম নিয়ন্ত্রনের শিক্ষা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আরো এক লক্ষ সেন্য তৈরীর কাজ চলছে। (তাকবীর, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং।

পাকিস্তান সরকার 'নিরাপদ রোজগার' এ শ্লোগানে ঋণ গ্রহীতা নারীদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এ ঋণ ঐ সমস্ত নারীরা পাবে যারা তাদের স্থানীয় ম্যাজিস্টেটের নিকট এ সার্টিফিকেট পেশ করবে যে সে পর্দা করে না। (খবরে একম, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ইং।)

উল্লেখিত সুপারিশসমূহের মধ্যে এমন কি সুপারশি আছে যা কোন মুসলিম নারীর ইজ্জত ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারে? বা তার প্রতি নির্যাতনকে বন্ধ করতে পারে?

উল্লেখিত সুপারিশসমূহ মূলতঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে পাশচাত্য সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার ব্যর্থ চেষ্টা।

শাসকদের এ ইসলাম বিদ্বেষী দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে সাথে আজকাল আমাদের মাননীয় আদালত যে সূরে প্রেমিকের হাত ধরে পালাতক মেয়েদের ব্যাপারে "অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে বৈধ।"[১৩] বলে যে ফাতোয়া দিয়েছে, এতে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রেমী দালালদের দাবী আরো শক্তিশালী হয়েছে। আর ভঙ্গুর প্রায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেমিকা নারীরা "নারী আন্দোলন" "নারী মুক্তি সংগঠন" "দুমন্য ফোরাম" হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন" "দুমন একশন ফোরাম" ইত্যাদি সংগঠন কায়েম করে আত্ম তৃপ্তি লাভ করতে চাচ্ছে।[১৪]

দুঃখজনক বিষয় হল আমাদের (পাকিস্তানের) শিক্ষা ব্যবস্থা গত অর্ধ শতাব্দী থেকে ইংরেজ সাঁচে সাজানো ভবিষ্যত নাগরিক সৃষ্টি করছে, ঐ নাগরিকরা আজ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসে হরদম পাশ্চাত্য সরকারের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে চলছে।

প্রশ্ন হল নারীর মর্যাদা এবং নিরাপত্তা পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় না ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়? নারীদের প্রতি যে যুলম ও নির্যাতন চলছে তা থেকে মুক্তি পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় না ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়? নারীর অধিকারের মূল সংরক্ষক পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় না ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়? এ প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজার আগে আমার জরুরী মনে করি যে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি দেয়া যাক, যাতে করে বুঝা যায় যে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা কেমন।

---

১৩ -খবর ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১১ মার্চ ১৯৯৭ইং।

১৪ -এ ধরণের সংগঠন নারীদের প্রতি যে যুলুম চলছে তা দূর কারার জন্য কি ধরণের চেষ্টা চালাচ্ছে তার অনুমান নিম্নোক্ত দুটি সংবাদ থেকে করা যাবে।

১৯৯৪ইং বিশ্ব নারী দিবসে পাকিস্তানের বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবী পেশ করছে

১- একাধিক বিয়ের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা হোক এবং এটা শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হোক।

২- "হুদুদ (ইসলামী শাস্তি আইন) অর্ডিনেন্স" "কানুন শাহাদাত" "কিসাস ও দিয়াত (হত্যার বদলা হত্যা বা রক্তপন) অডিনেন্স" বাতিল করাহোক।

৩- নারী পুরুষকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিতে হবে। (জঙ্গ, ৯ মার্চ, ১৯৯৪ইং।)

১৯৯৭ইং বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে পাকিস্তানে দুমন্য ফোরামের ব্যবস্থা পনায় নারীরা লাহোরের একটি বড় রুটে নৃত্য করে বিশ্ব নারী দিবস উদযাপন করেছে। (উর্দু নিউজ, জেদ্দা, ১০ মার্চ ১৯৯৭ইং)

পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা

১৮ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে কারিগরী শিল্পের বিপ্লব ঘটে, তাই খুব দ্রুত সেখানে কল কারখানার বিস্তার ঘটে, এসমস্ত কল কারখানায় কাজ করার জন্য যখন পুরুষ দিয়ে মেকআপ করা যাচ্ছিল না, তখন কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য পুঁজীবাদীরা নারীকে চাদর ও চার দেয়ালের ভিতর থেকে বের করে কারিগরী শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে তাদেরকে ব্যবহারের চিন্তা করল, আর এ উদ্দেশ্যে "নারী পুরুষের সমান অধিকার" "নারী মুক্তি" "নারী অধিকার" ইত্যাদি লোভনীয় শ্লোগান ও দর্শন দেখাতে থাকে। স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন নারী জাতি পুরুষের সামান অধিকারের মনোলোভা চক্রান্তে স্বীয় সম্মান ও উন্নতীর আশায় পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে নেমে যায়। এতে মূল লাভ পূঁজিবাদীদেরই হয়েছে; কিন্তু অতিরিক্ত এ লাভও হয়েছে যে আগে যেখানে একজন পুরুষের উপার্জনে ঘরের চার পাঁচ জন সদস্য কোন রকম জীবন-যাপন করতে পারত, এখন সেখানে ঐ ঘরের দুই বা তিন জন সদস্যের উপার্জনে জীবন-যাপন উন্নত হয়েছে, আর এ নারী পুরুষ কল কারখানায় রাত দিন ব্যাপী মেশিনের ন্যায় কাজ করাই জীবনের মূল লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে।

নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা শুধু অফিস, কারখানায়ই সীমিত থাকল না বরং আস্তে আস্তে তা হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, ক্লাব, নৃত্যশলা, মার্কেট, বাজার থেকে শুরু করে রাজনীতি, পর্যটন কেন্দ্র, পার্ক সহ খেলা-ধূলায়ও অংশ নিচ্ছে। সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা লজ্জা শরম কে এক এক করে শেষ করে দিয়েছে। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার মাধ্যমে নারী সৌন্দর্য প্রদর্শন, শরীর প্রদর্শন, চিত্তাকর্ষক, মনলোভা হওয়া স্বাভাবিক বিষয় ছিল, তাই হালকা পাতলা অর্ধ উলঙ্গ পোশাক পরিধান করা, উত্তেজনামূলক গান করা, পুরুষের সাথে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ছবি করা, উলঙ্গ ছবি বের করা, ক্লাব, মঞ্চ নাটক, নৃত্যশলায় যাওয়া সমাজ জীবনে একটি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে গেছে। যার ফল এ দাঁড়িয়েছে যে, আজ পাশচাত্য দেশসমূহে "নারী মুক্তি" নারী অধিকার" এর নামে নারীদের উলঙ্গ হওয়া এবং বিনা বিবাহে মা হওয়া কোন দোষনীয় বিষয় নয়। বিগত সময়ে আমেরিকান এক স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে দুই মহিলা শিক্ষিকা উলঙ্গ হয়ে পড়ানোর এক অপূর্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এ উভয় শিক্ষিকা এ যুক্তি দিয়েছে যে, কঠিন সাবজেক্টসমূহে এ পদ্ধতি অবলম্বনে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাঠে মনোনিবেশ করা যায়।[১৫]

ইটালীতে মাসুলিনীর নাতনী সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য উলঙ্গ হয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে বক্তব্য রেখেছে এবং ভোট চেয়েছে।[১৬]

বর্তমান পৃথিবীতে মানবাধীকার নিয়ে সবচেয়ে বড় গলাবাজ আমেরিকার ইন্ডিয়ানায় নেকেড সিটি নামে একটি এলাকা আছে যার অধিবাসীদের শরীরে আকাশ ও জমিন কখনো কোন পোশাক

---

১৫ -তাকবীর ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং।

১৬ -মাজাল্লা আদ্দাওয়া সেপ্টেম্বর-১৯৯৫ইং।

দেখে নাই, ওখানে প্রতি বছর সমগ্র পৃথিবীর জন্মগতভাবে উলঙ্গ হতে আগ্রহী নারীদের "ওমেন নিউড ওয়ার্লড" নামে এক প্রতিযোগীতা হয়ে থাকে।

১৯৯৬ইং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সেরাকের কন্যা ক্লাডের বিনা বিবাহে সন্তান হয়েছে, তাতে ক্লাড বাচ্চার বাপের নাম বলতে অস্বীকার করেছে; কিন্তু এতে ক্লাডের বাপের মাথায় মোটেও কোন চিন্তা আসেনি।[১৭]

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগানের স্ত্রী নেন্সী রিগান আবিষ্কার করেছে যে, যখন আমি রিগানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই তখন আশা অনুযায়ী সাত মাস পর আমাদের কোলে মেয়ে হয়েছে।[১৮]

১৯৯৭ইং বৃটেনের সংসদ নির্বাচনে এমন এক নারী অংশ গ্রহণ করেছে যে গত ১৮ বছর থেকে বিবাহ ব্যতীত তার বয় ফ্রেন্ডদের সাথে অতিবাহিত করেছে, এতে তার তিনজন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে, সে স্কুল ইনস্পেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছে।[১৯]

বৃটেনের হবু রাণী ডায়না তার স্বামী বেঁচে থাকা অবস্থায় অন্য পুরুষের সাথে তার যৌন সম্পর্কের কথা টিভিতে নির্দিধায় স্বীকার করেছে।[২০]

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের যৌন সম্পর্কের কথা সংবাদ পত্রে মুখরোচকভাবে আলোচিত হয়েছে। আমেরিকার বড় পোপ এবং খ্রিস্টান জগতের বড় পাদরী "জ্যোমী সোয়াগ্রেট" আমেরিকান টেলিভিশনে তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে নিজের যৌন সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছে।[২১]

এর পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই যে, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার অশ্লীলতার সামনে চারিত্রিক ও দলীয় মর্যাদার কোন মূল্যায়ন নেই। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা বড় বড় নেত্রীস্থানীয় লোকদেরও এ সমাজ ব্যবস্থায় ঠিক থাকা সম্ভব হয় নাই।

উন্নত দেশগুলিতে ব্যভীচার ও অশ্লীলতা এবং বে-হায়ার এ সংস্কৃতির আরো কিছু তথ্য বিচত্র, সংবাদ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। যেখানে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে অবিবাহিত মায়ের শতকার হার দেখানো হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১ - সুইডেন	৫০%	২- ডেনমার্ক	৪৭%
৩- নরওয়ে	৪৬%	৪- ফ্রান্স	৩৫%

১৭ -তাকবীর, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং।

১৮ -মুসাওয়াত, ২৫ অক্টবর ১৯৯৮ইং।

১৯ -তাকবীর, ২৯ মার্চ ১৯৯৭ইং।

২০ -তাকবীর, ১৬ জানুয়ারী ১৯৯৭ইং।

২১ - তাকবীর, ১৭ মার্চ ১৯৮৮ইং।

৫- বৃটেন	৩২%	৬- ফিনল্যান্ড	৩১%
৭-অ্যাসেরিকা	৩০%	৮- আসট্রেয়া	২৭%
৯-আয়ারল্যান্ড	২০%	১০- পর্তুগাল	১৭%
১১ - জার্মানি	১৫%	১২ - নেদারল্যান্ড	১৩%
১৩-লালসুমবুরগ	১৩%	১৪ - বেলজিয়াম	১৩%
১৫ - স্পেন	১১%	১৬ - ইটালী	৭%
১৭- সুইজারল্যান্ড	৬%	১৮- গ্রীস	৩%

ব্যভীচার, অশ্লীলতা, বে-হায়ার এ ইবলিসী ঝড় পাশ্চাত্যের সমস্ত উন্নত দেশগুলিকে যৌনতা পিপাসু জন্তুর জঙ্গলে পরিণত করেছে। অ্যামেরিকান দৈনিক 'টাইমস' এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী জর্মানী, ফ্রান্স, চোকোশ্লাভাকিয়া, রোমানিয়া, হাংগেরী, বুলগেরিয়ার বড় বড় শহরসমূহে অশ্লীল নারীদেরকে সাড়ি বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বার্লিন ও পুরাগের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী ১২০০ কিঃ মিঃ লম্বা হাইওয়েতে পৃথিবীর সবচেয়ে কম মূল্যে এবং যত্রতত্র যৌন আড্ডা চলে, ওখান দিয়ে অতিক্রমকারীরা সহজলভ্যভাবে সুন্দরী যুবতীদেরকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে পেয়ে যায়।[২২]

অন্য একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বৃটেনের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ৭৬% শিক্ষার্থী বিয়ে ব্যতীত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে। ৫১% ছাত্রী স্বীকার করেছে যে তারা ইউনিভার্সিটিতে আসার পর কুমারিত্ব হারিয়েছে। ২৫% ছাত্রী গর্ভনিয়ন্ত্রনকারী টেবলেট ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছে। ৫৬% ছাত্র যৌনস্বাধ গ্রহণের স্বার্থে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া। ৪৮% সমকামীতাকে আরাম ভোগের নিরাপদ রাস্তা হিসেবে বিবেচনা করে।[২৩]

বৃটেনের সংবাদ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর এক লক্ষ্য বৃটিশ ছাত্রী গর্ভবতী হয়।[২৪]

বৃটিশ কানুন অনুযায়ী চার বছর বয়সের পর প্রত্যেক বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতেই হবে, স্কুলে শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুরু থেকেই উলঙ্গ হয়ে এক সাথে গোসল করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উপরের ক্লাসসমূহে যুবক যুবতীদের জন্য এক সাথে থাকা বাধ্যতামূলক। সাথে সাথে বাচ্চাদের অনেক রাত পর্যন্ত ঘরের বাহিরে থাকার ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং এও শিক্ষা দেয়া হয় যে, যদি

---

২২ -নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২৬ জুন, ১৯৯৭ইং।

২৩ - সিরাতে মোস্তাকীম, বার্মিং হাম, ফেব্রুয়ারী/মার্চ ১৯৯০ইং।

২৪ -উর্দূ নিউজ, জিদ্দা, ১৬ অক্টোবর, ১৯৯৭ইং।

তোমাদের বাপ-মা এ বিষয়ে তোমাদেরকে শাসন করে তাহলে পুলিশকে ফোন করে তাদেরকে থানায় পাঠিয়ে দিবে। [২৫]

অ্যামেরিকার অবস্থাও এথেকে ভিন্ন নয়, এক স্কুলের দুই ছাত্র ১৫ বছর বয়সের এক ছাত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে, আদালতে মামলা করা হলে, জজ তার রায়ে লিখেছে যে, ছেলেরা ছেলেমীর ছলে এ অন্যায় করেছে এটা ব্যভিচার নয়। [২৬]

অ্যামেরিকান এক মাসিক পত্রিকার তথ্য মতে ১৯৮০ইং থেকে ১৯৮৫ইং পর্যন্ত বিবাহিত নারীদের মধ্যে বিয়ের আগ পর্যন্ত মাত্র ১৪% কুমারী থাকে বাকী ৮২% বিয়ের আগেই কুমারিত্ব হারিয়ে ফেলে। ৮০% বেশি ছেলে মেয়ে ১৯ বছর বয়সের আগেই যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। [২৭]

এক পরিসংক্ষাণ অনুযায়ী অ্যামেরিকায় গর্ভপাতকারী নারীদের সংখ্যা ৩৩%, [২৮]

ভয়েস অব অ্যামেরিকার রিপোর্ট অনুযায়ী অ্যামেরিকান কংগ্রেসের সাব কমিটির সামনে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বেশ কিছু নারী সেনা অফিসারদের হাতে স্বীয় ইজ্জতহরণের অভিযোগ করলে, কমিটি অত্যাচারী সেনাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করে। এক মহিলা অভিযোগ করল যে, তার 'বস' তার ইজ্জত হরণ করেছে তখন তাকে বলা হল "এ বিষয়টি তুমি ভুলে যাও"। [২৯]

যৌন তৃপ্তির এ উন্মাদনা ঐ জাতির কাছ থেকে মনবতাবোধকে তুলে নিয়েছে। নিউজার্সির এক স্কুল ছাত্রী নৃত্যশলায় নৃত্য চলাকালে স্কুলের রেষ্ট রূমে গিয়ে বাচ্চা প্রসব করে তাকে ওখানেই কোন আবর্জনার স্তুপে নিক্ষেপ করে নৃত্য অনুষ্ঠানে আবারো শরীক হয়। [৩০]

বাস্তবতা হল এই যে, পাশচাত্যের এ উন্মুক্ত যৌনাচারের সামাজিকতা, কাম পিপাসার এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যা নিরশনের নামও নেয়া হয় না; বরং দিন দিন তা বেড়েই চলছে। তাই পাশচাত্যে এখন ব্যভিচারের সাথে সাথে সমকামিতার মহামারীও জঙ্গলের আগুনের ন্যায় বিস্তার

---

২৫ -ঐ সমাজ ব্যবস্থায় অমুসলিম বাচ্চাদের যে অবস্থা হওয়া দরকার তাতো হচ্ছেই, কিন্তু সেখানে প্রবাসী মুসলমান বাচ্চাদের এ পরিস্থিতির শিকারের অনুমান এ ঘটনা থেকে করা যাবে যে, যা রোযনামাহ জন্‌গ লন্ডন থেকে প্রকাশিত ২৫ অক্টোবর ১৯৯২ইং প্রকাশিত "বৃটেনে প্রবাসী মুসলমান পিতা-মাতাদের প্রতি এ আবেদন যে যেহেতু হাইস্কুলের ছাত্রীরা সাধারণত চারিত্রিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমনিভাবে উপযুক্ত সময়ের আগেই মা হয়ে যায়, যার কারণ এই যে, মেয়েরা তাদের বয় ফ্রেন্ডদেরকে No (না) বলতে দিধা সংকোচ করে, তাই পিতা-মাতার প্রতি এ আবেদন যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে No (না) বলার শিক্ষা দিবে, (সিরাত মোস্তাকীম, বার্মিংহাম, নভেম্বর/ডিসেম্বর ১৯৯২ইং।

২৬ -নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১ইং।

২৭ - Al-jumua Monthly Madison (u.s.a.) 20 oct,1997.

২৮ - Just the facts Dayton Right to life u.s.a..

২৯ -নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২ জুলাই, ১৯৯২ইং।

৩০ -উর্দূ নিউজ, জিদ্দা, ১৯ আগস্ট ১৯৯৭ইং।

করছে। বৃটিশ পুলিশের সেন্ট্রাল কম্পিউটারে এমন দশহাজার ব্যক্তির নাম রেকর্ড করা আছে, যাদের ব্যাপারে একথা প্রমাণিত যে তারা বাচ্চাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়, তবে পুলিশের বক্তব্য এই যে, এ সংখ্যা মূল সংখ্যার তুলনায় অনেক কম, কেননা পুলিশ এ রেকর্ড করা মাত্র চার বছর আগে থেকে শুরু করেছে।[৩১]

লন্ডনে খ্রিস্টানদের রেওয়াজ অনুযায়ী হাজার হাজার উপস্থিত জনতার সামনে টাউন হলের পাদ্রী দুই মহিলার মাঝে বিয়ের ব্যবস্থা করে সমকামিতার এক লজ্জাস্কর উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।[৩২]

অ্যামেরিকার নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত এক নেত্রী 'পেট্রেসিয়া' স্বীকার করেছে যে, সে তার স্বামী ব্যতীত অন্য এক মহিলার সাথেও সমকামিতার সম্পর্ক রাখে। নিউইয়র্ক টাইমের ধারণা অনুযায়ী অ্যামেরিকার নারী আন্দোলনের ৩০% থেকে ৪০% নারী সমকামিতার সাথে সাথে যৌন সম্পর্কও রাখে।[৩৩]

এ হল পাশচাত্য সমাজ ব্যবস্থার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যা থেকে আমাদের জ্ঞানী গুণীরা এবং শিক্ষিত সমাজপতিরা যারা পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার আলোকে আমাদের সামাজের উন্নতীর স্বপ্ন দেখে তারা কিছুটা হলেও চিন্তার সুযোগ পাবে।

পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের সমান অধিকারের শ্লোগান কিছু কিছু নারী ও জনাবদের মনপুত হয়েছে; কিন্তু বাস্তবেই কি সেখানে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার আছে না এটা শুধু ধোঁকা মূলক একটি প্রপাগান্ডা মাত্র? নিচে আমরা এর সংক্ষিপ্ত একটি নমুনা পেশ করছি।

নারী পুরুষের সমান অধিকার

ভয়েস অব জার্মানীর এক রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় নারীদেরকে র্জামানীতে সবচেয়ে কম বেতন দেয়া হয়। জার্মানে সামাজিক সহযোগীতার মাধ্যমে জীবন যাপনকারী খেঁটে খাওয়া মানুষের মধ্যে বয়স্কা নারীদের সংখ্যা ৯০%, যারা বয়স্ক ভাতা পায়না। র্জামানীতে খেঁটে খাওয়া নারীদের তিন চতুর্থাংশের আয় এমন যে তারা একা একা ঘরের খরচ বহন করতে পারবে না, সেখানে উচ্চ পদে কাজ করে এমন নারীদের সংখ্যা খুবই কম। ওখানে প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ হাজার নারী, পুরুষের অত্যাচারের কারণে ঘর ছেড়ে আশ্রালয়ে আশ্রয় নেয়।[৩৪]

নারী পুরুষের সমান অধিকারের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা রাষ্ট্র অ্যামেরিকার সুপ্রিম কোর্টে আজ পর্যন্ত কোন নারী জজ হতে পারে নাই, ফেডারাল এপেল্ট কোর্টে ৯৭ জন জজের মধ্যে মাত্র একজন মহিলা জজ। অ্যামেরিকা বার এসোসিসিয়েশনে আজ পর্যন্ত কোন নারী সভাপতি হতে পারে

৩১ - তাকভীর, ২৯ মার্চ, ১৯৯৭ইং।

৩২ -খবর ২২ আগষ্ট, ১৯৯৬ইং।

৩৩ -তাকভীর,১৩ এপ্রিল, ১৯৯৫ইং।

৩৪ -খবর-৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ইং।

নাই। অ্যামেরিকায় যে কাজে একজন পুরুষ সাধারণত পাঁচ ডলার পায়, ঐ কাজে একজন নারী সাধারণত তিন ডলার পায়। [৩৫]

১৯৭৮ইং অ্যামেরিকার হিউস্টনে নারী মুক্তি আন্দোলনের নারীরা একটি কন্‌ফারেন্স করে সেখানে তারা সরকারের নিকট দাবী করে যে একেই ধরণের কাজের জন্য নারী পুরুষকে সমান পারিশ্রমিক দিতে হবে। [৩৬]

জাপানে দেড় কোটি নারী বিভিন্ন স্থানে কাজ করে এর মধ্যে অধিকাংশ নারীই পুরুষ অফিসারদের সহকারী হিসেবে কাজ করে। [৩৭]

এটা কি ভেবে দেখার বিষয় নয় যে, নারী-পুরুষের সামন অধিকারের শ্লোগানদাতা রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কামান্ডার ইন চীফ হিসেবে কোন নারীকে আজ পর্যন্ত কেন বসাল না, বা জেনারেল র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত নারীদেরকে পুরুষদের সমান পদে কেন বসাল না? পাশ্চাত্যের কোন দেশ যুদ্ধের ময়দানে লড়াইকারী সৈনিকদের পদে নারী পুরুষদেরকে সমান স্থান দিতে প্রস্তুত আছে কি?

এ হল ঐ সমান অধিকার যার প্রপাগান্ডা দিন রাত করা হচ্ছে। নারী পুরুষের সমান অধিকার ছাড়াও আরো একটি শ্লোগান যা সাধারণ মানুষের জন্য বেশ মোহ পূর্ণ তাহল 'নারী স্বাধীনতা' পাশ্চাত্যের দেশসমূহে নারীদের সার্বিক স্বাধীনতা আছে কি?

নিচে আমরা এরও কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিঃ

নারী স্বাধীনতা

পাশ্চাত্যের নারীদের কি এ স্বাধীনতা আছে যে, তারা ঘরে বসে মাসে মাসে বেতন পেয়ে যাবে? তাদের কি এ স্বাধীনতা আছে যে, তারা ট্রাফিক নিয়ম না মেনে নিজেদের গাড়ি রাস্তায় চালাবে? তাদের কি এ স্বাধীনতা আছে যে তারা যে ব্যাংক থেকে যত খুশি তত টাকা পয়সা লুটে নিবে? না কখনো নয়, নারীরাও রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে বাধ্য যেমন পুরুষরা মেনে চলে। পাশ্চাত্যে নারীদের এ স্বাধীনতাও নেই যে, তারা ডিউটির সময় নিজের ইচ্ছামত পোশাক পরিধান করবে। একদা নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ইয়ার লাইনের হোষ্টেজ ঠান্ডার কারণে মেনী স্কার্টের পরিবর্তে গরম পায়জামা ব্যবহারের অনুমতি চাইলে, তাকে অনুমতি দেয়া হয় নাই।[৩৮]

৩৫ -মাওলানা ওয়াহিদুদ্দীন খাঁন লিখিত খাতুনে ইসলাম, পৃঃ৭৩।

৩৬ -তাকভীর, ১৩ এপ্রিল ১৯৯৫ইং।

৩৭ - খাতুনে ইসলাম, পৃঃ৭৩।

৩৮ -নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২২ জুন, ১৯৯৬ইং।

পাশ্চাত্যে নারীদের যে স্বাধীনতা আছে তাহল কেউ যদি আজীবন উলঙ্গ থাকতে চায় তাহলে থাকতে পারবে, নিজের উলঙ্গ ছবি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করতে চাইলে তা করতে পারবে। ফ্লিমে উলঙ্গপনা করতে চাইলে করতে পারবে, যে পুরুষের সাথে খুশি তার সাথে ব্যভীচার করতে পারবে। আজীবন সন্তান না নিতে চাইলে তা করতে পারবে, গর্ভধারণের পর ইচ্ছা করলে গর্ভপাত করতে পারবে। বয় ফ্রেন্ড যতবার খুশি ততবার পরিবর্তন করতে পারবে, সমকামিতার আগ্রহ জাগলে বিনা বাধায় তা পুরণ করতে পারবে, 'নারীমুক্তি আন্দোলনের' প্রসিদ্ধ পত্রিকা " ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর উইম্যান টাইমস" ১৯৯৮ইং জানুয়ারীতে প্রকাশিত সংখ্যায় নারী মুক্তি বিষয়ে লিখতে গিয়ে "নারী মুক্তির" ব্যাখ্যায় লিখেছে নারীর প্রকৃত মুক্তির জন্য দরকার নারীরা পরস্পরের মাঝে সমকামিতার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। [৩৯] (এভাবে পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, লিখক)। হোটেল, ক্লাব, মার্কেট, সরকারী বেসরকারী অফিসসমূহ এমনকি প্রতিরক্ষাবাহিনীতেও মন ভুলানোর জন্য সক্ষতা গড়ে তুলতে চাইলে গড়তে পারবে। মূলত পাশ্চাত্য নারীদের ঐসকল কাজে স্বাধীনতা আছে যার মাধ্যমে পুরুষের যৌন চাহিদা পূরণ হবে তা করে দেয়া। এ হল ঐ স্বাধীনতা যা পাশ্চাত্যের পুরুষরা তাদের নারীদেরকে দিয়ে রেখেছে। যদি এছাড়া সেখানে নারীদের আরো কোন স্বাধীনতা থেকে থাকে তাহলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ জানাবদের নিকট আমাদের আবেদন তারা যেন অনুগ্রহ করে তা আমাদেরকে জানায়। নারীদের এ স্বাধীনতাকে নারী স্বাধীনতা না বলে পুরুষ স্বাধীনতা বললে ভাল হয় না? যারা নারীদেরকে স্বাধীনতার এ অর্থে আবেগ আপ্লুত হয়ে তাদেরকে মূল্যহীন করে তুলেছে যে যখন খুশি, যেখানে খুশি বিনা বাধায় তাদেরকে উপভোগ করতে পারবে? কোন মুসলমান নারী চাই সে তার দ্বীন সম্পর্কে যত অজ্ঞই হোকনা কেন সে কি এ ধরণের স্বাধীনতার কথা কখনো ভুলেও চিন্তা করবে?

পাশ্চাত্যের এ উন্মুক্ত যৌন চর্চার সামাজিকতা পাশ্চাত্য বাসীদেরকে কি কি সুফল এনে দিয়েছে চলুন তারও একটি ধারণা নেয়া যাকঃ

এর সুফলসমুহের মধ্যঃ পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা বরবাদ, মরণ ব্যাধীর আধিক্য, আত্মহত্যার আধিক্য অন্যতম, এর আরো কিছু বাস্তব দিক নিচে উল্লেখ করা হলঃ

পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস

ইউরোপের উৎপাদন বিপ্লব নারীদেরকে জীবন যাপনের স্বাধীনতা তো দিয়েছে; কিন্তু পারিবারিক জীবনের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। নারী যখন পুরুষের দায়িত্ব ও অর্থনৈতিক সহযোগীতা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়েছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, যে নারী নিজেই উপার্জন করে সে কেন পুরুষের সেবা করবে? ঘরের দায়িত্বইবা সে কেন নিবে?

৩৯ -তাকভীর, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৫ইং।

বৃটেনের ন্যাশনাল উইমযের এক নারীর বক্তব্য "এ ধারণা শক্তিশালী হচ্ছে যে, বিয়ে করে স্বামীর খেদমতের ঝামেলায় কেন পড়তে হবে বরং এমনিই জীবনের স্বাদ উড়াতে থাক, অনেক নারী এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাদের নিজের ভবিষ্যতের জন্য পুরুষের সহযোগীতার কোন প্রয়োজন নেই।[৪০]

অ্যামেরিকার নারী মুক্তি আন্দোলনের পুরধা শিইলা কারোইনের বক্তব্য "নারীদের জন্য বিয়ের অর্থ হল গোলামী, তাই নারী মুক্তি আন্দোলনের উচিত বিয়ে প্রথা রহিত করতে হস্তক্ষেপ করা, বিয়ে প্রথা রহিতকরণ ব্যতীত নারীদের মুক্তি অর্জন হবে না"।

নারী আন্দোলনের নারীদের বক্তব্য নারীদের পুরুষদের প্রতি টান থাকা, তাদের প্রয়োজন অনুভব করা, নারীদের জন্য হীনতার কারণ, নারীদের সন্তান ও বাড়ী ঘরের দায়িত্ব পালন করা তাদেরকে নীচু করে তোলে।[৪১]

অ্যামেরিকায় প্রবাসী এক পাকিস্তানী অ্যামেরিকার সামাজিক অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ উঠতি বয়সী যুবকদের মাঝে বিয়ের প্রচলন নেই, বিয়ে ব্যতীতই ছেলে মেয়েরা বা নারী পুরুষরা এক সাথে থাকে, বাচ্চাও জন্ম দেয় এবং প্রতি দু'চার বছর পর পর নিজের জীবন সঙ্গী পরিবর্তন করে, যেমন পোশাক পরিবর্তন করা হয়। বৃদ্ধ পিতা-মাতা শোসাল সিকিউরিটি বৃদ্ধালয়ে জীবন-যাপন করে, মারা গেলে সাধারণত ছেলে মেয়েরা দাফন কাফনের জন্যও আসে না।[৪২]

স্বাধীন জীবন-যাপন পদ্ধতি শুধু বিয়ের বোঝাই মাথা থেকে দূর করে নাই বরং ত্বালাকের পরিমাণও কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যামেরিকান আদমশুমারী ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে প্রতি দিন সাত হাজার দাম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় যাদের মধ্যে তিন হাজার তিনশ স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ত্বালাক দিয়ে দেয়।[৪৩]

অর্থাৎ ৫০% পাসেন্ট বিয়ে ত্বালাকে পরিণত হয়। বাস্তবতা হল এই যে, পাশ্চাত্যে নারীর স্বাধীনতা ও স্বাধীন জীবন-যাপন পদ্ধতি পরিবারিক ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছে। উঠতি বয়সী যুবকদের অধিকাংশ এমন যে যাদের মায়ের পরিচয় থাকলেও পিতার কোন পরিচয় নেই, বা পিতার পরিচয় থাকলে মায়ের পরিচয় থাকে না, বা বাপ-মা কারোরই কোন পারিচয় নেই, আর ভাই বোনের পবিত্র সম্পর্কের কথাতো কল্পানাই করা যায় না।

৪০ -তাকভীর, ৪ ডিসেম্ব, ১৯৯৭ইং।

৪১ -তাকভীর, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৫ইং।

৪২ -উর্দূ ডাইজেস্ট (অ্যামেরিকা বাহাদুর কা আসলী চেহারা) জুন ১৯৯৬ইং।

৪৩ - উর্দূ নিউজ, জিদ্দা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং।

মরণব্যাধির বৃদ্ধি

ব্যভিচার, সমকামিতার আধিক্যের ফলে মরণ ব্যধি(এইডস) সমগ্র অ্যামেরিকা এবং পাশচাত্যকে কাবু করে রেখেছে, ১৯৯৭ইং ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্সে এ তথ্য পাওয়া গেছে যে পৃথিবীতে প্রতি বছর ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ সূযাক, আতসক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, উন্নত দেশসমূহে নারী মৃত্যুর আরো একটি বড় কারণ হল আতসক ও সূযাক।[৪৪]

১৯৭৫ইং বৃটেনের হাসপাতালসমূহে জরিপ করে যৌন রোগীর পরিমান পাওয়া গেছে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার, যার মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার নারী আর ২ লক্ষ ৭০ হাজার পুরুষ।[৪৫]

১৯৭৮ইং পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ এইডসের নামই জানত না।

উল্লেখ্যঃ এইডস (Aids) ইংরেজী শব্দ (Acquired Immune Deficiency Syndrom) এর সংক্ষেপ, যার অর্থ শরীরের উত্তেজনা শক্তি ধ্বংসের আলামত। উন্মুক্ত যৌন চর্চারা ফলে সৃষ্ট এ মরণ ব্যাধি উন্নত দেশ সমূহে কঠিন আযাবের রূপ নিয়েছে, অ্যামেরিকায় বর্তমানে এইডস রোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ। অন্য দিকে আফ্রিকার এক সতর্কতামূলক অনুমানে এ সংখ্যা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ।[৪৬]

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O) এর রিপোর্ট অনুযায়ী উন্নত দেশসমূহে শুধু এইডস থেকে বাঁচার জন্য ১৫০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার প্রতি বছর খরচ করতে হবে।[৪৭]

অ্যামেরিকান সাইন্স বিশেসজ্ঞ ডাঃ স্টিকার এইডস সম্পর্কে তার এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে লিখেছে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র প্রধানদের গুরুত্বের সাথে এইডস সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, অন্যথায় একবিংশ শতাব্দীতে এইডসের কারণে অনেক অল্প লোক থাকবে যারা রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা রাখবে।[৪৮]

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

পাশ্চাত্যের যৌন স্বাধীনতার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের আগ্রাসনে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা নিচের সংবাদসমূহ থেকে স্পষ্ট হবেঃ

বৃটেনে মুসলমানদের সংখ্যা খৃষ্টানদের মেথুডাস্ট সম্প্রদায়ে তুলনায় বেশি। বৃটিশ সংবাদপত্র ডেলী এক্সপ্রেস এর তথ্য মতে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের নির্ভুল পারিবার পদ্ধতি। অথচ ইংরেজরা গার্ল ফ্রেন্ড বানিয়ে যৌবন পার করে দিচ্ছে, জন্ম নিয়ন্ত্রনমূলক ঔষধ

---

৪৪ -নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৭ অগাষ্ট ১৯৯৭ইং।

৪৫ -ডাঃ সাইফুদ্দীন শাহীন লিখিত আল আমরায আল জিনসিয়া, পৃঃ ৪৩।

৪৬ -তাকভীর, ১০ অক্টবর,১৯৯২ইং।

৪৭ -ওক্কাজ, (আরবী দৈনিক) জিদ্দা, ৮ জুন,১৯৯৩ইং।

৪৮ - তাকভীর, ১০ অক্টোবর, ১৯৯২ইং।

ব্যবহার করছে, বিয়ে করে কিন্তু অধিকাংশ বিয়ে ত্বালাকে রূপ নেয়, তাই তাদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় কমছে। [৪৯]

১৯৯১ইং অ্যামেরিকান লিখক কালাম নেগার বিনদায়েন বুরগ তাঁর "পহেলা আলমী কাওম" নামক গ্রন্থে লিখেছে যে, এটা মেনে নেয়ার যথেষ্ট বাধ্যকতা আছে যে, ভবিষ্যতে মুসলমানদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, যার একটি কারণ এই যে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি।[৫০]

জন্ম নিয়ন্ত্রনের কারণে ইউরোপ বিশ্ব যে দুশ্চিন্তায় ভোগছে তা এ সংবাদ থেকে অনুমান করা যাবে। রোমানিয়া সরকার এ আইন জারি করেছে যে, ৫টির কম সন্তান সম্পন্ন নারী এবং যাদের বয়স ৫৪ বছরের কম তারা গর্ভপাত করাতে পারবে না। সাথে সাথে যে দাম্পতির কোন সন্তান নেই তাদের উপর টেক্স বৃদ্ধি করা হবে। অধিক সংখ্যক সন্তান সম্পন্ন পরিবারসমূহকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে। [৫১]

ইহুদী দাম্পতিদেরকে শ্যামন নির্দেশ দিয়েছে যে তারা যেন বেশি করে সন্তান প্রসব করে, কেননা ইসরাইলীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আর এভাবে লোক সংখ্যা কমতে থাকলে বিরাট জাতীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।[৫২]

১৯৯১ইং অ্যামেরিকান সৈন্যদের বিশেষ কনফারেন্সে পেশকৃত রিপোর্টে শুধু এ মুসলমানদের সংখ্যা উত্তর উত্তর বৃদ্ধির আশঙ্কাই প্রকাশ করা হয় নাই বরং এও বল হয়েছে যে, পৃথিবীর অধিক জনসংখ্যা পূর্ণ এলাকা সমূহ বিশেষ করে মুসলমান দেশসমূহে যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থীরতা, জন্ম নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লোক সংখ্যা কমানো জরুরী।[৫৩]

হায় মুসলমানরা যদি এ বাস্তবতাটা অনুভব করতে পারত! যে অ্যামেরিকা এবং ইউরোপের দেশসমূহের পক্ষ থেকে পরিবার পরিকল্পনার জন্য যে বে-হিসাব সাহায্য সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমান দেশসমূহের উপকার বা কল্যাণ সাধন নয়; বরং তাদের মূল উদ্দেশ্য হল মুসলিম দেশসমূহকে ঐ শাস্তি অর্থাৎ জন্ম নিয়ন্ত্রনের ফাঁদে ফেলা, যে ফাঁদে তারা নিজেরা ফেসে আছে। মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঐ বাণীতেই নিহিত আছে। "অধিক পরিমাণে সন্তান প্রসবকারী নারীদেরকে বিয়ে কর, কিয়ামতের দিন আমি অন্য নবীদের সাথে আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে গৌরব করব।" (আহমদ, ত্বাবারানী)

---

৪৯ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১২এপ্রিল, ১৯৯৬ইং।

৫০ - তাকভীর, ৩০মে, ১৯৯৬ইং।

৫১ - জন্গ , লাহোর, ২৫ জুন ১৯৮৬ইং।

৫২ - জন্গ, লাহোর,২৫ মে ১৯৮৬ইং।

৫৩ - তাকভীর, ৩০মে, ১৯৯৬ইাং।

আত্মহত্যার পরিমাণ বৃদ্ধি

বিশ্ব পরিচালনার উন্মাদনায় লিপ্ত কিন্তু বিশ্ব প্রভূর নাফরমান জাতিকে রাব্বুল আলামীন জীবনের সবচেয়ে বড় নে'মত শান্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। ভোগ্যবাদী, মদ পান ও ব্যভিচারে লিপ্ত বংশমর্যাদা থেকে বঞ্চিত জাতি,পাশচাত্যের নুতন প্রজন্ম অপরাধ, নৈরাশ্যতা, বিচ্ছেদের শিকার হয়ে আত্ম হত্যার পথ বেছে নিয়ে নিজের পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজতেছে।[৫৪]

বিবিসির এক রিপোর্ট অনুযায়ী এ মুহূর্তে অ্যামেরিকায় ২০ লাখ যুবক এমন আছে যারা নিজেদের শরীর যখম করে শান্তি অনুভব করছে। এদের মধ্যে ৯৯% যুবতী, বিশেষজ্ঞদের মতে যুবকদের এ অভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার কারণ হল নৈরাশ্য এবং বিচ্ছেদ।[৫৫]

১৯৬৩ইং অ্যামেরিকার মত উন্নত দেশে দশ লক্ষ লোক আত্ম হত্যা করেছে।[৫৬]

মার্চ ১৯৯৭ইং অ্যামেরিকার এক ধর্মীয় দল Heavens Gate ৩৯ সদস্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করেছে।

১৯৯৮ইং গিয়ানা দক্ষিণ আফ্রিকার জোনসুজ শহরে ৯০০ লোক শান্তির আশায় বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।

১৯৭৫ইং কানাডা, সুইজারলেন্ড ও ফ্রান্সে এধরণের গণ আত্ম হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

১৭৭২ ইং ইউরোপের প্রসিদ্ধ ধর্মীয় দল দেসোলর ট্যামপল এর আধ্যাত্মিক গুরুদের মধ্যেও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।[৫৭]

এ হল ঐ সমাজ ব্যবস্থার ফল যার বাহ্যিক চাক চিক্যতার টানে আমাদের বিজ্ঞ নেতৃবর্গ এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মনে করে যে ঐ সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রাচ্যের নারীদের সমস্যার সমাধান করা যাবে এবং সমাজে তাদেরকে সম্মানজনক ও নিরাপদ পদে বসানো যাবে।

---

৫৪ - অ্যামেরিকান সংবাদ পত্র লসএন্জলস টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী অ্যামেরিকায় প্রত্যেক ২৩ সেকেন্ডে একজন নারীর সতীত্ব হরণ হচ্ছে। প্রতি চার সেকেন্ডে একটি করে চুরি হচ্ছে। প্রতি ১২ সেকেন্ড একটি করে ডাকাতি, প্রতি ২০ সেকেন্ডে একটি সাইকেল চুরি হয়। ১৯৯৫ইং অ্যামেরিকায় ২৩ হাজার ৩০০শ ৫জন খুন হয়েছে। এক লাখ দু'হাজার ছাপ্পান্ন জন মহিলা জোরপূর্বক ব্যভিচারের শিকার হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিটি আমেরিকী ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মানুষিকভাবে এ প্রস্তুতি নিয়ে বের হয় যে, যেকোন স্থানে তার উপর আক্রমণ হতে পারে। কেননা ভিড়ে পড়া নিজেকে ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখিন করার সামিল। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৩ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং)। প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র রাসাঁ এজেন্সী এসওসী এইটেড প্রেস এর রিপোর্ট অনুযায়ী অ্যামেরিকায় ১৯৮৫ইং সালের তুলনায় আজ পর্যন্ত অপরাধের তালিকায় ১৩১% বৃদ্ধি পেয়েছে। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং) ১৯৯০ইং অ্যামেরিকায় ৬ লক্ষ নারীর ইজ্জত হরণ করা হয়েছে, একই সাথে হত্যা, লুণ্ঠন এর পরিমাণ আরো বেশি। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১ইং)।

৫৫ - (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ১৯ আগষ্ট ১৯৯৭ইং)।

৫৬ - পাকিস্তান টাইমস, ২২ নভেম্বর ১৯৬৩ইং।

৫৭ - উর্দূ ডাইজেস্ট, (আসমানী দারওয়াজে কি টুকরে) জুন-১৯৯৭ই।

আসুন! ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উপরও একবার দৃষ্টি দেয়া যাক এবং ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিতে এর একটা ফায়সালা নেয়া যাক যে, কোন সমাজ ব্যবস্থা নারীর উপযুক্ত অধিকার সংরক্ষণ করেছে, আর কোন সমাজ ব্যবস্থা নারীর অধিকার হরণ করেছে, কোন সমাজ ব্যবস্থা নারীকে সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়েছে এবং কোন সমাজ ব্যবস্থা নারীর সম্মান মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে?

ইসলাম কি চায়?

ইসলাম আল্লাহ্‌র নাযিল কৃত দ্বীন, যা আল্লাহ্ মানুষের মেজাজ ও স্বভাবের উপযোগী করে অবতীর্ণ করেছেন। এখানে কোন অতিরঞ্জনও নেই, আবার কোন কমতিও নেই। মানুষের মাঝে বিদ্ধমান মানবতা ও পশুত্ব এ উভয় নিয়ে ইসলাম এমনভাবে বিশ্লেষণ করে যাতে করে মানুষের মাঝে মানবিক গুণাবলীই প্রকাশ পায়, পশুত্ব প্রকাশ না পায়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝার জন্য এ গ্রন্থের শুরুতে বিয়ে সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ব্যক্তির পরিশুদ্ধতার জন্য ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শেষে পাশ্চাত্য ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একের সাথে অপরের তুলনামূলক একটি আলোচনা পেশ করা হয়েছে, আমি আশা করছি এতে পাঠকদের কাঙ্খিত রেজাল্ট গ্রহণে তাদের জন্য সহজ হবে।

বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

বিয়ের সুন্নাতী খুতবা

বাসর রাতে স্বামী স্ত্রীর একত্রিত হওয়ার পূর্বে যখন উভয় শ্রেণীর অনুভূতিতে ঝড় বইতে থাকে, তখন ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনবাসনা এবং উত্তাল অনুভূতিকে মানবিক সীমারেখার মাঝে রাখার জন্য, ইজাব কবুলের সময় একটি অত্যন্ত সাহিত্যিকতাপূর্ণ খুতবার (বক্তব্যের) ব্যবস্থা রেখেছে। যেখানে আল্লাহ্‌র প্রশংসাও আছে, আবার জীবনের বিভিন্ন স্তরে সমস্যার সমাধানে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কামনার শিক্ষা এবং অতীত জীবনের গোনাহসমূহের জন্য, লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার দিক নির্দেশনাও রয়েছে। আর ভবিষ্যত জীবনে নিজের মনের কু প্রবঞ্চনা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি মূল খুতবায় কোরআ'ন মাজীদের তিনটি আয়াত পেশ করা হয়েছে যেখানে ঐ তিনটি আয়াতে চার বার তাকওয়া (আল্লাহ্ ভীতির) ব্যাপারে কঠোর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (৯১নং মাসআলায় দ্রঃ)

ইসলামের পরিভাষায় তাকওয়া একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, তাকওয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, একা একী জীবন-যাপন হোক আর সমাজ বদ্ধ, চার দেয়ালের ভিতরে হোক আর বাহিরে, দিনের আলোতে হোক আর রাতের অন্ধকারে, সর্বদা এবং সর্বক্ষণ সন্তুষ্ট চিত্তে, আগ্রহ নিয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ ও অনুকরণের নাম তাকওয়া।

এখানে তাকওয়ার ব্যাপারে এত গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্য হল এই যে পরম আনন্দের মুহূর্তেও মানুষের মন-মানুষিকতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা সমস্ত শরীর এবং প্রাণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের তাবেদার থাকবে। শয়তানী ও অমানুষিক চিন্তা-চেতনা এবং কর্মকান্ড তাকে পরাভুত করবে না। এতদসত্ত্বেও ভবিষ্যত জীবনে স্বামীকে তার স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত এবং স্ত্রীকেও স্বামীর অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত।

আর স্বামীর উপর তার স্ত্রীর প্রতি স্বভাবগত যে অধিকার রয়েছে তা সে আদায় করবে, এমনিভাবে স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রতি স্বভাবগত যে অধিকার রয়েছ সেও তা আদায় করবে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহ্‌র নির্ধারণকৃত সীমালঙ্ঘন করবে না।

বিয়ের খুতবা যেন সারা জীবনের জন্য একটি সংবিধান যা নুতন প্রজন্মের ভিত্তি প্রস্তরের সময় প্রজন্মের কর্ণধারদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে উপহার দেয়া হয়েছে। বিয়ের খুতবা শুধু বর কনেকেই নয় বরং বিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে বিয়ের অনুষ্ঠানকে শুধু একটি আনন্দ উৎসবই নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের রূপ দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল এই যে, প্রথমতঃ বরকনে সহ উপস্থিত লোকদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই থাকে যারা বিয়ের খুতবার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝে।

দ্বিতীয়তঃ বিবাহের আয়োজকরাও আনন্দের এ পরম মুহূর্তে একথার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না যে, জীবনের এক নুতন অধ্যায় এবং অতীত জীবনের চেয়ে অধিক দায়িত্বপূর্ণ জীবন সফরের পদার্পণকারী দম্পতিদেরকে ভবিষ্যতের উত্থান ও পতনের সম্ভবনাময় রাস্তায় চলার পদ্ধতির দিক নির্দেশনামূলক এ খুতবার শিক্ষা সম্পর্কে কিভাবে তাদেরকে অবহিত করানো যায়।

ভাল হয় যদি বিয়ের আয়োজকরা বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্য কোন আলেম এ খুতবার অনুবাদ করে এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্য করে দেয়, তাহলে অনেক সুভাগ্যবান ও কল্যাণকামীরা এ খুতবা থেকে বিয়ের বিধান সম্পর্কে অনেক দিক-নির্দেশনা পেয়ে, আজীবন অনুসরণ করতে পারবে, যা তাদের দাম্পত্য জীবনের সফলতার প্রমাণ হবে। আর এ বিয়ের মজলিশ শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে একটি কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ্ ।

বিয়েতে অভিভাবকের অনুমতি ও সন্তুষ্টি

বিয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য আজ পর্যন্ত ইসলামী ও প্রাচ্যের দেশসমূহে এ নিয়মই আছে যে, মেয়েদের বিয়ে অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ঘরে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে উভয়ের পরিবারের বিশেষ ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত থেকে, বর-কনের জন্য কল্যাণময় দুয়া করে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদেরকে বিদায় জানায়। আর পিতা-মাতা আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয আদায় হল। পিতা-মাতার চেহারায় প্রশান্তি, সম্মান ও তৃপ্তির একটি স্পষ্ট ছাপ প্রকাশ পায়; কিন্তু যখন থেকে পাশ্চাত্যের নির্লজ্জ সংস্কৃতি দেশে আসতে শুরু করল, তখন বিয়ের আরো একটি পদ্ধতি চালু হল, আর তাহল ছেলে এবং মেয়ে গোপনে, চুরি করে, প্রেম করে এবং একে অপরের জন্য জান দেয়ার বা বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করে, পিতা-মাতার নাফরমানী করে পালিয়ে গিয়ে দু'এক দিন নিখোঁজ থেকে হঠাৎ করে ছেলে-মেয়ে আদালতে পৌঁছে গিয়ে ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিয়ে করে নেয়। আদালত এ বিয়ের ব্যাপারে এ ফতোয়া দিয়ে থাকে যে, "অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে জায়েয", তারা তাদেরকে আদালত থেকে বিয়ের সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়।

ফলে পিতা-মাতা লাঞ্ছনা ও অপমানের ছাপ নিয়ে আজীবন সমাজে নীচু হয়ে চলে। এ ধরণের আদালত বিয়েকে 'কোর্ট মেরিজ' বলে। এ ধরণের বিয়ে শুধু ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়; বরং প্রাচ্যের সমাজ ব্যবস্থারও বিরোধী। যার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে এ ধরণের বিয়ে ইসলামী ভাবধারায় বৈধ করা, যাতে করে পাশ্চাত্যের স্বাধীন পিতা-মাতার কালচার মুসলিম দেশসমূহে চালু করা সহজ হয়।

বিয়ের সময় অভিভাবকের উপস্থিতি এবং তার সন্তুষ্টি ও অনুমতির ব্যাপারে কোরআ'ন ও হাদীসের বিধি-বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট। কোরআন মাজীদের যেখানে নারীর বিয়ের নির্দেশ এসেছে, সেখানে সরাসরি নারীকে সম্বোধন না করে, তার অভিভাবককে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমনঃ

“মুসলমান নারীদেরকে মুশরেকদের সাথে বিয়ে দিবে না যতক্ষণ না তার মুসলমান না হয়”।[৫৮] (সূরা বাকারা ঃ ২২১)।

যার স্পষ্ট অর্থ হল এই যে, নারী নিজে নিজে বিয়ে করার অধিকার রাখে না; বরং অভিভাবককে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, সে যেন মুসলিম নারীকে মুশরেকদের সাথে বিয়ে না দেয়। অভিভাবকের সন্তুষ্টি এবং অনুমতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন বিয়ে বৈধ হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাযা)।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন বিয়ে করে ঐ বিয়ে বাতিল, ঐ বিয়ে বাতিল, ঐ বিয়ে বাতিল। (আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাযা)।

ইবনু মাযায় বর্ণিত, এক হাদীসের ধারা বর্ণনা এতো কঠোর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানদার কোন নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন বিয়ের কল্পনাও করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “যে নারী নিজেই নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করে সে ব্যভীচারিনী মাত্র”।

এখানে দু'টি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ যদি কোন নারীর অভিভাবক বাস্তবেই যালেম হয় এবং সে মেয়ের কল্যাণের চেয়ে নিজের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরণের অভিভাবকের অভিভাবকতা অকার্যকর হয়ে যায় এবং অন্য কোন নিকট আত্মীয় তার অভিবাভক হয়ে যাবে।

আর ভাগ্যক্রমে তার বংশে যদি অন্য কোন ভাল দ্বীনদার লোক না থাকে তাহলে ঐ গ্রাম বা ঐ শহরের দ্বীনদার বিচারক তার অভিভাবক হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “যার কোন অভিভাবক নেই বিচারপতি তার অভিভাবক”। (তিরমিযী)।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম একদিকে যেমন নারীকে তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করা থেকে নিষেধ করেছে, এমনিভাবে অভিভাবককে নারীর অসন্তুষ্টিতে বিয়ে দেয়া থেকে নিষেধ করেছে। এক কুমারী মেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে অভিযোগ করল যে তার পিতা তাকে এমন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছে যাকে সে অপছন্দ করে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ইখতিয়ার দিলেন যে যদি তুমি চাও তাহলে এ বিবাহ

৫৮ - অন্য আরো কিছু আয়াত-২:৪৩৪ এবং ২৪:৩৬।

বন্ধনে তুমি থাকতে পার, আর যদি তা তোমার অপছন্দ হয় তাহলে তুমি এ বিবাহ বন্ধন ছিন্নও করতে পার। (আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাযা)।

এমনিভাবে এক লোক তার বিধবা মেয়ের বিয়ে নিজের ইচ্ছামত দিয়ে দিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ বিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। (বোখারী)

এর অর্থ হল এই যে, বিয়েতে অভিভাবক এবং পাত্রী উভয়েরই অনুমতি অপরিহার্য। কোন কারণে যদি অভিভাবক ও পাত্রীর মধ্যে ঐক্যমত না হয়, তাহলে অভিভাবকের উচিত পাত্রীকে জীবনের উত্থান ও পতনের কথা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দেয়া এবং তার ইচ্ছা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা, এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে অভিভাবকের উচিত পাত্রীকে এমন পাত্রের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা যাকে তার পছন্দ।

বিয়েতে অভিভাবক ও পাত্রী উভয়ের সম্মতিকে অপরিহার্য করে ইসলাম এমন এক ইনসাফ পূর্ণ ও ভারসম্য সম্পন্ন রাস্তা অবলম্বন করেছে, যেখানে কোন পক্ষেরই হক নষ্ট করা হয় নাই আবার কাউকে হেয় প্রতিপন্নও করা হয় নাই।

কোরআ'ন ও হাদীসের এ বিধি-বিধান অবগতির পর, একথা বলার কতটুকু অবকাশ থাকে যে, ছেলে এবং মেয়ে পিতা-মাতার অবাধ্য হবে?

যৌবনের উন্মাদনায় পড়ে আদালতে যাওয়ার আগেই ছেলে এবং মেয়ে একে অপরের সংস্পর্শে এসে ভাবের আদান প্রদান করে এরপর হঠাৎ করে আদালতে গিয়ে বিয়ের নাটক করে বৈধ স্বামী-স্ত্রী হওয়ার দাবী করে?

যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ইসলামে বিয়ে বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কি পার্থক্য থাকল? পাশ্চাত্যে নারীর এটাই তো 'স্বাধীনতা' যার ধ্বংসাত্মক পরিণতিতে স্বয়ং ওখানকার চিন্তাশীল শ্রেণী উৎকণ্ঠায় আছে। ১৯৯৫ইং অ্যামেরিকান ফাষ্ট লেডি হিলারী ক্লিন্টন পাকিস্তান সফরে এসে ইসলামাবাদ কলেজের ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে এমত ব্যক্ত করেছে যে, অ্যামেরিকার সবচেয়ে বড় সমস্যা এই যে, ওখানে অবিবাহিত ছাত্রী এবং মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে যায়। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান এই যে, যুবক যুবতী চাই মুসলমান হোক আর খ্রিস্টান সবারই উচিত স্বীয় দ্বীন ও সামাজিক রীতি নীতির বিরুদ্ধাচারণ না করে দ্বীনী ও সামাজিকতা রক্ষা করে বিয়ে করা এবং পিতা-মাতার মর্যাদায় আঘাত না করা। [৫৯]

৫৯ - রোজনামা, জন্‌গ, লাহোর, ২৮ মার্চ, ১৯৯৫ইং।

নারী পুরুষের সমান অধিকার

পাশ্চাত্যে নারী পুরুষের সমান অধিকারের অর্থ হলঃ যে সবর্ত্র নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকবে, অফিস হোক বা দোকান, ফ্যাক্টরী হোক আর কর্ম ক্ষেত্র, হোটেল হোক বা ক্লাব, পার্ক হোক বা আনন্দশালা, নৃত্যশালা হোক বা মার্কেট, নারী পুরুষের সমান অধিকার বা নারী স্বাধীনতা বা নারীর অধিকারের এ দর্শন মানার প্রয়োজনীয়তা নারীদের নেই; বরং পুরুষেরই প্রয়োজন যাদের সামনে মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ উৎপাদন বিপ্লবের জন্যে কল-কারখানা তৈরীর পরিমান বৃদ্ধি।

দ্বিতীয়তঃ যৌন তৃপ্তীলাভ, অন্যভাবে বলা যায় যে, পাশ্চাত্যে নারী মুক্তি আন্দোলনের মূল সূত্র "পেট ও লজ্জাস্থান"। মূল কথা হল পাশ্চাত্যে মানুষের জীবন এ দু'টি বিষয় কেন্দ্রীকই। [৬০]

এ জীবন দর্শন মানবজাতিকে পার্থিব জীবনে কি দিয়েছে এ বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি এখানে "নারীপুরুষের সমান অধিকারের" ব্যাপারে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আলোচনা করতে চাই। ইসলাম নারী পুরুষের মানুষিক ও শারীরিক গুণাবলীর প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি রেখে উভয়ের পৃথক পৃথক অধিকার এবং পাওনা নির্ধারণ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়কে সমান চোখে দেখেছে আবার কোথাও কম আবার কোথাও বেশি। যে সমস্ত বিষয়ে উভয়কে সমমান দেয়া হয়েছে সেগুলু নিম্নরূপঃ

মর্যাদা সংরক্ষণ

ইসলামে মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য যে বিধান পুরুষের জন্য রাখা হয়েছে, তা নারীর বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। কোরআ'ন মাজীদে পুরুষদেরকে এ নিদের্শ দেয়া হয়েছে যে, তারা একে অপরকে যেন উপহাস না করে, একই নির্দেশ নারীদেরকেও দেয়া হয়েছে যে, তারা একে অপরকে যেন উপহাস না করে। নারী পুরুষকে সমানভাবে বলা হয়েছে যে তারা একে অপরকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না। একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ডাকবে না। একে অপরের গীবত করবে না। [৬১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক মুসলমান (নর ও নারী) রক্ত, সম্পদ, সম্মান নষ্ট করা অপরের জন্য হারাম করেছেন। (মুসলিম)

সম্মান মর্যাদার দিক থেকে নারীদের বিষয়টি পুরুষদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই ইসলাম নারীদের ইজ্জত ও মর্যাদা সংরক্ষণে পৃথকভাবে কঠোরতা আরোপ করেছে।

---

৬০ -কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্ পেট নিয়ে সার্বিক চিন্তা বা লজ্জাস্থান নিয়ে সার্বিক চিন্তা থাকার এ নীতিবান মানুষকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। যার চেতনা শুধু এ দু'টি বিষয়ই গুরুত্ব পায়, বা সে সর্বত্র উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, পানাহারের দ্রব্যাদির ঘ্রাণ নেয়, এরপর সুযোগ হলেই লজ্জাস্থান নিয়ে মেতে উঠে। এছাড়া দুনিয়াতে তার আর কোন তৃতীয় কাজ নেই। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৬ নং আয়াত দ্রঃ)।

৬১ -সূরা হুজরাতঃ ১১-১২।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ "যারা সাধবী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।" (সূরা নূরঃ ২৩)।

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ " যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ দেয় তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে।"(সূরা নূরঃ৪)।

আর নারীর সাথে ব্যভিচার করার শাস্তি একশ বেত্রাঘাত। (সূরা নূরঃ২)।

আর যদি পুরুষ বিবাহিত হয় এবং ব্যভিচার করে, তাহলে তার শাস্তি তাকে পাথর মেরে হত্যা করা। (আবুদাউদ)।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এক মহিলা রাতের অন্ধকারে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, রাস্তায় এক ব্যক্তি তাকে ধরে জোরপূর্বক তার সম্ভ্রমহানী করেছে, মহিলার চিল্লা চিল্লিতে লোকেরা একত্রিত হয়ে ব্যভিচারীকে ধরে ফেলে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার ব্যবস্থা করান এবং নারীটিকে মুক্ত করে দেন। (তিরমিযী, আবুদাউদ)।

নারীর ইজ্জত ও মর্যাদার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, ইসলাম এ বিষয়ে কোন অর্থ দন্ডের ব্যবস্থা রাখে নাই, আর না এই পন্থাকে গ্রহণ যোগ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে একটি ছেলে কোন লোকের বাড়িতে কাজ করছিল, ছেলেটি ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে ব্যভীচার করলে ছেলের বাপ এর শাস্তি হিসেবে তার স্বামীকে একশ বকরী এবং একজন ক্রীতদাসী দিয়ে তাকে মানিয়ে নিল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হলে, তিনি বললেনঃ বকরী এবং ক্রীতদাসী ফেরত নাও এবং ব্যভীচারকারী নারী পুরুষের প্রতি ইসলামী শাস্তি প্রয়োগ করলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

নারীর ইজ্জত সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে এমন বিধানের কল্পনা ইসলামের পূর্বে কখনো ছিল না আর না ইসলাম আসার পর অন্য কোন মতাদর্শে আছে।

অতএব বলা উচিত যে নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম বিশেষ বিধান দিয়ে, পুরুষের তুলনায় নারীকে বহুগুণ বেশি গুরুত্ব এবং উচ্চাসন দিয়েছে।

জীবন রক্ষা

মানবিক জীবন হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনের মর্যাদা সমান। আল্লাহ্‌র বাণীঃ "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোন মুমিন (নর ও নারীকে) হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম।" (সূরা নিসাঃ ৯৩)।

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রত্যেক (নর ও নারীর) রক্ত, সম্পদ অপরের জন্য হারাম করেছেন। (মুসনাদ আহমদ)।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এক ইহুদী একজন মহিলাকে হত্যা করে ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলার জানের বিনিময়ে ইহুদীকে হত্যা করেন। (বোখারী কিতাবুত দিয়াত)।

উল্লেখ্যঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ব্যাপারে ইসলাম নারী পুরুষের হত্যার ব্যাপারে খুনের বদলায় খুন, এ নীতিতে কোন পার্থক্য করে নাই।

যিম্মিদের (ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মী প্রজা) অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মী প্রজা)-কে হত্যা করল, তার জন্য জান্নাত হারাম। (নাসায়ী)।

জাহেলিয়্যাতের যুগে যেহেতু নারীর কোন মর্যাদা ছিল না; বরং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে অকল্যাণের আলামত মনে করা হত, তাই আল্লাহ্ তা'লা নারীর জীবন সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

"যখন জীবন্ত প্রথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়ে ছিল?" (সূরা তাকভীরঃ ৮-৯)

সৎ আমলের প্রতিদান

সৎ আমলের প্রতিদান নারী পুরুষ সমান ভাবে পাবে। আল্লাহ্র বাণীঃ "পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মুমিন হয়ে সৎকর্ম করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে অপরিসীম জীবনোপকরণ।" (সূরা মুমিনঃ৪০)

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা হাদীদঃ ১৮)

সূরা আল ইমরানে বর্ণিত হয়েছেঃ "আমি তোমাদের পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে কোন লোকের আমল নষ্ট করব না তোমরা পরস্পর এক।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৫)

ইসলামে এমন কোন আমল নেই যার প্রতিফল পুরুষকে শুধু একারণে অধিক পরিমানে দেয়া হবে যে সে পুরুষ, আর নারীকে এ কারণে কম দেয়া হবে যে সে নারী; বরং ইসলাম ফযিলতের মানদন্ড করেছে তাকওয়া (আল্লাহ্ ভীতি) কে, যদি কোন নারী পুরুষের মোকাবেলায় অধিক মোত্তাকী হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে নারীই আল্লাহ্র নিকট উত্তম হবে।

আল্লাহ্র বাণীঃ "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাবান যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজরাতঃ ১৩)।

জ্ঞান অর্জন

জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারী সাহাবীদের শিক্ষার জন্য সপ্তাহে পৃথক দিন নির্ধারণ করে রেখে ছিলেন, যে দিন তিনি নারীদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। (বোখারী কিতাবুল ইলম)।

আয়েশা এবং উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইসলাম শিখা এবং উম্মতের নিকট তা পৌঁছানোর ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নারীদেরকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বলেছেনঃ "আনসার নারীরা কত উত্তম যে তারা দ্বীনের ব্যাপারে অবগত হতে লজ্জাবোধ করে না।" (মুসলিম)

কোরআ'ন মাজীদের অনেক আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত বহু হাদীস এমন রয়েছে, যা স্পষ্ট প্রমাণ করে, ইসলাম নারীদেরকে শুধু পুরুষদের ন্যায় ইসলামী জ্ঞান অর্জনের অনুমতিই দেয়না বরং তা তাদের জন্য অপরিহার্য করে। কোরআ'ন কারীমে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, "হে ঈমানদাররা তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ এবং তোমাদের পরিবারকেও বাঁচাও।" (সূরা তাহরীমঃ৯)

এখানে একথা স্পষ্ট যে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা এবং পরিবারকে তা থেকে বাঁচাতে হলে, নিজে এবং পরিবারের লোকদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য যা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।" (ত্বাবারানী)

আলেমগণের মতে, মুসলমান বলতে এ হাদীসের উদ্দেশ্য শুধু পুরুষই নয়; বরং মুসলমান নর ও নারী উভয়ই এখানে উদ্দেশ্য।

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইসলামী জ্ঞান অর্জনের যে পরিমান অধিকার পুরুষের আছে সে পরিমান অধিকার নারীরও আছে।

আর পার্থিব জ্ঞানের ব্যাপার হল এইযে, ইসলামী বিধি-বিধানের অধিনে থেকে, এমন জ্ঞান যা নারীদেরকে তাদের জন্য ইসলামী আদর্শ বিরোধী না হবে এবং কর্ম ক্ষেত্রে নারীর জন্য কল্যাণ কর হবে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন নিষেধ নেই, ইনশাআল্লাহ। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

মালিকানা সত্ত্ব

পুরুষের যেমন কোন বিষয়ে মালিকানা সত্ত্ব থাকে, এমনিভাবে ইসলাম নারীর জন্যও মালিকানা সত্ত্ব সমুন্নত রেখেছে। নারী যদি কোন কিছুর মালিক হয়, তাহলে অন্য কারো এতে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। যেমন মোহর নারীর মালিকানা সত্ত্ব, এতে তার পিতা, ভাই, এমনকি তার ছেলে স্বামীর হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। ইসলাম যেভাবে পুরুষের জন্য উত্তরাধিকার অংশ নির্ধারণ করেছে এমনিভাবে নারীর জন্যও উত্তরাধিকার অংশ নির্ধারণ করেছে। ইসলাম নারীর মালিকানা সত্ত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে এত সতর্কতা অবলম্বন করেছে যে নারী যতই সম্পদশালী হোকনা কেন, আর তার স্বামী যতই গরীব হোকনা কেন, সর্বাবস্থায় স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর দায়িত্ব। স্ত্রী তার সম্পদ থেকে এক পয়সাও যদি খরচ না করে তবুও ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোন পাপ হবে না। এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, স্ত্রীকে মোহরের পাওনা ক্ষমা করে দেয়ার জন্য কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা বৈধ নয়।

তবে কোন স্ত্রী তার স্ব ইচ্ছায় যদি তা ক্ষমা করে দেয় তবে তা বৈধ, অন্যথায় নির্ধারণকৃত মোহর আদায় করা এমন ওয়াজিব যেমন কারো ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এ আশায় লক্ষ টাকা মোহর মেনে নেয় যে পরে তা ক্ষমা করিয়ে নিবে সে স্পষ্ট পাপে লিপ্ত হচ্ছে।

স্বামী বাছাই

ইসলাম পুরুষকে যেমন এ অধিকার দিয়েছে যে, সে তার স্বাধীনতা অনুযায়ী যে মুসলিম নারীকে বিয়ে করা পছন্দ করে, তাকে বিয়ে করতে পারবে। এমনিভাবে নারীকেও ইসলাম এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে যে, সে তার স্বাধীনতা অনুযায়ী তার পছন্দনীয় স্বামী বাছাই করতে পারবে; কিন্তু কম বয়স এবং অভিজ্ঞতা স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সন্তুষ্টির অপরিহার্য করেছে, যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

খোলা ত্বালাকের অধিকার

ইসলাম পুরুষকে যেমন এ অধিকার দিয়েছে যে, তার অপছন্দনীয় নারীকে সে ত্বালাক দিতে পারবে, এমনিভাবে নারীকেও এ অধিকার দিয়েছে যে সে তার অপছন্দনীয় স্বামীর কাছ থেকে ত্বালাক দাবী করতে পারবে, যা নারী পরস্পর সমাঝোতা বা আদালতের মাধ্যমে হাসিল করতে পারবে।[৬২]

এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি তোমাকে মোহর হিসেবে দেয়া বাগান ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ? মহিলা বললঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি তখন তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন যে তার কাছ থেকে তোমার দেয়া মোহর ফেরত নাও এবং তাকে ত্বালাক দিয়ে দাও। (বোখারী)

৬২ - খোলা ত্বালাকের বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থের খোলা ত্বালাক অধ্যায় দ্রঃ।

উল্লেখিত সাতটি ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে, আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের চেয়ে কম অধিকার দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১ - পরিবার পরিচালনা

নারী পুরুষের শারিরীক গঠন এবং স্বভাবগত সক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয়ের কর্মসীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে ইসলামের ভূমিকা হল এই যে, নারী পুরুষ স্ব-স্ব শারিরীক গঠন এবং স্বভাবগত গুণাবলীর ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। শারিরীক গঠনের দিক থেকে বালেগ হওয়ার পর পুরুষের মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না, শুধু মুখে দাড়ি মোচ উঠা এবং শরীরে যৌবন শক্তি জাগ্রত হতে থাকে।

পক্ষান্তরে নারীরা বালেগ হলে যৌবনশক্তি জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আরো বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, প্রতি মাসে হায়েয (মাসিক) হওয়া এছাড়াও কিছু শারিরীক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। নারীদের শ্বাস প্রশ্বাস পদ্ধতি, হজমী শক্তি, দেহ অবয়ব, শারিরীক ও চিন্তা শক্তি, এমনকি পুরা শরীরই এতে প্রতিক্রিয়াশীল হয়, বালেগ নারী পুরুষ ভাল করেই জানে যে, নারীকে প্রতি মাসে আল্লাহ্ এ কষ্টদায়ক অবস্থা দিয়ে শুধু এজন্যই কষ্ট দেন যে মানব জাতির এ শ্রেণীটির শুস্থ থাকার বড় একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

নারীদের বালেগ হওয়ার পর প্রতি মাসে সপ্তাহ, দশ দিন এ কষ্টে পড়তে হয়, এরপর গর্ভধারণকালে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করতে হয়, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর শারিরীক বিভিন্ন রোগের কারণে দুর্বল হওয়া, এরপর এ দুর্বলতার সময়ে দু'বছর পর্যন্ত স্বীয় শরীরের রক্ত পানি করে বাচ্চাকে দুধ পান করানো, এরপর আবার একটি দীর্ঘসময় পর্যন্ত রাতের ঘুম হারাম করে বাচ্চা লালন-পালন করা, শিক্ষা-দিক্ষা দেয়া। এ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পর আসলেই কি নারী জাতিকে এ অনুমতি দেয় যে, তারা ঘরের চার দেয়ালের বাহিরে গিয়ে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার পরিচালনার দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করবে?

মানবজাতির এ শ্রেণীটির কল্যাণে আল্লাহ্ বীজ বপন এবং ব্যয় ভার বহনের কোন দায়িত্বই তাদেরকে দেন নাই।[৬৩]

স্বভাবগত গুণাবলীর দিক থেকে আল্লাহ্ পুরুষদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব, চাপ, কষ্ট, যুদ্ধ এবং ভয়-ভীতি কেটে উঠার মত গুণে গুণান্বিত করেছেন। অথচ নারীদেরকে আল্লাহ্ অপরের স্বার্থকে অগ্রাধিকার, ত্যাগ, একনিষ্ঠতা, সহ্য, কোমলতা, লাজুক, সুন্দর, মনলোভা, মনভুলানো ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করেছেন। নারী পুরুষের পৃথক পৃথক দৈহিক গঠন এবং গুণাবলী কি একথা স্পষ্ট করে প্রমাণ করেনা যে, নারীর কর্মস্থল ঘরের ভিতর থাকাই মানবজাতির এ অংশটির উপযুক্ত স্থান। ওখানে বাচ্চাদের লালন-পালন, শিক্ষা-দিক্ষা, পানাহার এবং ঘরের অন্যান্য কাজে আঞ্জাম দেয়া তাদের কাজ। আর পুরুষের কাজ স্বীয় স্ত্রী, ছেলে মেয়েদের জন্য উপার্জন করা,

---

৬৩ - মানবজাতির এ শ্রেণীটির কল্যাণে তাদের প্রতি ঘরোয়া গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকায় আল্লাহ তাদের জন্য জেহাদের মত ফযিলতপূর্ণ ইবাদতের বিকল্প হিসেবে তাদের জন্য হজ্বকে জিহাদের সমতুল্য করেছেন।

নিজের পরিবারকে সমাজের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড থেকে সংরক্ষণ করা, দেশের সেবায় নিয়োজিত হওয়া সহ অন্যান্য কাজ করা। নারী পুরুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করার পর ইসলাম তাদের উভয়ের অধিকারও নির্ধারণ করেছে। তাই ঘরের পরিচালনায় আল্লাহ্ পুরুষদেরকে কর্তৃত্বশীল করেছেন।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

(سورة النساء: ٣٤)

অর্থঃ "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, এজন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট দান করেছেন এবং এজন্য যে তরা তাদের অর্থ ব্যয় করে"। (সূরা নিসাঃ ৩৪)

যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্ পুরুষকে স্বভাবগত ভাবেই ঘরের দায়িত্বশীল করে সৃষ্টি করেছেন, আর নারীকে স্বভাবগত ভাবেই পুরুষের কর্তৃত্ব এবং তার মুখাপেক্ষী করে রেখেছেন।

পুরুষকে তার পরিবারের কর্তা নির্ধারণ করার পর তার উপর এ দায়িত্বও অর্পন করেছে যে, সে তার ছেলে-মেয়েদের খাবার-দাবারেরে ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পুরণ করবে, তাদের সাথে ভাল এবং সদাচরণ করবে, আর নারীর দায়িত্ব হল সে তার স্বামীর খেদমতে কোন প্রকার কোন ত্রুটি করবে না এবং তার সম্পদ সংরক্ষণ করবে আর প্রতিটি বৈধ কাজে তার অনুসরণ করবে।

২- ভুলকৃত হত্যায় অর্ধেক রক্তপণ

কর্ম জীবনে ইসলাম পুরুষের দায়িত্ববোধকে নারীর দায়িত্ববোধের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহন করা, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করা, সমাজে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা, একাজে আঞ্জম দিতে গিয়ে বাধা ও কষ্টের সম্মুখীন হওয়া, এমনকি একাজে জীবন বাজি রাখা, দেশ ও সমাজের শত্রুদের হাত থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করা, ইত্যাদি সমস্ত কাজের দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। দায়িত্বশীলতার এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম নারী পুরুষের রক্ত পনের মধ্যেও পার্থক্য করেছে। তাই ভুলকৃত হত্যায় নারীর রক্ত পন পুরুষের অর্ধেক রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্যঃ ইচ্ছাকৃত হত্যায় নারী-পুরুষের রক্তপন সমান মমান। কিন্তু ভুলকৃত হত্যায় রক্ত পন অর্ধেক হওয়ার অর্থ এনয় যে মানব আত্মা হিসেবে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে। মানব আত্মা হিসেবে ইসলাম উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য রাখে নাই। এর স্পষ্ট বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি।

রক্ত পনের পার্থক্য আমরা এ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারব যে, দু'টি সেনাদলের মাঝে যখন কোন যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ শেষে যখন উভয় পক্ষ বন্দী বিনিময় করে, তখন সাধারণ সৈন্যের বিনিময়ে

সাধারণ সৈন্যের বিনিময় হয়, কিন্তু কোন জেনারেলের বিনিময় কোন সাধারণ সৈন্যের সাথে কখনো হয়না। অথচ মানুষ হিসেবে একজন সাধারণ সৈন্য এবং একজন জেনারেল একেই, কিন্তু কর্ম ক্ষেত্র(যুদ্ধের ময়দানে) এদুজনের মর্যাদা ভিন্ন, তাই একজন জেনারেলের বিনিময় হয় কখনো কখনো হাজার হাজার সৈন্যের সাথে। ইসলামও নারী পুরুষের কর্ম ক্ষেত্র ইনসাফ ভিত্তিক ভিন্ন করেছে।

৩- উত্তরাধিকার

ইসলাম সর্বাবস্থায় নারীকে অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছে, সে যদি স্ত্রী হয়, তাহলে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে তার স্বামী, যদি মা হয় তাহলে তার ছেলে তার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করবে, যদি বোন হয় তাহলে তার ভাই তার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করবে। যদি মেয়ে হয় তাহলে তার বাপ তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেবে। স্ত্রী হওয়ার কারণে সে শুধু মোহরেরই হকদার নয়; বরং যদি কোন নারী জমিদারও হয়, আর তার স্বামী নিস্ব হয়, তবুও স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের খরচ বহন করতে বাধ্য নয়। পুরুষের এ দায়িত্ব এবং নারীর এ অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম নারীকে তার উত্তরাধিকার আইনে পুরষের তুলনায় অর্ধেক অংশ দিয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ (سورة النساء: ١١)

অর্থঃ "একজন পুরুষের অংশ দু'জন মহিলার অংশের সমান।" (সূরা নিসা ঃ১১)

৪- স্মরণ শক্তি এবং নামাযে কম

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা সাদকা কর এবং তাওবা কর, আমি পুরুষদের তুলনায় জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাধিক্য দেখেছি। এক মহিলা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এর কারণ কি? তিনি বললেনঃ তোমরা অধিক পরিমানে লা'নত কর এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। কম বুদ্ধি এবং দ্বীনি আমল কম হওয়া সত্বেও কোন চৌকশ পুরুষকে বোকা বানিয়ে দাও। ঐ মহিলা আরো জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিভাবে নারীরা দ্বীন ও বুদ্ধির দিক থেকে পিছিয়ে? তিনি বললেনঃ তাদের স্মরণ শক্তি কম হওয়ার প্রমাণ হল এইযে, দু'জন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান। আর দ্বীনি আমল কম হওয়ার প্রমাণ হল প্রতি মাসে কয়েক দিন করে তারা নামায আদায় করতে পারে না এবং রমযানেও কয়েক দিন রোযা রাখতে পারে না। (মুসলিম,কিতাবুয্যাকাত, বাব আত্ তারগিব ফিস সাদাকা) হাদীসে নারীদের জ্ঞান এবং দ্বীনি আমল কম হওয়ার যে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা অস্বীকার করার কারো কোন সুযোগ নেই।

একথা স্মরণে রাখা চাই যে, কোরআ'ন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (سورة إبراهيم: ٣٤)

অর্থঃ" নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী ও অকৃতজ্ঞ (সূরা ইবরাহীমঃ ৩৪)

﴿وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً﴾ (سورة الإسراء: ١١)

অর্থঃ "এবং মানুষতো খুবই দ্রুততা প্রিয়।" (সূরা ইসরাঃ ১১)

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ (سورة المعارج: ١٩)

অর্থঃ"মানুষ তো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে।" (সূরা মা'আরেজঃ ১৯)

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (سورة الأحزاب: ٧٢)

অর্থঃ "নিশ্চয় মানুষ যালেম ও অজ্ঞ।" (সূরা আহযাবঃ ৭২)

এ সমস্ত আয়াতগুলোতে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের স্বভাবগত দুর্বলতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। এমনিভাবে নারীদের স্মরণ শক্তি কম, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাননি; বরং তাদের স্বভাবগত দুর্বলতার কথাই তুলে ধরেছেন।

উল্লেখিত হাদীস থেকে এ ভুল বুঝা মোটেও ঠিক হবে না যে, নারীদেরকে সর্বদিক থেকে কম বুদ্ধি ও দ্বীনি আমলে পিছিয়ে আছে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ যে তাদের কম বুদ্ধি স্মরণ শক্তির দিক থেকে, আর দ্বীনি আমলে পিছিয়ে নামাযের দিক থেকে, এছাড়া কত নারীই ইসলামী মাসআলা মাসায়েল বুঝার দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে, আবার কত নারীই এমন আছে যাদের দ্বীন, বিশ্বাস, সৎ আমল, তাকওয়া হাজার পুরুষের দ্বীন, বিশ্বাস, সৎ আমল, তাকওয়া থেকে উত্তম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে তাঁর স্ত্রীগণ ও মহিলা সাহাবীরা তার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

৫- আকীকা

আকীকার ক্ষেত্রেও ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে, অনেকের ধারণা এ পার্থক্যও নারী-পুরুষের মর্যদার দিক থেকে করা হয়েছে। যেমনঃ ইতিপূর্বে আমরা রক্ত পনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (সঠিক বিষয়ে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন)

ছেলে হলে দু'টি বকরী কোরবানী করতে হবে, আর মেয়ে হলে একটি বকরী। (তিরমিযী)

৬ - বিয়ের অভিভাবক

ইসলাম নারীকে না নিজে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করার অনুমতি দিয়েছে না অন্য কোন নারীর বিয়ের অভিভাবক হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "কোন নারী অন্য কোন নারীর বিয়ের অভিভাবক হতে পারবে না এবং কোন নারী নিজে নিজের বিয়েরও অভিভাবক হতে পারবে না। যে নারী নিজে নিজের বিয়ের অভিভাবক হবে সে ব্যভীচারিনী। (ইবনু মাযা)

৭ - ত্বালাকের অধিকার

ইসলাম পুরুষকে ত্বালাকের অধিকার দিয়েছে নারীকে নয়। (সূরা আহযাব ৪৯ নং আয়াত দ্রঃ।)

ইসলামের প্রতিটি বিধানে কি পরিমান হিকমতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনুমান করা যাবে। যেখানে পুরুষদের সাথে সাথে নারীদেরও ত্বালাকের অধিকার রয়েছে, সেখানে এত অধিক পরিমাণে ত্বালাক হচ্ছে যে, এর ফলে লোকেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই বাদ দিয়েছে এতে করে বংশীয় ধারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

বংশীয় ধারা রক্ষার জন্য জরুরী ছিল এই যে, ত্বালাকের অধিকার উভয়ের মধ্যে কোন একজনকেই দেয়া হবে, চাই নারীকে বা স্বামী কে। পুরুষকে একাজের অধিকারী তার স্বভাবগত অভ্যাসের দিক থেকে সে সবচেয়ে বেশি হকদার বলে বিবেচিত হয়। যে ত্বালাকের অধিকারী শুধু সেই, অবশ্য প্রয়োজন অনুযায়ী নারীকে ইসলাম খোলা ত্বালাকের অধিকার দিয়েছে।

৮ - নবুয়ত, জিহাদ, বড় ইমামতি (নেতৃত্ব) ছোট ইমামতি ইত্যাদি

নবুয়তের দায়িত্ব, তরবারীর মাধ্যমে জিহাদ, রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব পালন ও তা পরিচালনা করা (বড় ইমামত) এ তিনটি কাজ অত্যন্ত কষ্টকর, বিপদজনক, পরীক্ষা নিরিক্ষার দাবী রাখে। তাই এজন্য দরকার অত্যন্ত শক্তিশালী, দৃঢ় প্রত্যয়, লৌহমানব, তাই ইসলাম এ তিনটি কাজের দায়িত্ব শুধু পুরুষদেরকেই দিয়েছে, নারীদেরকে এথেকে দূরে রেখেছে। এমনকি নামাযে পুরুষের ইমামতি (ছোট ইমামতি) থেকেও নারীদেরকে দূরে রাখা হয়েছে।

উল্লেখিত ৮টি বিষয়ে ইসলাম পুরুষকে নারীদের উপর প্রধান্য দিয়েছে। আর তা নেকী, তাকওয়ার বিচারে নয়; বরং তার শক্তি ও যোগ্যতার স্বভাবগত গুণাবলীর কারণে।

ইসলাম পুরুষের মোকাবেলায় নারীদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা এখানে আলোচনা করাও অত্যান্ত প্রয়োজন অতএব নিচে তা আলোচনা করা গেল।

মা হিসেবে নারী

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট সবচেয়ে উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, সে আবার জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, সে তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, সে চতুর্থ বার জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা। (বোখারী)

পরিবারে নারীকে পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি মর্যদা দেয়া এটা ইসলামের দেয়া মর্যদা ও সম্মানজনক স্থান। বিশ্ব ব্যাপী "নারী অধিকার" সংগঠনসমূহ শতাব্দী ব্যাপী আন্দোলন করলেও পৃথিবীর কোন দেশ, আদর্শ, আইন তাদেরকে এ মর্যাদা দিতে পারবে না। মুসলিম পরিবারে নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কর্মজীবন শুরু করলে, পুরুষের সহযোগীতায় তার এ কর্মজীবন সহজ হয়ে যায়, এরপর তার সন্তান হয়, তখন তার মর্যাদা ঐ পরিবারে আরো বৃদ্ধি পায়। এরপর যখন

নাতী-নাতনী হতে শুরু করে তখন সে সঠিক অর্থে একটি পারিবারিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নায়িকা হয়ে যায়। একদিকে স্বীয় স্বামীর তত্বাবধানে তার মর্যাদা বাড়তে থাকে, আবার অন্য দিকে ৪০/৫০ বছরের ছেলে নিজের মায়ের সামনে কোন কথা বলার সাহস করে না, ঘরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এ মায়ের ইচ্ছা অনুপাতেই হয়। নাতী নাতনীরা সর্বদা তার সেবায় নিয়োজিত থাকে যাতে করে দাদী অসন্তুষ্ট না হয়, আর দাদীও তার এ বাগানের ফুল ও কলি দেখে দেখে আনন্দিত হয় যে তাদের জীবনটা নিরঅর্থক ছিল না। আল্লাহ্র দেয়া দায়িত্ব তারা আদায় করেছে, নিজের চোখের সামনে নিজের বংশের ধারা দেখে চোখে মুখে আত্মতৃপ্তি এবং শান্তির ছাপ ফুটে উঠে।

হায় নারী অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ কি একবার চিন্তা করার সুযোগ পাবে যে ইসলাম তাদেরকে কি মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে?[৬৪]

আমরা একথা স্বীকার করতে মোটেও লজ্জাবোধ করছিনা যে, ইসলাম নারীকে মা হিসেবে পুরুষের উপর তিনগুণ মর্যাদা দিয়েছে। আর একথা লিখতেও আমরা কোন চিন্তা করছি না যে, পুরুষকে নারীদের উপর ৮টি ক্ষেত্রে তাদের স্বভাবগত গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে মর্যাদা দিয়েছে। ঐ সমস্ত লোক যারা প্রতিটি উপলক্ষে ইসলামের বিষয়ে নারীকে পুরুষের সমতুল্য করার রোগে আক্রান্ত রয়েছে। তাদেরকে আমরা একথা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, পৃথিবীর কোন ধর্মে বা কোন আইনে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে?

যদি তা না হয় (বাস্তবে তা নাইও) তাহলে আমরা তাদেরকে এ আহ্বান করব যে, পৃথিবীর অন্যান্য নিয়ম কানুনের ন্যায় ইসলামও যদি নারীকে পুরুষের সমান অধিকার না দেয়, তাহলে এতে লজ্জা ও পরাজয়ের এমন কি আছে। নারী এবং পুরুষের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের বন্টন নীতি সমস্ত মতাদর্শের তুলনায় যথেষ্ট ইনসাফ পূর্ণ। ইসলাম আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে নারীকে যে অধিকার দিয়েছে অন্যান্য মতাদর্শ হাজারো চেষ্টার পরও আজ পর্যন্ত তাদেরকে সে অধিকার দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়?

৫ - শশুর শাশুড়ীর অধিকার

আমাদের দেশের (লিখকের) ৯০% অধিবাসী বা এরও অধিক এমন যারা বিয়ের পর পরই নিজের ছেলে এবং তার বউয়ের জন্য পৃথক ঘর করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। কিছু দিন বা কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক দিন পর্যন্ত ছেলে ও তার বউকে, স্বামীর পিতা-মাতার সাথেই থাকতে হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এমন অনেকে আছে যারা তাদের ছেলেকে শুধু এ আশায় বিয়ে করায়

৬৪ পাশ্চাত্য চাকচিক্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষিকতা নিয়ে দিন রাত অতিক্রমকারী মনযোগ দিয়ে চিন্তা করুন, যে বিয়েকে পুরুষের গোরামী বলে বিবেচনা করা হয়, তারা অবিবাহিত থেকে যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টি রঙ্গ মঞ্চে পরিণত হয়, আজ এখানে কাল ওখানে, যখন যৌবনে ভাটা পড়ে তখন তার চাহিদাও কমে আসে। সমস্ত আনন্দ বেদনায় পরিণত হতে শুরু করে, হঠাৎ মনে হয় অতীতের সমস্ত আনন্দ একটি স্বপ্ন ছিল মাত্র। এখন তার ডানে বামে, সামনে পিছনে কোন সুহৃদয় এবং সহমর্মি নেই, বিশাল জীবন মরুভূমির বৃক্ষলতার ন্যায় একক মনে হয়, তখন বার্ধক্য অতিবাহিত করার জন্য তাকে কোন বিড়াল বা কুকুরকে সাথী হিসেবে বেছে নিতে হয়।

যে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করার মত ঘরে আর কেউ নেই। তাই ছেলেকে বিয়ে করানো হয়, যাতে করে সে বউ হিসেবে ঘরের একজন সাহায্যকারী হয়ে যায়। এ কারণেই কিছুদিন আগেও পুরানো লেকেরা স্বীয় সন্তানকে আত্মীয়তার বন্ধন করার সময় আত্মীয়তার এ সম্পর্ককে খুবই গুরুত্ব দিত। সাধারণত খালা, ফুফু, চাচা, মামা ইত্যাদি নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের মাঝে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করত। পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে শশুরালয়ে বিদায় জানানোর সময় নসিহত করত যে, "হে মেয়ে যে ঘরে তোমার বর যাত্রা হচ্ছে ওখানেই তোমার মৃত্যু হওয়া চাই।" অর্থাৎ এখন থেকে আজীবন তোমার জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ঐ ঘরকে কেন্দ্র করেই হবে। এর ফল দাঁড়াত এই যে, বউ তার শশুর শাশুড়ীকে নিজের পিতা-মাতার ন্যায় সম্মান করত, তাদের সেবা করতে কোন লজ্জাবোধ করত না, এ বউ শাঁশুড়ীর মাঝে প্রচলিত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা শান্তি ও আরামদায়ক জীবন-যাপন করত।

যখন থেকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আসক্তি শুরু হল, তখন থেকে একটি নুতন চিন্তা সৃষ্টি হতে লাগল। আর তাহল, বউয়ের জন্য শশুরালায়ে সেবা করা জরুরী নয়, এমন কি স্বামীর জন্য খাবার পাকানো, কাপড় ধোয়া এবং ঘরের অন্যান্য কাজ কর্ম করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়। আর স্বামীও তার স্ত্রীর নিকট এগুলো চাইতে পারবে না, বাস্তবেই কি তা ঠিক?

আসুন যুক্তির মাধ্যমে তা যাচাই করা যাক যে এ রেওয়াজ কি ইসলাম সম্মত না ইসলামের নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ ভক্তি প্রকাশ করা হচ্ছে।

স্বামীর সেবা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী এত স্পষ্ট এবং এত অধিক যে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের কোন অবকাশ নেই। এখানে আমরা শুধু তিনটি হাদীস সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করবঃ

১- স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম। (আহমদ, ত্বাবারানী, হাকেম, বাইহাকী)

২- যদি আমি কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম যে সে যেন তার স্বামীকে সেজদা করে।(তিরমিযী)

৩- জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা এজন্য অধিক হবে যে তারা তাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞ। (বোখারী)

একথা স্পষ্ট যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর জন্য খাবার পাকাত, তাঁর বিছানা বিছিয়ে দিত, তাঁর কাপড় ধুয়ে দিত, এমনকি তাঁর মাথাও চিরুনী করে দিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা এবং তার পবিত্র স্ত্রীগণের আচরণের পর এমন কোন বিধান আছে যা থেকে একথা প্রমাণ করা যাবে, যে স্বামীর জন্য খাবার পাকানো, কাপড় ধোয়া এবং ঘরের অন্যান্য কাজ করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়?

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأعراف: ١٨٥)

অর্থঃ "এরপরও তারা কোন কথায় ঈমান আনবে?" (সূরা আ'রাফঃ ১৮৫)

শশুর শাশুড়ীর খেদমত সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একথা স্মরণে রাখা দরকার যে, দ্বীন ইসলাম মূলত একটি ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা, দয়া, অনুগ্রহ এবং সম্মানের দ্বীন। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করতে আসলে উপস্থিত লোকেরা ঐ বৃদ্ধকে রাস্তা দিতে দেরী করল তখন দয়ার নবী বললেনঃ "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে সম্মান করে না এবং আমাদের বৃদ্ধদেরকে তাদের মর্যাদা দেয়না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (আবুদাউদ)

ইমাম তিরমিযী তাঁর কিতাবে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাবশা বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় শশুর আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য ওযূর পানি আনল, তাকে ওযূ করানোর জন্য, কাবশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ওযূ করাতে শুরু করল, তখন একটি বিড়াল এসে পাত্র থেকে পানি পান করতে লাগল, আবু কাতাদা পাত্রটি বিড়ালের সামনে রাখল এবং বললঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "বিড়াল নাপাক নয়" (তিরমিযী)

এ হাদীস থেকে একথা অত্যান্ত স্পষ্ট যে, মহিলা সাহাবীরা শশুরালয়ের খেদমতে আঞ্জাম দিত। শশুরালয়ে সেবা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তানদের জন্য তাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত লাভের মাধ্যম নির্ধারিণ করেছেন। (ইবনু মাযা)

যার অর্থ হল এই যে, সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার সেবা করা, তাদের আনুগত্য করা, সর্বাবস্থায় তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা জরুরী, এর সাথে সাথে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীদেরকে তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম লাভের মাধ্যম নির্ধারণ করা হয়েছে। সমস্ত পরিবার পিতা-মাতা, শশুর শাঁশুড়ী, ছেলে (স্বামী) স্ত্রী (বউ) পরস্পরের মাঝে এমন ভাবে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের দুনিয়া ও পরকালীন বিষয়ে একজনকে অপর জন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ছেলে তার পিতা-মাতার সেবা করতে বাধ্য, স্ত্রী তার স্বামীর সেবা করতে বাধ্য, তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে ছেলে দিন-রাত পিতা-মাতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে অথচ স্ত্রীর জন্য শশুরালয়ে কাজ করা ওয়াজিব নয়। আর স্ত্রী এ ফতোয়ার চাদর উড়িয়ে আরামে ঘুম পাড়তে থাকবে? যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে ইসলামে যেহেতু শশুর শাশুড়ীর আলাদা হকের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব বউয়ের জন্য শশুরালয়ে সেবা করা ওয়াজিব নয়, তাহলে তুমি অনুমান করতে পারবে যে, এ দর্শন পরিবার ধ্বংস করতে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে?

এর প্রতিরোধের প্রথম কাজ হবে, এই যে, স্বামী তার শশুর-শাশুড়ী (স্ত্রীর পিতা- মাতা) এড়িয়ে চলবে, শেষে উভয় পরিবারের মাঝে পরস্পরের মোহাব্বত, আন্তরিকতা, দয়া, সম্মানের স্থলে বেয়াদবী, অসৌজন্যতা, অহংকার, অসন্তুষ্টি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি হবে। এতে শুধু মুরব্বীদের জীবনকেই বিঘ্ন করবে না বরং স্বয়ং স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও ঝগড়ার সৃষ্টি করবে। এদর্শন পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় তো গ্রহণ যোগ্য যেখানে সন্তানদেরকে পিতা-মাতা সন্তান মনে করে না।

দ্বিতীয়তঃ আর যদি সন্তানকে সন্তান মনেও করে তাহলে ছেলের স্বীয় পিতা-মাতার সাথে এতটা সম্পর্কহীন হয়ে যায় যেমন বউ। কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এদর্শন গ্রহণ যোগ্য হওয়া কি করে চিন্তা করা যায়?

সন্তান লালন-পালনের ইসলামী ব্যবস্থা

ব্যক্তির সমষ্টির নাম সামাজ, আর ব্যক্তি সমাজের একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইসলাম সামাজ সংস্কারের সুত্রপাত করে ব্যক্তি থেকে, যাতে করে সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈরী হয়ে একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ সৃষ্টি করে। ব্যক্তির সংস্কারের লক্ষ্যে ইসলামের লালন-পালন ব্যবস্থা বুঝার জন্য মানব জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়ঃ

১- গর্ভধারণ থেকে নিয়ে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত।

২ - ভূমিষ্ট হওয়া থেকে নিয়ে বালেগ হওয়া পর্যন্ত।

৩- বালেগ হওয়া থেকে নিয়ে বিয়ে পর্যন্ত।

৪- বিয়ের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত।

প্রথমঃ গর্ভধারণ থেকে নিয়ে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত

এটি একটি গ্রহণীয় বস্তবতা যে, সন্তানদের ভাল বা মন্দ হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ধর্মভীরুতা, আল্লাহ্ ভীতি, সৎ চরিত্রবান কর্মকান্ড অভ্যাস বিরাট ভূমিকা রাখে। আবার পিতা-মাতার মধ্য থেকে মায়ের চিন্তা-চেতনা, উৎসাহ, অভ্যাস, জ্ঞান, চরিত্রের ছাপ সন্তানদের উপর পিতার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে ইসলাম বিয়ের সময় মেয়েদের ধর্মভীরুতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "নারীদেরকে চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করবেঃ

১ - ধন-সম্পদ, ২- বংশাবলী, ৩ - সৌন্দর্য ও ৪ - ধর্মভীরুতা।

তোমাদের হাত ধুলোয় ধূলণ্ঠিত হোক, তোমাদের উচিত ধর্মভীরু নারীকে বিয়ে করে সফলকাম হওয়া। (বোখারী)

আমরা এখানে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শিক্ষামূলক ঘটনাটি উল্লেখ করতে চাই যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর একটি বাস্তব ব্যাখ্যা।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি রাতে শহর ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন। এক রাতে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন এবং একটি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে গেলেন। ইতিমধ্যে ভিতর থেকে একটি আওয়াজ আসল, এক মহিলা তার মেয়েকে বলছেঃ "উঠ দুধে সামান্য পানি মিশাও।"

মেয়েটি বললঃ "মা আমীরুল মুমেনীন দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন।"

মা উত্তরে বললঃ "কোন আমীরুল মুমেনীন এখানে এসে তা দেখতেছে, উঠ পানি মেশাও।"

মেয়ে বললঃ মা আমীরুল মুমেনীন তো দেখছে না; কিন্তু আল্লাহ্ তো দেখছেন।"

সকাল হতেই উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর স্ত্রীকে বললঃ "তাড়াতাড়ি ওমুক বাড়ীতে যাও এবং দেখ তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে কি না?"

জানা গেল যে মেয়ে বিধবা, তিনি কোন প্রকার চিন্তাভাবনা না করে ঐ মেয়ের সাথে তাঁর ছেলে আসেমের বিয়ে করিয়ে দিলেন। আর ঐ মেয়ের সন্তানদের মধ্য থেকেই পঞ্চম খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয জন্মগ্রহণ করে ছিলেন।

গর্ভাবস্থায় মায়ের চিন্তা-চেতনা ও অভ্যাস ছাড়াও মায়ের নিত্য দিনের কর্মকান্ড যেমনঃ তথ্যমূলক কথা বার্তা, পড়ার মত বই পুস্তক, পত্রিকা, শোনার মত কেসেট এবং অন্যান্য পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় আওয়াজ, দৃষ্টি পড়ার মত বিষয়সমূহ, মূর্তি ইত্যাদি সব কিছুই গর্ভজাত সন্তানের উপর প্রতিক্রিয়া করে।

তাই ইসলাম প্রথম দিন থেকেই এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচার আচরণের সময়ও যেন শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে বাঁচা যায় এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন ছিন্ন না হয়।

তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে প্রথম সাক্ষাতে স্বামীর উচিত স্ত্রীর জন্য এ দুয়া করা , "হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট এ স্ত্রীর কল্যাণ কামনা করছি এবং যে অভ্যাস দিয়ে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ সেই ভাল কামনা করছি এবং তোমার নিকট এ স্ত্রীর অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করছি, তুমি তাকে যে অভ্যাস দিয়ে সৃষ্টি করেছ তার অক্যল্যাণকর দিক থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" (আবুদাউদ)

সহবাসের পূর্বে যখন স্বামী-স্ত্রী পৃথিবীর সব রকম আকর্ষণ ও অবস্থা সম্পর্কে বে-খবর থাকে, তখনও ইসলাম চেষ্টা করেছে যে তাদের এ কামনার এ মুহূর্তটি যেন লাগামহীন এবং স্বামী স্ত্রীর এ সম্পর্ক শুধু একটি শারীরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং তাদের মিলনের উদ্দেশ্য যেন সৎ সন্তান লাভ করা হয়, তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাইবে, তখন তার এ দুয়া পড়া উচিত। "হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং ঐ জিনিসকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ।" (বোখারী ও মুসলিম)।

গর্ভধারণের পূর্বেই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহ্র স্মরণাপন্ন হওয়ার জন্য, আল্লাহ্র নিকট ভাল কাজের তাওফীক কামনা করার জন্য এবং খারাপ কাজ থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কামনা, চিন্তা-চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা সব কিছুকেই খারাপ থেকে ভালোর দিকে, পাপ থেকে সওয়াবের দিকে, অকল্যাণ থেকে কল্যাণের প্রতি ফিরাতে চেয়েছে। যাতে করে গর্ভধারণকালে স্বামী-স্ত্রীর আচার-আচরণে ভালো ও সওয়াবের কাজে অগ্রাধিকার পায় এবং আগত সন্তানটিও ভালো ও সওয়াবের কাজের গুণাবলী নিয়ে পৃথিবীতে আসে।

দ্বিতীয়ঃ জন্ম থেকে নিয়ে বালেগ হওয়া পর্যন্ত

বাচ্চার জন্মের পর সর্বপ্রথম তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর কোন সৎ এবং দ্বীনি আলেমের মাধ্যমে তাহানিক[৬৫] ও বরকতের দুয়া করানো সুন্নাত।

সপ্তম দিনে বাচ্চার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র নামে আকীকা করা এবং ভাল নাম রাখা সুন্নাত।[৬৬]

এ সমস্ত কর্মকান্ড বাচ্চাকে ভাল এবং সৎ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যখন বাচ্চা সাত বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তাকে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দাও, যখন দশ বছর বয়স হয়, তখন যদি নামায না পড়ে তাহলে তাকে মারধর করে নামায পড়াও, আর তাদের শোয়ার স্থান বিছানা পৃথক পৃথক করে দাও। (বোখারী)

চিন্তা করুন! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ ছোট নির্দেশে বাচ্চাদেরকে সুশিক্ষা দেয়ার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছ। নামায পড়ার পূর্বে বাচ্চাকে পায়খানা, পেসাব, ওজু, গোসল, ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে, বাচ্চাকে পবিত্রতা এবং পবিত্রস্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে, মসজিদ এবং অস্থায়ী নামাযের স্থান (মুসল্লা) সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। ইমামতী এবং জামাতে নামাযের শিক্ষা দিতে হবে, এ সমস্ত বিষয়গুলো থেকে অলৌকিকভাবে বাচ্চাদের মধ্যে পবিত্রতা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা মোতাবেক জীবন চলার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

উল্লেখিত হাদীসের শেষ অংশে এ নির্দেশ এসেছে যে, দশ বছর বয়সে বাচ্চার বিছানা বা সম্ভব হলে রুম পৃথক করে দাও। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, ঘুমের সময় মানুষের অবস্থা কি হয়, রুম পৃথক করার মধ্যে হিকমত হল বাচ্চাদের মধ্যে আল্লাহ্ স্বভাবগত যে লজ্জাবোধ দিয়েছে তা শুধু স্থায়ী হবে না; বরং একান্ত আরামের মুহূর্তে নাবালেগ বাচ্চাকে স্বীয় পিতা-মাতার কাছে আসার সময় অনুমতি নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে ইসলাম সম্ভ্রম, পবিত্রতা, লজ্জা, এমন এক উচ্চ মাপ কাঠি রেখে দিয়েছে, যা অন্য কোন মতাদর্শে কল্পনাও করা যায় না, আল্লাহ্‌র বাণীঃ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং এশার নামাযের পর, (যখন তোমরা বিছানায় শুইতে যাও)। (সূরা নূর-৫৯)

---

৬৫ - কোন মিষ্টি জিনিস যেমন খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেয়াকে তাহনিক বলে।

৬৬ - মন বিজ্ঞানীদের মতে ভাল নাম মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকান্ডে বিরাট প্রভাব ফেলে। নবী (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান" (মুসলিম)

বালেগ হওয়ার পর এসমস্ত বিধি-বিধানগুলো বাচ্চাদের মধ্যে বদ অভ্যাস কমিয়ে তোলে এবং অলৌকিকভাবে তাদের মধ্যে পাক পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ঃ বালেগ হওয়া থেকে নিয়ে বিয়ে পর্যন্ত

বালেগ হওয়া মাত্র নারী পুরুষের উপর ঐ সমস্ত বিধি-বিধান কার্যকর হয়ে যায় যা ইতিপূর্বে নাবালেগ থাকার কারণে তাদের উপর তা কার্যকর ছিল না। [৬৭]

বালেগ হওয়ার পর ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শ্রেণীগত আকর্ষণ জাগ্রত হয়, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অলৌকিকভাবে আকর্ষণ তৈরী হয়, ইসলাম এ আকর্ষণকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিধানের মাধ্যমে পূর্ণতা, উত্তম ব্যবস্থাপনা, হিকমতের সাথে বিয়ের পর্যায় পর্যন্ত যৌন কদার্যতা থেকে মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, এ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে অবৈধ) আত্মীয়দের ভাগঃ

মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী বাচ্চা অনুভতির বয়স পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে এটা জেনে যায় যে, তার সাথে ঘরে বসবাসকারী সমস্ত সদস্য যেমনঃ দাদা,দাদী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, এত মর্যাদাবান যে, এখানে যৌন আকর্ষণের কল্পনাও অন্যায়, পিতা-মাতা, ভাই-বোন এরপর কিছু দূরের আত্মীয় আছে যাদের সাথে আজীবন সম্পর্ক থাকে এবং এক পর্যায়ে মানুষ তাদের সাথে গন্ডগোল করতেও বাধ্য হয়, যেমনঃ চাচা, মামা, ফুফী, খালা ইত্যাদি, এরাও সম্মানিত আত্মীয় [৬৮] নির্ধারণ করে শরীয়ত নারী পুরুষদের চর্তুপার্শ্বে সম্মানীত আত্মীয়দের মাঝে এমন এক শ্রেণী বিন্যাস করে দিয়েছে। যাতে মানুষের শ্রেণীগত আকর্ষণে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ তৈরী হওয়ার সুযোগ না থাকে। সম্মানিত আত্মীয়দের এ শ্রেণীর বাহিরে গাইর মাহরাম আত্মীয় বা পর আত্মীয়দের সাথে শ্রেণীগত আকর্ষণে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ প্রতি মুহূর্তেই হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ওখানে ইসলাম অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে।

খ) পর্দাপূর্ণ পোশাক পরিধানের নির্দেশঃ

ঘরে সাধারণ চলা-চল করার সময়ও ইসলাম নারী পুরুষকে এ নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন এমন পোষাক পরিধান করে যা দিয়ে তাদের আবরিত থাকার অঙ্গসমূহ খোলা না থাকে। পুরুষের সতর (সব সময় ঢেকে রাখার অঙ্গ) নাভী থেকে নিয়ে টাখনা পর্যন্ত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "পুরুষের নাভীর নিচ থেকে টাখনার উপরের অংশ ঢেকে রাখতে হবে।" (দারকুতনী)।

---

৬৭ - ছেলেদের জন্য বালেগ হওয়ার আলামত হল স্বপ্নদোষ হওয়া, আর মেয়েদের জন্য মাসিক হওয়া।

৬৮ - সম্মানীত আতদ্মীয়দের সম্পর্কে জানতে এ গ্রন্থে "সম্মানিত আত্মীয়" অধ্যায় দ্রঃ।

আর নারীদের ঢেকে রাখার অঙ্গ হল হাত, পা, চেহারা ব্যতীত সমস্ত শরীর। নারীদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ নির্দেশ দিয়েছেন, যখন মেয়ে বালেগ হবে, তখন তার চেহারা ও হাতের কবজী ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অঙ্গ খোলা রাখা ঠিক নয়। (আবুদাউদ)

পর্দাযুক্ত পোশাক এটাও যে, পোশাক এত পাতলা ও চাপা না হওয়া যে কারণে ঢেকে রাখা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বুঝা যাবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "এমন নারী যারা কাপড় পরিধান করা সত্তেও উলঙ্গ থাকে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর না তারা কখনো জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে"। (মুসলিম)

উল্লেখ্যঃ পর্দাপূর্ণ এ পোশাক ঘরের মাহরাম আত্মীয় (দাদা, বাপ, ভাই ইত্যাদির) জন্য। গাইর মাহরাম আত্মীয় বা পর পরুষের সাথে পর্দা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আসবে।

৩ - অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশের নির্দেশ

বালেগ হওয়ার পর ঘরের পুরুষ (বাপ-ভাই বা ছেলে) কে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন তারা স্বীয় ঘরে প্রবেশ করবে তখন যেন অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে, [৬৯] চুপ করে ঢুকে যাবে না, যাতে করে এমন না হয় যে ঘরের মেয়েরা (স্ত্রী ব্যতীত) এমন ভাবে না থাকে যে অবস্থায় তার জন্য দেখা নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ্র বাণীঃ "এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা।" (সূরা নূর-৫৯)।

নিজের ঘরের নারীদের প্রতি এত নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম নারী পুরুষের মাঝে লজ্জা শরমের অনুভুতিকে পাকা করতে চায়, যাতে করে ঘরের বাহিরে গাইর মাহরাম নারী পুরুষ একে অপরের সাথে বেপরোয়া কথাবর্তা, অসমাজিক মেলা মেশার অনুভুতিই তাদের মধ্যে না জাগে।

৪ - পর্দা করার নির্দেশ

ঘরের নারীদের প্রতি এ নির্দেশ যে তারা তাদের আবরিত রাখার অঙ্গ (হাত, পা, চেহারা ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীর) পরিপূর্ণভাবে আবরিত করে থাকবে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মুসলিম নারীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তাদের চেহারাকেও ঢেকে রাখবে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে মহিলা সাহাবীগণ কঠোরভাবে এ নির্দেশ পালন করতেন, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় হজ্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ হজ্ব করার সময় পুরুষদের কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমরা আমাদের চাদর মুখের উপর ঝুলিয়ে দিতাম। (আহমদ, আবুদাউদ, ইবনু মাযা)

---

৬৯ - ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি হল এই যে, দরজায় দাঁড়িয়ে আসসালামু আলাইকুম বলবে ভিতর থেকে ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম বলে উত্তর আসলে ভিতরে যাবে আর না হয় অপেক্ষা করবে।

উল্লেখ্যঃ ইহরামের সময় ইহরাম অবস্থায় নারীদের চেহারা না ঢাকার নির্দেশ রয়েছে, যা স্বয়ং চেহারা ঢেকে রাখার বড় প্রমাণ। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে "নাহনু" আমরা মহিলা সাহাবীগণ এ শব্দ দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে চেহারা ঢেকে রাখার অভ্যাস শুধু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র স্ত্রীগণের মাঝেই ছিল না বরং সমস্ত মহিলা সাহাবীগণের মাঝে তা পরিপূর্ণভাবে প্রবর্তিত হয়ে ছিল।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট ব্যক্তিরা চেহারার পর্দা থেকে বিরত থাকার জন্য কোর'আনের আয়াত ও হাদীসের উপর বিশেষভাবে গবেষণা চালিয়েছে; কিন্তু আমাদের নিকট মূল বিষয় দলীলই নয় বরং আল্লাহ্র প্রতি ঈমানই মূল বিষয়। তাই আমরা গবেষণার প্রতি গভীর দৃষ্টি না দিয়ে এখানে একটি জাপানী মাসআলা আলোচনা করব "খাওলা লাকাতা" যে জাপানে জন্ম গ্রহণ করেছে, আর ফ্রান্সে লেখা-পড়া করেছে এবং ওখানেই মুসলমান হয়েছে, মিশর ও সউদী আরবেও ভ্রমণ করে পর্দার ব্যাপারে প্রচারিত কিছু কিছু দিক তথ্যহীনভাবে বর্ণনা করেছে।[৭০]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি সার্ট প্যান্ট ব্যবহার করতাম, মিনি স্কার্ট ব্যবহার করতাম, কিন্তু এখন আমার লম্বা পোশাক আমাকে আনন্দিত করেছে, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একজন রাজকন্যা, প্রথমবার পর্দা করার পর আমি নিজেকে নিরাপদ ও পবিত্র মনে করলাম, আমার অনুভব হল যে আমি আল্লাহ্র খুবই নৈকট্য লাভ করেছি, আমার পর্দা শুধু আল্লাহ্র নির্দেশ পালনই ছিল না বরং আমার আক্বীদার বড় একটি বহিঃপ্রকাশও ছিল, পর্দাকারী মুসলিম নারীরা জনবহুল কোন স্থানেও তাদেরকে চেনা যায় যে সে মুসলমান, পক্ষান্তরে অমুসলিমদের আক্বীদা (বিশ্বাস) তাদের কথা থেকেই বুঝা যায়।

"মিনি স্কার্ট অর্থাৎ যদি তোমার আমার কোন প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে নিতে পার, আর পর্দা পরিষ্কার করে নিষেধ করে যে আমি তোমার জন্য নিষিদ্ধ"।

"গরমের সময় সবাই গরম অনুভব করে কিন্তু আমি পর্দা করাকে স্বীয় মাথা ও গর্দানকে কুকামনার বিষাক্ত দৃষ্টি থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।"

"আগে আমার বিস্ময় লাগত যে মুসলিম বোনেরা কি করে বোরকা ব্যবহার করে স্বাভাবিকভাবে নিঃস্বাস ত্যাগ করে , এটা মূলতঃ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, যখন নারী এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন আর কোন সমস্যা হয়না, প্রথমবার আমি যখন নেকাব ব্যবহার করি, তখন আমার খুব ভাল লাগছিল, এতে বিস্ময়কর লাগছিল যে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি যেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, নিজেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্বশীল বলে মনে হচ্ছিল, যা সুপ্ত আনন্দ থেকে অনুভূত হচ্ছিল, আমার নিকট একটি ভান্ডার ছিল যার ব্যাপারে কেউ জানত না, আর যা পর পুরুষের দেখার অনুমতি ছিল না।"

---

৭০ -বিস্তারিত জানার জন্য তারজমানুল কোরআ'ন, মার্চ ১৯৯৭ইং দ্রঃ।

"যখন আমি ঠান্ডার সময়ের বোরকা তৈরী করলাম তখন সেখানে চোখ ঢাকার জন্য মোটা নেকাবও তৈরী করলাম, এখন আমার পর্দা পরিপূর্ণ হয়ে গেল, এতে আমার একটু আরাম অনুভূত হল, এখন ভিড়ের মধ্যেও আমার কোন চিন্তা থাকে না, আমার মনে হল যে আমি পুরুষের জন্য দেখা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছি, চোখ ঢাকার আগে ঐ সময়ে আমার খুব অস্বাভাবিক লাগত যখন আমার চোখ কোন পুরুষের চোখে পড়ত, চোখের নেকাব আমাকে কাল গ্লাসের ন্যায় পর পুরুষের বিষাক্ত দৃষ্টি থেকে সংরক্ষণ করেছে।"

সম্মানিত জাপানী মুসলিম রমনীর উল্লেখিত চিন্তা-চেতনাসমূহে পাশ্চত্য প্রেমীদের বিরোধীতাসমূহের উত্তর রয়েছে, এতে ঐ মুসলিম নারীদের জন্য উপদেশও রয়েছে যাদের শুধু ওড়না ব্যবহার করাই জানের দুশমন বলে মনে হয়।[৭১]

মূল বিষয় হল এই যে, সমাজে অশ্লীলতা ও বে-হায়ার ক্যান্সার বিস্তার করা। বিপরীত লিঙ্গের মাঝে উত্তেজনা বিস্তার করা এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে বৃদ্ধি করার বড় কারণ বে-পর্দা, অথচ পর্দা শুধু মুসলিম সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ নয় বরং গোপন দেখা সাক্ষাৎ এবং প্রকাশ্য প্রেমসহ সর্বপ্রকার ফেতনার দরজা বন্ধ করার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর মাধ্যমও বটে। কিন্তু দুঃখজনক হল, প্রিয় জন্মভূমি (লিখকের) সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মাঝে বেপর্দা এমনভাবে বিস্তার লাভ করছে যে, পর্দাশীল মহিলা খুঁজেও পাওয়া যায়না। তবে আল্লাহ্ যাদের প্রতি রহম করেছেন তাদের কথা ভিন্ন।

৫ - দৃষ্টি অবনত করা

সমাজকে অবাধ যৌন চর্চার বিস্তার থেকে রক্ষার জন্য পর্দা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। আর দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, যাতে সমস্ত নারী পুরুষ স্ব স্ব ঈমান ও আক্বীদার আলোকে আমল করে, দৃষ্টি অবনত রাখার অর্থ হল যে পুরুষ নারীর প্রতি বা নারী পুরুষের প্রতি দৃষ্টি না দেয়, একে অপরকে দেখবে না, কোন প্রকার সম্পর্ক গড়বে না, প্রেম করবে না, বলা হয় যে, চোখ শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর, প্রেম-ভালবাসার ঘটনাবলীতে চোখে চোখ পড়া, চোখের ইশারা ইঙ্গিত, চোখে চোখে কথার আদান-প্রদান এবং

৭১ - এখনে আমরা এক পাকিস্তানী রমণী শাহনাজ লাগারীর কথাও উল্লেখ করব যে গত ৯ বছর থেকে পাকিস্তানে বোরকা ব্যবহার করে ক্যাপটিন পাইলট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, এমন কি পাকিস্তানের উইমেন এসোসিয়েশনের চেয়ার পারশন এবং ইন্টারন্যাশনাল হিযাব তাহরিকের প্রধানেরও দায়িত্ব পালন করছে। সে এক দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলছে, যখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে ছিলাম তখন আমার পিতা-মাতা আমাকে পর্দা করাতে শুরু করেছে, মেয়েরা আমার সাথে ঠাট্টা করত, কিন্তু আমি বেরাকা ছাড়ি নাই, এখন সমগ্র বিশ্বের মেয়েরা আমার রেফারেন্স দেয় যে যদি শাহনাজ বোরকা ব্যবহার করে বিমান চালাতে পারে তাহলে আমরা বোরকা ব্যবহার করে অন্য কোন কাজ কেন করতে পারব না? সে আরো বলেছে যে, তাকে বিভিন্ন মুসলিম বিশ্ব থেকে আকর্ষনীয় আফার দেয়া হয়েছে যে আমি যেন ঐ সমস্ত দেশে গিয়ে বোরকা ব্যবহার করে বিমান চালাই। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৭ইং। উল্লেখিত ঘটনা থেকে এ বিরোধিতার সমাধানও হয়ে গেল যে পর্দ নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা নয়।

কথাবার্তা বলার আগ্রহ প্রত্যেক বালেগ নারী ও পুরুষের হতে পারে। চোখে চোখ রেখে আনন্দ উপভোগ করাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চোখের ব্যভীচার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে মুহাম্মদ মুমিনদেরকে বল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম। (সূরা নূরঃ ৩০)

নারীদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে এভাবে নিদের্শ দেয়া হয়েছে যে, "হে মুহাম্মদ ঈমানদার নারীদেরকে বল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। (সূরা নূরঃ ৩১)

উল্লেখ্যঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ কোন দৃষ্টি পড়াকে ইসলাম ক্ষমা করেছে, দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করে দৃষ্টি দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেনঃ হে আলী! নারীদের প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বে প্রথম দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয় বার দৃষ্টি দিবে না, কেননা প্রথমটি ক্ষমা যোগ্য দ্বিতীয়টি নয়। (আবুদাউদ)

৬ - নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ

নারী পুরুষের সংমিশ্রণ উভয়ের মাঝের শ্রেণীগত আকর্ষণ, সৌন্দর্য, আবেগ, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন, এ সমস্ত স্বভাবগত দুর্বলতাকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে বালেগ হওয়ার পর নারী-পুরুষের সংমিশ্রিত অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি এবং একে অপরের প্রতি দৃষ্টি ফেলে কত সিদ্ধান্তই না নিয়ে ফেলে। এরপর গোপন সম্পর্ক, সাক্ষাৎ, প্রেম-ভালবাসার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়, যা ঘর থেকে পালানো, কুপথে পরিচালিত হওয়া, মামলা, কোর্ট মেরেজ থেকে নিয়ে হত্যা, আত্মহত্যাও হয়ে থাকে। এ সমস্ত ফেতনার মূল বে-পর্দা এবং নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, তাই ইসলাম সমাজে অশ্লীলতা, বে-হায়াপনা বিস্তার এবং সমাজের নিরাপত্তা নষ্ট করে এমন সমস্ত মাধ্যমগুলোকে নিষেধ করে।

নারী পুরুষের সংমিশ্রণকে দূর করার জন্য ইসলাম নারীদের জন্য কিছু বিধি-বিধানের মধ্যে ভিন্নতাও এনেছে। যেমনঃ পুরুষের জন্য জামাতবদ্ধ নামায ওয়াজিব; কিন্তু নারীদের বেলায় এখানে শিথিলতা আনা হয়েছে। পুরুষের জন্য মসজিদে নামায পড়া উত্তম, আর নারীদের জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম। পুরুষের জন্য জুমআর নামায ওয়াজিব, নারীদের জন্য তা ওয়াজিব নয়, পুরুষদের জন্য জিহাদ ওয়াজিব নারীদের জন্য তা নয়, জানাযার নামায পুরুষদের জন্য ফরযে কেফায়া, নারীদের জন্য তা নয়। নারীদের ব্যাপারে ইসলামের এ সমস্ত বিধানসমূহ সামনে রেখে একথা অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, যে দ্বীন সমাজকে শ্রেণীগত আকর্ষণ এবং উন্মুক্ত যৌন চর্চা থেকে বাঁচানোর জন্য নারী-পুরুষের সংমিশ্রিত ইবাদতের অনুমতি দেয় নাই। ঐ দ্বীন সংমিশ্রিত অনুষ্ঠান, নাটক, খেলা-ধূলা, শিক্ষা, চলা-চল ও রাজনীতির অনুমতি কি করে দিতে পারে?

দুঃখজনক হল এই যে, আমাদের ওখানে জীবনের সকল স্তরে নির্দিধায় এবং নির্লজ্জভাবে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামের এ বিধানটির অযান্য চলছে, সমস্ত জাতিকে আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত করার জন্য এটাই যথেষ্ট। নারী পুরুষের সংমিশ্রণ এতটা ব্যাপকতা লাভ করেছে

যে, এর চিকিৎসাকারীরা নিজেরাও এ রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে, অধঃপতনের এপর্যায়ে জাতীর অবস্থা পরিবর্তনের কোন আলো এখোনো চোখে পড়ছে না। (এক মাত্র আল্লাহ্ই এ অবস্থা পরিবর্তন করতে পারেন)

৭- কতিপয় উত্তেজনামূলক রাস্তা নিষিদ্ধকরণ

ইসলাম যেহেতু সমাজকে পারতপক্ষে শ্রেণীগত উত্তেজনা এবং যৌনতার বহিঃচর্চা থেকে মুক্ত রাখতে চায়, তাই যেখানে ইসলাম অশ্লীলতা এবং বে-হায়ার বিস্তারকারী বড় বড় সম্ভাবনাগুলোকে যেমন মূলটপাটন করেছে, এমনিভাবে ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত বিপদজনক এমন বিষয়গুলোতেও বিধিবদ্ধতা রেখে সর্বপ্রকার চোরাই রাস্তাসমূহ বন্ধ করেছে। নিচে আমরা এমন কিছু বিষয় আলোচনা করছিঃ

ক) সুগন্ধি ব্যবহার করে ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ "যে নারী নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে চায়, সে যেন (সুগন্ধি দূর করার জন্য) এমনভাবে গোসল করে যেমন সহবাসের পর গোসল করা হয়।" (নাসায়ী)

খ) গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) তাদের সাথে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধকরণঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ কোন নারী মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে অবৈধ) ব্যতীত পর পুরুষের সাথে যেন না মেশে এবং না তার সাথে কোথাও ভ্রমণ করবে। (মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ স্বামীর অনপুস্থিতিতে কোন নারীর কাছে যাবে না, কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের সাথে এমনভাবে চলে যেমন শরীরে রক্ত চলা চল করে। (তিরমিযি)

গ) গাইর মাহরামকে স্পর্শ করণ নিষিদ্ধঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ গাইর মাহরামকে স্পর্শ করার চেয়ে উত্তম হল এই যে, ঐ পুরুষ স্বীয় মাথায় লোহার শিক ঢুকাবে। (ত্বাবারানী)

ঘ) একে অপরের গোপন অঙ্গ দেখা থেকে নিষিদ্ধ করণঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী কোন কোন নারীর গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না। (মুসলিম)

ঙ) এক সাথে শোয়া থেকে নিষিদ্ধ করণঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সাথে একই চাদরের নিচে শুবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর সাথে একেই চাদরের নিচে শুবে না। (মুসলিম)

চ) গাইর মাহরামদের সামনে সুন্দৌর্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করণঃ

আল্লাহ্‌র বাণীঃ "হে নবী আপনি ঈমান আনয়নকারী নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণতঃপ্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে।

আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে, তারা যেন তাদের আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। (সূরা নূর-৩১)

উল্লেখ্যঃ শুধু হাত ও চেহারা ব্যতীত যে সমস্ত অঙ্গ যা সচরাচর খোলা থাকে তা ছাড়া নারীর সমস্ত শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছতর। যা ঘরের ভিতর স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামদের সামনেও ঢেকে রাখতে হবে। সৌন্দয বলতে বুঝায়ঃ ঘরের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে চিরুনী করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সুরমা ব্যবহার করা, মেহেদী ব্যবহার করা, ভাল কাপড় ব্যবহার করা ইত্যাদি, যা শুধু মাহরামদের সামনে প্রকাশ করা যাবে।[৭২]

গাইর মাহরামদের ব্যতীতও ইসলাম বেহায়া এবং চরিত্রহীন নারীদের সামনেও সৌন্দর্য প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করেছে, যাতে করে তারা সমাজে ফেতনা সৃষ্টি না করতে পারে।

ছ) গাইর মাহরাম পুরুষদেরকে বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ শোনানো নিষিদ্ধকরণঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ নামায রত অবস্থায় কোন প্রয়োজনে (যেমন ইমামের ভুল) পুরুষরা সুবহানাল্লাহ্‌ বলবে; কিন্তু নারীরা হাতে তালি দিবে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ কারণেই নারীদের আযান দেয়ার অনুমতি নেই।

জ) গান বাদ্য নিষিদ্ধকরণঃ

নারী ও পুরুষের শ্রেণীগত আকর্ষণকে উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম গান বাদ্য, সিনেমা, আর এ গানের সাথে যদি চলমান ছবিও থাকে তাহলে তা এমন এক দ্বি-মুখী শয়তানী অস্ত্র হয়ে যায়, যা শ্রেণীগত আকর্ষণে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মানুষকে জন্তু করে তোলার জন্য যথেষ্ট।

তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রকার নেশা ও গান শোনা নিষেধ করেছেন। আর যারা তা অমান্য করে তাদেরকে আল্লাহ্‌ কঠিন শাস্তির পূর্বাভাস দিয়েছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ "এ উম্মতের মাঝে ভূ-ধ্বস, আকৃতির পরিবর্তন, আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার মাধ্যমে শাস্তি হবে। কোন এক সাহাবী আরয করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা কখন হবে? তিনি বললেনঃ যখন নারী গান বাদ্য করবে, বাদ্যযন্ত্র ব্যাপকতা লাভ করবে এবং মদ পান করা হবে। (তিরমিযী)

---

৭২ - যে সমস্ত আত্মীয়দের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা বৈধ তারা হলঃ পিতা, দাদা, উপর পর্যন্ত, নানা, উপর পর্যন্ত, স্বামীর বাপ, স্বামীর দাদা, উপর পর্যন্ত, তার নানা উপর পর্যন্ত ইত্যাদি, ছেলে, নাতী, নিচ পর্যন্ত, মেয়ের ছেলে নিচ পর্যন্ত ইত্যাদি, ভাই, ভায়ের ছেলে, তার নাতী, যত নিচে যাক, তার মেয়ের ছেলে, যত নিচে যাক, বোনের নাতী যত নিচে যাক, বোনের মেয়ের ছেলে যত নিচে যাক ইত্যাদি।

ঝ) চরিত্র বিনষ্টকারী পত্র-পত্রিকাঃ

নারীদের উলঙ্গ ও অর্ধালুঙ্গ রঙ্গীন ছবি সম্পন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, এমনকি সাহিত্যের নামে অশ্লীল নোভেল এবং অন্যান্য চরিত্র বিনষ্টকারী পত্র-পত্রিকা সমাজে অশ্লীলতা বে-হায়াপনা বিস্তারের জন্য একটি বড় শয়তানী হাতিয়ার। আল্লাহ্ এ ধরণের অশ্লীল পত্র-পত্রিকা প্রচারণার কারণে কোরআনে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ্র বাণীঃ "যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখেরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি" (সূরা নূরঃ ১৯)

চ) বিয়ের নির্দেশঃ

ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে ইসলাম বিয়ে করার নির্দেশও দিয়েছে, যা শুধু বংশীয় ধারাকেই শক্তিশালী করবে না বরং মানুষের মাঝে হায়া শরম ও সম্ভ্রমবোধও জাগ্রত করবে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ বিয়ে চোখকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। (মুসলিম)।

তিনি আরো বলেছেনঃ "বিয়ে ঈমানের অর্ধাংশ।" (বাইহাকী)

বিয়ের গুরুত্বের কথা সামনে রেখে ইসলাম বিয়ের পদ্ধতিকে অত্যন্ত সহজ করে রেখেছে, মোহরের কোন সীমা রেখা রাখে নাই, না আছে জিনিষ পত্রের কোন বাধ্য বাধ্যতা, না বরযাত্রীর কোন চাপ, না ভাষা, রং, বংশ, জাতীর কোন নিয়ন্ত্রণ রেখেছে, শুধু মুসলমান হওয়ার শর্ত রেখেছে। আবদুর রহমান বিন আওফ মদীনায় বিয়ে করেছেন অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানতেও পারেন নাই তিনি আবদুর রহমানের কাপড়ে জাফরানের রং দেখে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি? সে বললঃ আমি এক আনসারী মেয়েকে বিয়ে করেছি (বোখারী)।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নুতন বিয়ে করেছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন কুমারী মেয়ে না বিধাব? সে বললঃ বিধবা, তিনি বললেনঃ কুমারী মেয়ে কেন বিয়ে করলে না, তাহলে তুমি তার সাথে আনন্দ করতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে আনন্দ করতে পারত। (মুসলিম)

অতএব বুঝা গেল যে না সাহাবাগণ নিজেদের বিয়ের সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খবর দেয়া জরুরী মনে করত আর না তিনি কখনো এ বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে, আমাকে কেন দাওয়াত দেয়া হল না? এক সাহাবীর নিকট বিয়ের সময় কিছুই ছিল না, এমন কি মোহর হিসেবে দেয়ার মত কোন লোহার আংটিও ছিল না। তিনি তার বিয়ে কেরাআন মাজীদের কিছু আয়াত শিখিয়ে দেয়ার বিনিময়ে করিয়ে দিলেন। (বোখারী)

না মোহার, না ব্যবস্থাপনা, না বরযাত্রী কোন কিছুরই বাধ্য বাধ্যতা ছিল না,এত সহজ ব্যবস্থাপনার পরও যদি কেউ বিয়ে না করে তাহলে তার ব্যাপারে তিনি বলেছেনঃ"সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

৮- রোযা বিয়ের বিকল্প

যতক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুযোগমত (নফল)রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্ রোযার উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "যাতে করে তোমরা মোত্তাকী হতে পার"। (সূরা বাকারা-১৮৩)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও রোযার উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "রোযা শুধু পানাহার ত্যাগ করাই নয়; বরং অশ্লীল কথাবার্তা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা।" (ইবনু খুজাইমা)

যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রোযা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কাম ও জন্তুর স্বভাবকে মিটিয়ে দেয়। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না সে যেন রোযা রাখে। রোযা তার মনের কু কামনাকে মিটিয়ে দিবে। (মুসলিম)

উল্লেখ্যঃ বালেগ হওয়ার পূর্বে ইসলাম বাচ্চাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য বাধ্য করাতে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র বাণীঃ "নামায খারাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত-৪৫)

নামাযের একল্যাণকর দিকগুলোর সাথে রোযার নির্দেশ মূলত মানুষকে শ্রেণীগত কামনা বিস্তার হওয়া থেকে সংরক্ষণ করে।

১০- শেষ অবলম্বন

ব্যক্তির সংশোধন এবং আত্মশুদ্ধির সমস্ত অভ্যান্তরিণ বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের পরও যদি কেউ নিজের কামভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে এবং সে কিছু করে ফেলে যা থেকে ইসলাম সর্বদা নিষেধ করেছে অর্থাৎ যিনা ব্যভিচার, তাহলে তার অর্থ হবে যে ঐ ব্যক্তি ইসলামী সমাজে বসবাসের উপযুক্ততা রাখে না। তার উপর মানবাতার পরিবর্তে পশুত্ব বিজয় লাভ করেছে, এ ধরণের মোজরেমদেরকে উপযুক্ত পাওনা হিসেবে ইসলাম সর্বশেষ অবলম্বন স্বরূপ তাদেরকে আম জনতার সামনে একশ বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ্র বাণীঃ "ব্যভিচারিণী এবং ব্যভীচারী তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যাক্ষ করে।" (সূরা নূরঃ ২)

ব্যবীচার ব্যতীত কোন নির্দোষ নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দাতার জন্যও ইসলাম একশ বেত্রাঘাত করার শাস্তি নির্ধারণ করেছে, যাকে অপবাদের শাস্তি বালা হয়। এধরণের অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং ফেতনাবাজ লোকদেরকে আরো হেয় করার জন্য এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ “যারা সতী -সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, তারাই সত্য-ত্যাগী।” (সূরা নূরঃ ৪)

নোটঃ বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভীচার করলে তার শাস্তি পাথর মেরে তাকে হত্যা করা, যার বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থঃ বিয়ের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত

বিয়ের পর শ্রেণীগত দিক থেকে মানুষের মধ্যে তৃপ্তি, সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সন্তুষ্টি আসা উচিত, আর এর সীমাবদ্ধতাও স্বামী -স্ত্রীর পরস্পরের অন্তরঙ্গতার উপর নির্ভর করে, তাই এ স্তরেও ইসলাম উভয়ের যৌন চাহিদাকে বিপথগামী করা থেকে বাঁচানোর জন্য পরিপূর্ণভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর জন্য ইসলামী দিক নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপঃ

১) স্বামীর যৌন চাহিদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনঃ

নারীকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন তার স্বামীর যৌন কামনা পূরণের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে এবং তার কামনা পূরণ করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য ডাকবে তখন সে যদি তা প্রত্যাখাণ করে, তাহলে ঐ সত্বা যিনি আকাশে আছেন তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন যতক্ষণ না তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। (মুসলিম)

ইসলাম স্ত্রীকে তার স্বামীর যৌন চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, যদি নারী কোন নফল রোযা রাখতে চায় তাহলে সে তার স্বামীর অনুমতিক্রমে তা রাখবে। (বোখারী)

২ - বিয়ের অনুমতিঃ

যেহেতু ইসলাম সর্বাবস্থায় সমাজ থেকে উন্মুক্ত যৌন চর্চারোধ করতে চায় তাই পুরুষদেরকে সুযোগ অনুযায়ী এক সাথে চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

“আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, এতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের মন মত দু'টি, তিনটি ও চারটি বিয়ে কর, কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ন্যায় বিচার করতে পারবে না তবে মাত্র একটি অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী) এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী। (সূরা নিসাঃ ৩)

তাহলে ইসলামে এটা গ্রহণযোগ্য যে, ন্যায় পরায়নতা ঠিক রেখে কোন ব্যক্তি দু'টি এমনকি চার জন মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, কিন্তু এটা মোটেও গ্রহণ যোগ্য নয় যে, পুরুষরা গাইর মাহরাম নারীদের সাথে গোপনে একে অপরের প্রতি আশক্ত হবে, গাইর মাহরাম নারীদের সাথে মনের আদান প্রদান করবে, বা তাদের প্রতি চোখ রাখবে, না এটা গ্রহণ যোগ্য যে, তারা বিউটি পার্লারে যাবে, মিনা বাজারে যাবে, নৃত্যশলার রওনাক বৃদ্ধি করবে, না এটা গ্রহণ যোগ্য যে, পুরুষরা নাইট ক্লাবে যাবে, পতিতালয়ে যাবে, বেশ্যাদের আস্তানাকে আবাদ করবে, না এটা গ্রহণ যোগ্য যে, সমাজে নাবালেগ বাচ্চারা যৌনতার শিকার হবে, ব্যাভীচার ব্যাপকতা লাভ করবে এবং এমন জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যাদের মায়ের বা বাপের কোন পরিচয় থাকবে না!

একাধিক বিয়ের ব্যাপারে আমরা এখানে একথাও আলোচনা করা জরুরী মনে করছি যে, ভারত উপমহাদেশে আদি প্রথা এবং সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী আজও দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত ঘৃণা এবং খারাপ চোখে দেখা হয়, এমনকি কোন কোন সময় প্রয়োজনেও যেমনঃ প্রথম স্ত্রী কোন স্থায়ী রোগে আক্রান্ত, বা সন্তান হয়না ইত্যাদি কারণ থাকা সত্বেও পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা ঘৃণার কাজ বলে মনে করা হয়, এ প্রথার আলোকে পাকিস্তান সরকার এ নিয়ম চালু করে রেখেছে যে, পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিয়ের পূর্বে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে, যা সরাসরি ইসলাম বিরোধী, ইসলামে দ্বিতীয়, তৃতীয়, বা চতুর্থ বিয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়নতা রক্ষা করা ব্যতীত আর কোন শর্ত নেই। আর এর কল্যাণ এবং হিকমতের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানাবলীর ব্যাপারে অন্তরে কোন অসন্তুষ্টি বা খারাপ অনুভব হলে এ ভয় করা উচিত যে, না জানি এ কারণে জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্র বাণীঃ "এটা এজন্য যে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, সুতরাং আল্লাহ্ তাদের আমল নিষ্ফল করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মদ-৯)

৩- স্বামীর সামনে গাইর মাহরাম নারীর কথা স্মরণ করা নিষেধঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ কোন নারী অন্য কোন নারীর সামনে এমনভাবে খোলামেলা থাকবে না যে, সে ফেরত গিয়ে তার স্বামীর সামনে তা হুবহু বর্ণনা করতে পারে। (বোখারী)

৪ -স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা অন্যের সামনে প্রকাশ করা নিষেধঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে খারাপ লোক সে হবে যে, তার স্ত্রীর নিকট যায় এবং তার স্ত্রী তার নিকট আসে, আর সে তার স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়সমূহ অন্যের নিকট পেশ করে। (মুসলিম)

৫ - স্বামীর আত্নীয়দের সাথে পর্দা করার বিধানঃ

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবাগণকে উপদেশ করলেন যে, "মহিলাদের নিকট একা একা যাবে না" এক সাহাবী জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্বামীর আত্মীয়দের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বললেনঃ তারাতো মৃত্যু তুল্য। (মুসলিম)

উল্লেখ্যঃ স্বামীর আত্মীয় বলতে তার আপন ভাই ছাড়াও অন্যান্য নিকট আত্মীয় যেমন ঃ চাচাতো, ফুফাতো খালাতো, মামাতো ভাইও এর অন্তর্ভুক্ত।

৬ - শেষ অবলম্বনঃ

যে ব্যক্তি বিয়ে করা সত্বেও ব্যভিচারের মত অপকর্মে লিপ্ত হয় তার জন্য ইসলাম বাস্তবে এমন কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে যে, তা অন্যের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা। যারা তা অবলোকন করে তারা ব্যভিচারের কল্পনাও করতে পারে না। মূলত ইসলাম এ কঠিন শাস্তি পাথর মেরে হত্যার ব্যবস্থা এজন্যই নির্ধারণ করেছে যে, দু'এক জন পাপিষ্ঠকে ঐ শাস্তি দিয়ে সমগ্র সমাজকে পরিপূর্ণ রূপে পরিচ্ছন্ন করা হয়।

সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছে যে যার উপর আমল করে শুধু যৌন আকর্ষণই বা নারী পুরুষের শ্রেণীগত আকর্ষণ বিস্তার রোধই নয়; বরং নারীদের প্রতি সংগঠিত যুলম এবং বাড়াবাড়িকে নির্মূল করে তাকে উপযুক্ত সম্মানও দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ব্যক্তিগতও সামাজিকভাবে একনিষ্ঠভাবে কিতাব ও সুন্নাতের বিধান মোতাবেক আমল না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমাজ এসমস্ত সামাজিক সমস্যার আগুনে জ্বলতেই থাকবে। ঐ আগুন নির্বাপিত করার একটি মাত্র রাস্তাই আছে, আর তাহল অবনত মস্তকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে নেয়া।

প্রিয় পাঠক পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পাশ্চাত্যসমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এখানে এক নজরে দু'টি সংস্কৃতির তুলনামূলক পার্থক্য দেখানো হলঃ

ক্রমিক	সামাজিক রেওয়াজ	পাশ্চাত্য	ইসলাম
১	বিয়ে	পুরুষের গোলামী	সুন্নাতের অনুসরণ/বংশ বিস্তার
২	স্বামীর অনুসরণ	নারী স্বাধীনতায় বাধা	ওয়াজিব
৩	পরিবারে স্বামীর অবস্থান	স্ত্রীর সমান সমান	পরিবারের প্রধানকর্তা
৪	ঘরের দায়িত্ব	কাজের মেয়ের ন্যায়	নারীর দায়িত্ব
৫	জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ভূমিকা	পুরুষের ন্যায় নারীও দায়িত্বশীল	শুধু পুরুষই দায়িত্বশীল
৬	নারীর কর্ম ক্ষেত্র	পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে	শুধু ঘরের মধ্যে
৭	একাধিক স্ত্রী	হাস্যকর বিষয়	চারটি পর্যন্ত বৈধ
৮	মেয়ে বান্ধবী/ছেলে বন্ধু	জীবনের অংশ	একেবারেই নিষিদ্ধ
৯	ঘরোয়া পর্দা	কল্পনাই করা যায় না	মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তবে হাত ও চেহারা ব্যতীত
১০	ঘরের বাহিরে পর্দা	বর্বরতা তুল্য	সম্ভ্রম রক্ষার নিদর্শন
১১	উলঙ্গপনা	সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ	বর্বর প্রথা
১২	নারী পুরুষের সংমিশ্রণ	সামাজিক কর্ম কান্ডের অংশ বিশেষ	একেবারেই নিষিদ্ধ
১৩	ব্যভীচার	আনন্দ উপভোগ এবং মনরঞ্জন	একেবারেই নিষিদ্ধ
১৪	মদ	জীবনের অংশবিশেষ	একেবারেই নিষিদ্ধ
১৫	জারজ সন্তান	বৈধ সন্তানের চেয়ে মর্যাদাবান	জীবনভর লজ্জিত হওয়ার কারণ
১৬	সন্তান লালন পালন	আনন্দ উপভোগের প্রধান বাধা	পিতা-মাতার নৈতিক দায়িত্ব
১৭	পিতা-মাতার সেবা	বৃদ্ধাশ্রম	একটি এবাদত এবং সৌভাগ্য
১৮	ত্বালাক	পুরুষের ন্যায় নারীও দিতে পারবে	শুধু পুরুষ দিতে পারবে

উপরের ছক দেখে একথা অনুভব করা মোটেও কষ্ট কর নয় যে, দু'টি সংস্কৃতি একটি আরেকটির বিপরীত, উভয়ের মাঝে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব, যে বিষয়টি একটি সংস্কৃতিতে ভাল বলে মনে করা হয় অন্য সংস্কৃতিতে তাকে খারপ মনে করা হয়, যে বিষয়টি একটি সংস্কৃতিতে সভ্যতা বলে মনে করা হয়, অন্য সংস্কৃতিতে তাকে বর্বরতা বলে বিবেচনা করা হয়।

পাশ্চাত্যবাসীদের স্বীকৃতিঃ

মুসলমানদের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে ইতিবাচক মত দেয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়, যে এটা তাদের ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়।

নিচে আমরা এমন কিছু ব্যক্তির অভিমত পেশ করছি যারা জন্ম থেকেই পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় লালিত-পালিত হয়েছে, সেখানেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং আজীবন ঐ সমাজের অংশ হিসেবে থেকেছে, কিন্তু যখন তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে তখন তাদের কাছে এ ফল লাভ করা মোটেও কষ্ট কর বলে মনে হয়নাই যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই মূলত ঐ সমাজ ব্যবস্থা যেখানে মানুষের জন্য মুক্তি রয়েছে।

১- প্রিন্স চার্লেস এ সময়ে কোরআন কারীমের তাফসীরসহ অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থাবলী অধ্যায়নে ব্যস্ত আছেন। অধিকাংশ সময়ে মুসলমানদের দ্বীনি অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে তিনি মুসলমানদের নিকট আবেদন করছেন যে, ইসলামের চির সত্য শিক্ষাকে ব্যাপক করা হোক এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা আছে তা দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ১৯ মার্চ ১৯৯৬ইং লন্ডনের মোহাম্মদী পার্ক মসজিদে এক আলোচনায় তিনি ১:৩০ মিনিট ঘন্টা মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করেছেন।[৭৩]

উল্লেখ্যঃ প্রিন্স চার্লেস ১৯৯৩ইং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

২- অক্সফোর্ডের ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারে সাউথ আফ্রিকার নেতা নেলসন মেন্ডেলা আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ "ইসলাম পরিপূর্ণ রূপে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে একমাত্র জীবনাদর্শ"। আফ্রিকা মহাদেশে যারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করছে তারা ইসলামের কাছা কাছি হতে পারছে, যদি পাশ্চাত্যেও এ বিশ্বজনীন দ্বীনের ব্যাপারে গভীরভাবে গবেষণা করা হয়, তাহলে তাদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা আছে তা দূর হয়ে যাবে। আমি জোড়ালোভাবে বলছি যে, এখন এখানে (পাশ্চাত্যের) ইসলামের উজ্জলতা আস্তে আস্তে সুদৃঢ় হচ্ছে।[৭৪]

৩- মরক্কো নিযুক্ত জার্মানী রাষ্ট্রদূত ওয়েলফ্রেড ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামী শাস্তির উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে চুরীর শাস্তি হাত কাটা, হত্যার বিনিময়ে হত্যা, ব্যভীচারের

---

৭৩ - খবঁরে,৭ এপ্রিল ১৯৯৬ইং।

৭৪ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১৩ জুলাই, ১৯৯৭ইং।

শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মানবতার নিরাপত্তাকে স্থায়ী করার জন্য এ শাস্তির কোন বিকল্প নেই। [৭৫]

৪- প্রেসিডেন্ট নেকসনের সাবেক উপদেষ্টা ডেনিস ক্লার্ক একদা প্রেসিডেন্ট নেকসনকে পরামর্শ দিল যে, অ্যামেরিকার উচিত ইসলাম সম্পর্কে তার অবস্থানের গ্রহণ যোগ্য পরিবর্তন আনা, প্রেসিডেন্ট নেকসনকে একথা বলতে গিয়ে মিষ্টার ডেনিস নিজেই গ্রহণ যোগ্য পরিবর্তন আনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে পড়তে শুরু করল, যার ফলে সে মুসলমান হয়েছিল। [৭৬]

৫ - অ্যামেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের পৌত্র জর্জ আসফোন কে সংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বৈরুত, মরোক্ক, ইরিত্রিয়া, আফগানিস্তান ও বসনিয়ায় যেতে হয়, যেখানে তার মুসলমান সাংবাদিক ও ডাক্তারদের সাথে মিশতে হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়ের পর জর্জ আসফান কোরআ'ন মাজীদ অধ্যায়ন করতে শুরু করল, অধ্যায়নের পর সে একথা স্বীকার করল যে, "কোরআ'ন মাজীদ অধ্যায়নের পর আমার ঐ সমস্ত প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ উত্তর মিলেছে যে বিষয় গুলো নিয়ে আমি বহুদিন থেকে পেরেশান ছিলাম, যে সমস্ত উত্তর আমি ইঞ্জিল এবং তার পাদ্রীদের নিকট পাই নাই।"

কিছুদিন পর জর্জ আসফোন আমেরিকায় এক মুসলমানের মৃত্যুর পর তার দাফন কাফনে অংশ গ্রহণ করে এবং দাফন কাফন দেখে সে এতটা আবেগ আপ্লুত হয় যে, মৃত ব্যক্তির গোসল চলাকালে সে কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেয়। [৭৭]

৪-অ্যামেরিকান কংগ্রেস কমিটির সদস্য জেম মোর্ন বলেনঃ আমি আমার বাচ্চাদেরকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য দিয়েছি, দ্বীন ইসলামের প্রচারক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যে ইতিহাসে তাঁর কোন তুলনা মিলে না, কিন্তু আফসোসের বিষয় হল এই যে এ শিক্ষা গ্রহণ না করার দু'টি ওজুহাত রয়েছেঃ অমুসলিমদের উগ্রমনভাব এবং অমুসলিমদের নিকট এ দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতা। [৭৮]

৫- অ্যামেরিকান সাবেক অ্যাটর্নী জেনারেল রিমযেকালার্ক তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে একথা স্বীকার করেছে যে, ইসলাম পৃথিবীতে বর্ণনাতীত এক রূহানী ও আখলাকী শক্তি, অ্যামেরিকার জেলসমূহে হাজার হাজার পরিমাণ এমন বন্দী রয়েছে যাদের কোন বাড়ি-ঘর নেই, পিতা-মাতা নেই, শিক্ষা বঞ্চিত, সর্বপ্রকার অপকর্মই তাদের জীবনের বেঁচে থাকার মাধ্যম; কিন্তু এ সমস্ত বন্দীদেরকে যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন আশ্চার্য জনকভাবে তাদের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসে, প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, মানুষিক, শারীরিক এবং

---

৭৫ - জনগ,২ এপ্রিল,১৯৯২ইং।

৭৬ -জনগ ২৮ মে, ১৯৯৬ইয়ং।

৭৭ - আদদাওয়া, রিয়াদ, রবিউল আওয়াল, ১৪১৮হিঃ।

৭৮ - প্রগুক্ত, জুন, ১৯৯৬ইং।

নিয়মানুবর্তীতায়ও বর্ণনাতীত উন্নতি লাভ করে, জেলে কোন গন্ডগোল হলে তারাই ছুটে আসে তা মিট মাট করার জন্য।[৭৯]

৬- জাপানী নওমুসলিম "খাওলা লাকাতা" জাপানে দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করা সম্পর্কে বর্ণনাকরতে গিয়ে বলেনঃ "এ সময়ে অধিক পরিমানে জাপানী মেয়েরা ইসলাম গ্রহণ করছে, বৈরি পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান মেয়েরা মাথা ঢেকে রাখছে এবং তারা একথা স্বীকার করছে যে, তারা তাদের পর্দাশীল জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট এবং এতে তাদের ঈমান মযবুত হচ্ছে। আমি জন্মগত ভাবে মুসলমান নই, নামে মাত্র নারী স্বাধীনতা, নুতন জীবনের মনোলোভা এবং তৃপ্তীকর পদ্ধতিকে বিদায় জানিয়ে ইসলামী জীবন-যাপন পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছি। যদি এটা সত্য হয় যে, ইসলাম এমন একটি দ্বীন যা নারীদের প্রতি যুলম করছে, তাহলে আজ ইউরোপ, অ্যামেরিকা, জাপানসহ অন্যান্য দেশে বহুসংখ্যক মহিলা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে, হয়তবা তারা এ বিষয়ে একটু চোখ দিবে?[৮০]

উল্লেখিত ঘটনাবলী থেকে এবাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামের বিশ্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মানুষিকতা স্বভাব সম্মত, এ আলোকে চিন্তা ও চেতনাকে পরিচালিত করলে মানুষের মানবিক শক্তি মযবুত হয়। পাশ্চাত্যবাসীদের এ সমস্ত স্বীকারোক্তি এবং সাক্ষী ঈমানদারদের জন্য বিরাট একটি পাথেয়। আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, যখন অমুসলিমরা শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত কুফরীর অন্ধকারে ডুবে থেকে বিভ্রান্ত হয়ে মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের দিকে ফিরে আসতে চাচ্ছে, তখন হয়ত আমাদের বুদ্ধিজীবিরা এবং শিক্ষিত সমাজও এ বাস্তবতাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করার সুযোগ পাবে?

পিতা-মাতার সেবা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের) বাণীঃ "প্রত্যেক সন্তান ফিতরাত (ইসলামের উপর) জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী, নাসারা বা অগ্নি পুজক বানায়। (বোখারী)

এ হাদীস থেকে সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দেয়ার গুরুত্বের কথা অনুমান করা যায়, সন্তানদের শিক্ষা দিক্ষার ব্যাপারে সাধারণত পিতা-মাতার প্রতি গুরু দায়িত্ব তো থাকেই, কিন্তু এখানে আমরা শুধু পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা দিতে চাই।

ক) যৌবনকাল সম্পর্কে কিছু কথাঃ

যৌবনকালে উপনীত হওয়া ছেলে এবং মেয়েদেরকে এ বয়সের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অবগত করানো অত্যন্ত জরুরী। আমাদের দেশে (লিখকের) এ বিষয়ে দু'টি বিপরীতমূখী ধারা দেখা যায়।

৭৯ -তাকভীর, ৮ জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং।

৮০ -তরজমানুল কোরআ'ন (হিযাব কি আন্দার) মার্চ ১৯৯৭ইং।

১মঃ তারা যারা নিজের যুবক সন্তানের সামনে না নিজে এসমস্ত মাসায়েল(বিষয়) সম্পর্কে আলোচনা করতে পছন্দ করে, আর না বাচ্চাদের মুখে এধরনের আলোচনা শুনতে চায়।

২য়ঃ তারা যারা পাশ্চাত্য ধারায় স্কুলসমূহে নিয়ম তান্ত্রিকভাবে যৌন শিক্ষা প্রচলন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে থাকে।

এ উভয় পন্থার মধ্যেই অতিরিক্ততা এবং অতিরঞ্জন আছে। মধ্যম পন্থা হল যৌবনকালে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতা নিজেরাই সন্তানদেরকে এবয়সের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অবগত করাবে। অন্যথায় প্রচার মাধ্যম সংক্রান্ত ফেতনা রেডিও, টি.ভি, ভিসিয়ার, বাজারী নোভেল, অশ্লীলতা পূর্ণ দৈনিক, সাপ্তাহিক, অন্যান্য পত্র পত্রিকার সায়লাভ, অপরিপক্ক জ্ঞান এবং উঠতি যৌবনে উপনীত বাচ্চাদেরকে অতি সহজেই বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করবে।

উল্লেখ্যঃ কোন কোন সময়ের সামান্য অসতর্কতার মাশুল জীবনভর চেষ্টা করেও আদায় করা সম্ভব নাও হতে পারে।

সাহাবাগণ যৌবনকাল সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল, পবিত্রতা, নাপাকী, ফরজ গোসলের কারণ, হায়েজ (মাসিক), নেফাস, ইস্তেহাজা ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করত, আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু মাসআলা মাসায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কখনো লজ্জাবোধ করতেন না। আর না সাহাবাগণ এ ধরণের মাসআলা জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতেন, বরং কোন কোন সময় নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করে সাহাবাগণ মনের সন্দেহ দূর করতেন, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহিলা সাহাবীদের এ বিষয়টিকে প্রশংসা করেছেন যে, তারা তাদের ব্যক্তিগত মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা বোধ করতেন না। (মুসলিম)

খ) বিয়ের সময় মেয়েদের সন্তুষ্টিঃ

ইতিপূর্বে আমরা একথা স্পষ্ট করেছি যে, ইসলাম নারীদেরকেও পুরুষদের মত নিজের জীবন সাথী বাছাই করার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে(লিখকের) এ প্রচলন রয়েছে যেমন ছেলেদের পছন্দকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়, আবার কোন কোন সময় ছেলে নিজেও জিদ করে বা কোন না কোনভাবে নিজের পছন্দকেই মেনে নেয়ার জন্য পিতা-মাতাকে বাধ্য করে। অথচ এর বিপরীতে মেয়েদের পছন্দ বা অপছন্দকে মোটেও মূল্যায়ন করা হয়না। স্বভাবগতভাবেও মেয়েদের মাঝে ছেলেদের তুলনায় লজ্জাবোধ বেশি, আর তারা তাদের পছন্দ বা অপছন্দকে প্রকাশ করতে পারে না, আবার কিছু আছে প্রাচ্যের প্রথা যে, এ ব্যাপারে মেয়েদের কোন অভিমত ব্যক্ত করা লজ্জহীনতার শামীল, আর পিতা-মাতা নিজের মেয়েদের ব্যাপারে এ ধারণা রাখে যে তারা মেয়ের জন্য যেখানেই সম্পর্ক স্থাপন করবে তারা সেখানেই মুখ বন্ধ করে চলে যাবে। ইসলামের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়, মেয়েদের অসন্তুষ্টিতে সংঘঠিত বিয়ে সম্পর্কে রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেয়েদেরকে এ এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তারা চাইলে ঐ বিয়ে ঠিক রাখতে পারবে, আর অপছন্দ করলে ঐ সম্পর্ক ছিন্নও করতে পারবে। (আবুদাউদ)

তাই বিয়ের পূর্বে ছেলেদের মত মেয়েদেরকেও নিজের পছন্দ বা অপছন্দের কথা ব্যক্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। আর পিতা-মাতা যদি কোন কারণে মেয়ের পছন্দকে অনুপযুক্ত বলে মনে করে তাহলে তারা তার ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে তার মতের পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারবে, কিন্তু তার অসন্তুষ্টিতে জোরপূর্বক কোথাও বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে না। এটা শুধু ইসলামের দৃষ্টিতেই অবৈধ নয়; বরং পার্থিব দিক থেকেও তার ফলাফল অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু হতে পারে।

গ) সমতাহীন সম্পর্কঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীঃ চারটি বিষয়ে খেয়াল রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করতে হবে, তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য, দ্বীনদারী, তোমার হাত ধূলায় ধূলণ্ঠিত হোক দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করে সফল কাম হও। (বোখারী)

এ হাদীসে স্পষ্ট করে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সম্পর্ক স্থাপন করার সময় অবশ্যই দ্বীন দারীর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ভাল বংশ, সুন্দর চেহারা, ভাল অবস্থা সম্পন্ন কিনা তা দেখা ইসলামে নিষেধও নয় আবার দোষনীয়ও নয়। যদি এর সবগুলো বিষয় সহজে মিলে যায় বা তার কিছু, তাহলে তো খুবই ভাল; কিন্তু ইসলাম যে দিকটিকে এসবগুলো বিষয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে বলে তাহল দ্বীন দারী।

দূর্ভাগ্য বসত যখন থেকে অর্থের লোভ মানুষের মধ্যে এসেছে তখন থেকে কত দ্বীনদার পরিবার এমন রয়েছে, যারা তাদের মেয়েদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, উপযুক্ত পরিবেশে রেখে তাদের লালন-পালন করে; কিন্তু বিয়ের সময় পার্থিব লোভে পড়ে গিয়ে মেয়ের ভাল ভবিষ্যতের মোহে বে-দ্বীন বা বেদআতী বা কোন মুশরিক ছেলের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয় এবং মনে করে যে, মেয়ে নুতন ঘরে গিয়ে সে অবস্থার পরিবর্তন করে ফেলবে, কোন কোন সাহসী, সৎপথ অবলম্বনকারী, সুভাগ্যবান নারীর উদাহরণকে অস্বীকার করা যায়না, কিন্তু সাধারণ বাস্তবতা এটাই বলে যে, এ ধরণের মেয়েদেরকে পরে বহু পেরেশানে পড়তে হয়, স্বয়ং পিত-মাতাও আজীবন হাত তুলে ভাল হওয়ার জন্য দুয়া করতে থাকে, তাই আমাদেরকে এ বাস্তবতা ভুলা ঠিক হবে না যে আল্লাহ্ মেয়েদের মেজাজকে এমন করেছেন যে তারা তাদের কর্ম কান্ডে অন্যকে কাবু না করে নিজেরা অন্যের কর্ম কান্ডে কাবু হয়ে যায়। একারণেই আহলে কিতাব (ইহুদী নাসারা)দের মেয়েদের সাথে বিবাহকে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে বিয়ে দেয়া বৈধ নয়। কমপক্ষে দ্বীনদার পরিবারের লোকদের উচিত কোনভাবেই যেন তারা দ্বীন দারীতে সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা, কোন অবস্থায় তাতে কোন অবহেলা করা যাবে না। সম্পর্ক স্থাপনের সময় একথাও মাথায় রাখা উচিত যে, নেককার লোকদের এ বিয়ে কিয়ামতের দিন জান্নাতের স্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তি হবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রী মধ্যে একজন যদি তাওহীদ বাদী, নেককার, মোত্তাকী হয়, আর অপর জন তার উল্টা হয় তাহলে দুনিয়াতে সম্পর্ক থাকলেও পরকালে এ

সম্পর্ক থাকবে না। জান্নাতী নারী বা পুরুষের অন্য কোন তাওহীদ বাদী, নেককার নারী বা পুরুষের সাথে বিয়ে হয়ে যাবে, তাই বিয়ের সময় আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ স্মরণ রাখা উচিত যে,

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾

(سورة النور: ٢٦)

অর্থঃ "দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্র নারীর জন্য।" (সূরা নূরঃ ২৬)

ঘ) জাহিয প্রথাঃ

জাহিয কথাটি 'জাহায' শব্দ থেকে, যার অর্থ জিনিসপত্র প্রস্তুত করা, ওখান থেকেই 'তাজহিয' অর্থৎঃ যা মৃত ব্যক্তির দাফান কাফন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার জন্য জিনিস পত্র প্রস্তুত করা, আর জাহিয বলা হয় ঐ সমস্ত জিনিসকে যা বরকনের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়, পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে আপনি পড়েছেন যে, পারিবারিক নিয়মে আল্লাহ্ পুরুষকে কতৃত্বশীল করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে পুরুষ তার পরিবারে স্বীয় সম্পদ খরচ করে। (সূরা নিসাঃ ৩৩)।

যার অর্থঃ বিয়ের পর প্রথম দিন থেকে ঘর প্রস্তুত করা এবং তা পরিচালনা করার সমস্ত ব্যয় ভার পুরুষের দায়িত্বে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বামী স্ত্রীর অধিকার নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেনঃ এ বিষয়টি স্ত্রীর অধিকারের অর্ন্তভুক্ত করেছেন যে, স্ত্রীর ব্যয় ভার সর্বাবস্থায় স্বামীর উপর, স্ত্রী যতই সম্পদশালী হোকনা কেন। (এ গ্রন্থের বিধবার অধিকার অধ্যায় দ্রঃ)

বিয়ের সময় ইসলাম পুরুষের প্রতি এ কাজ ফরয করেছে যে, সে তার সাধ্যমত মোহর নির্ধারণ করবে এবং তা আদায় করবে, এটা ঐ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর ব্যয় ভার বহন করা স্বামীর দায়িত্ব, স্বামীর ব্যয় ভার বহন করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়।

যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলাম ঐ মূলনীতি সামনে রেখেছে যে, স্বামী যেহেতু আইনগত ভাবে স্ত্রীর ব্যয় ভার বহন করে তাই সামর্থবান স্বামী স্বীয় স্ত্রীর যাকাত আদায় করবে না, এমনিভাবে সামর্থবান স্ত্রী তার স্বামীকে এজন্য যাকাত দিতে পারবে যেহেতু সে নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর খরচ বহনের অধিকার রাখে না। (বোখারী, বাবুয্‌যাকা আলা যাওয)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের চার জন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এদের মধ্যে উম্মু কুলসুম এবং রুকাইয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বিয়ের কোন উপহার দেন নাই, তবে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি হার দিয়েছিলেন, যা বদরের যুদ্ধে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় স্বামী আবুল আসের মুক্তিপণ হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিল, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণের সাথে পরামর্শক্রমে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মোহর হিসেবে একটি ঢাল দিয়েছিল, যা বিক্রি করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতেমা

(রাযিয়াল্লাহু আনহার) ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যেমনঃ পানির পাত্র, বালিশ, একটি চাদর ইত্যাদি কিনে দিয়েছিলেন, তাঁর এ উত্তম আদর্শ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি অস্বচ্ছল বা গরীব হয়, তাহলে স্ত্রীর পিতা-মাতা সাধ্য অনুযায়ী নিজের কন্যাকে সাহায্য করতে গিয়ে ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিতে পারবে।

বর্তমানে যেভাবে বিয়ের পূর্বে যৌতুক দাবী করা হয় এবং বিয়ের সময় যেভাবে তা পেশ করা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (سورة لقمان: ١٨)

অর্থাৎ "আল্লাহ্ কোন উদ্ধত এবং অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লোকমানঃ ১৮)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি দুটি চাদর পরিধান করে অহংকারের সাথে চলতেছিল, আর মনভরে স্বীয় পোশাকের ব্যাপারে অহংকার করতে ছিল, আল্লাহ্ তাকে পৃথিবীতে ধ্বসিয়ে দিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সে ধ্বসতে থাকবে।[৮১]

পিতার ইচ্ছা ও আগ্রহ বিরোধী জোরপূর্বক তাদের নিকট যৌতুক দাবী করা নিঃসন্দেহে তা অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেছেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

(سورة النساء:٢٩)

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পর সম্মতি ক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করবে না"।(সূরা নিসা-২৯)

তাই কেউ যদি জোরপূর্বক যৌতুক দাবী করে তাহলে এ আয়াতের আলোকে সে স্পষ্ট হারামে নিপতিত হল, যা ফেরত দিতে হবে অথবা ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন, কোন মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, মর্যাদা, বিনষ্ট করা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- "অত্যাচার কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর জন্য অন্ধকারে রূপ নিবে।" (বোখারী ও মুসলিম)

৮১ - সহী মুসলিম,কিতাবুল লিবাস,বাব তাহরীম তাবাখতুর ফিল মাসি।

মেয়ের পিতা-মাতার কাছ থেকে জোরপূর্বক যৌতুক স্পষ্ট যুলম, এধরণের যুলমকারীদের ভয় করা উচিত যে দুনিয়ার এ সামান্য লোভের কারণে পরকালে বড় ধরনের কোন ক্ষতিতে রূপ না নেয়।

যেখানে অধিকার আদায় করা হবে আমলের বিনিময়ে, সম্পদের বিনিময়ে নয়। কোরআ'ন ও হাদীসের এসমস্ত বিধি-বিধান ছাড়াও যৌতুকের দুনিয়াবী যে সমস্ত ক্ষতিকর দিক আছে তা গুণে শেষ করা কঠিন। গরীব পিতা-মাতা যারা এক মেয়ের যৌতুক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না তাদের যদি তিন বা চার জন মেয়ে জন্ম নেয়, তাহলে তা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, পিতা-মাতার ঘুম হারাম হয়ে যায়, পিতা-মাতা ঋন করে যৌতুক দিতে চায়, আর ঐ বিয়ে যা ইসলাম দু'টি পরিবারের মাঝে ভালবাসা ও আন্তরিকতার কারণ করতে চেয়েছে তা পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে, ঐ মেয়ে যাদের লালন-পালন করলে এবং ভাল বিয়ের ব্যবস্থা করলে তারা তাদের পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম থেকে বাধাদান কারীনি হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সমাজের এ কুপ্রথার কারণে তা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মেয়েরা পিতা-মাতার জন্য অতিরিক্ত চাপ বলে মনে হয়। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানে এক কোটিরও অধিক মেয়ে বিয়ের অপেক্ষায় আছে। যাদের মধ্যে ৪০ লক্ষ নারীর বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। পিত-মাতা স্বীয় মেয়ের হাতে হলুদ মাখার অপেক্ষায় থেকে থেকে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। [৮২]

যারা অধিক পরিমাণে যৌতুক দেয়ার ক্ষমতা রাখে তারা অধিক পরিমাণে যৌতুক না দিয়ে তাদের সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর কাছ থেকে মোহর বৃদ্ধি করে লিখিয়ে নিচ্ছে, আর মনে করে যে এতে করে তার মেয়ের ভবিষ্যত ভাল হবে, অথচ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল আন্তরিকাত, ভালবাসা, বিশ্বাস এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান হওয়া। তা যদি না হয় তাহলে কোটি কোটি জোড়া অলংকার তাদের এসম্পর্ককে মজবুত করার বিকল্প হতে পারে না। আর তা যদি হয় তাহলে অভাবী পরিবারের দিন আনা দিন খাওয়া অবস্থাও তাদের এ সম্পর্ককে দুর্বল করতে পারবে না। অধিক পরিমাণে যৌতুক দেয়া এবং অধিক পরিমাণে মোহর লিখানো স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ককে মজবুত করবে না বরং উভয়ের সম্পর্কের মাঝে বিপদও চলে আসে যা ভবিষ্যতের জন্য পেরেশানীর কারণ হয়।

যৌতুকের এ কুপ্রথার ব্যাপারে মুসলমানদের এদিক নিয়েও চিন্তা করা প্রয়োজন যে, হিন্দুদের মাঝে মেয়েকে উত্তরাধিকারের অংশ দেয়ার বিধান নেই। তাই তারা বিয়ের সময় যৌতুক আকারে নিজের মেয়েকে অধিক পরিমাণে জিনিসপত্র দিয়ে ঐ কমতির মেকাপ করতে চায়। হিন্দুদের দেখা দেখি মুসলমানরাও শুধু যৌতুকের বেলাই নয়; বরং উত্তরাধিকারীর অংশের ব্যাপারেও তাদের নিয়ম পালন করতে শুরু করেছে। অনেক লোক মেয়েদেরকে যৌতুক দেয়ার পর একথা

৮২ -উর্দূ নিউজ, ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৬ইং।

মনে করে যে তাকে তার উত্তরাধিকারের অংশও দিয়ে দেয়া হল, অথচ এটা পরিষ্কার ইসলাম বিরোধিতা এবং কাফেরদের অনুসরণ করা, যা মুসলমানদের জন্য সর্বাবস্থায়ই নিষেধ।

আমরা ছেলেদের পিতা-মাতাদের নিকট এ আবেদন রাখতে চাই যে, সমাজ থেকে এ ভয়ানক প্রথাকে উঠানোর জন্য প্রথম প্রদক্ষেপ রাখতে পারে তারাই এবং তাদেরই এভূমিকা পালন করা উচিত। এটা অসম্ভব নয় যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌতুক প্রথা উঠানোর জন্য যুদ্ধ ঘোষণা কারীদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের বিশেষ অনুগ্রহে অনুগ্রহ করবেন। আর এটাও অসম্ভব নয় যে, জোর পূর্বক যৌতুক আদায় কারী পিতা-মাতা তাদের মেয়েদেরকে নিয়েও আগামী দিন বিপাকে পতিত হবে।

﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (سورة آل عمران : ١٤٠)

অর্থঃ "এবং এ দিবস সমূহকে আমি মানবগণের মাঝে পরিক্রমণ করাই।"(সূরা আল ইমরানঃ ১৪০)

বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আমাদের বাস্তব জীবনে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী হাদীসের বিশুদ্ধতা এবং মাসায়েলগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন আলেমগণের পরামর্শ নেয়ার জন্য চেষ্টা করেছি, এরপরও যদি আমার কোন ভুল থেকে থাকে তাহলে তা আমাকে অবগত করালে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। শুরুতে এ বইটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল প্রথমঃ বিয়ের মাসায়েল ২য় ত্বালাকের মাসায়েল, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কারণে এ উভয় ভাগকে পৃথক গ্রন্থ হিসেবে লিখতে হল, আশা করছি এতে এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ্।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য সাথীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা অত্যন্ত খোলামন নিয়ে এ কিতাব প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহযোগীতা করেছেন এবং আল্লাহ্র নিকট দুয়া করি যে তিনি যেন তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেন আমীন!

"হে আমাদের রব আমাদের শ্রমকে কবুল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী এবং মহাজ্ঞানী, আমাদের প্রতি দয়া কর, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী এবং দয়াকারী।

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

কিং সউদ ইউনিভার্সিটি

রিয়াদ, সৌদী আরব

১২ জিলকাদ ১৪২৭ হিঃ

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾

(سورة الطلاق :١)

অর্থঃ "এগুলো আল্লাহ্‌র বিধান, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজের উপরই অত্যাচার করে।"

(সূরা ত্বালাক-১)

النية
নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা-১ঃ আমল (ইবাদত) সঠিক হওয়া না হওয়া নির্ভর করে নিয়তের উপর।

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه (رواه البخارى)

অর্থঃ "উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ সমস্ত কাজ (সঠিক হওয়া বা না হওয়া) নির্ভর করে নিয়তের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে, তাই যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত (এক দেশ থেকে অন্য দেশে গেল) করল সে দুনিয়া লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করল সে ঐ নারীকেই পাবে। অতএব প্রত্যেক হিযরতকারী তাই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।" (বোখারী)[৮৩]

---

৮৩ -যোবাইদী লিখিত মোখতাসার সহীহ বোখারী হাদীস নং-১।

فضل النكاح

বিয়ের ফযিলত

মাসআলা ২ঃ বিয়ে মানুষের মাঝে লজ্জা শরম বৃদ্ধি করেঃ

عن عبد الله (رضى الله عنه) قال قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء(رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেনঃ হে যুব সমাজ ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে দৃষ্টি শক্তিকে সংযত রাখে, লজ্জাস্থানকে ব্যভিচার থেকে সংরক্ষণ করে। আর যে ব্যক্তি (স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে কেননা রোযা তার মনের কুকামনাকে নষ্ট করে দেয়।" (মুসলিম)[৮৪]

মাসআলা ৪ঃ বিয়ে মানুষকে অবৈধ যৌনচার এবং শয়তানের কু প্রবঞ্চনা থেকে সংরক্ষণ করেঃ

عن جابر رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت فى قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها فان ذلك يرد مافى نفسه(رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারো নিকট অন্য কোন নারীকে দেখে মনে দুর্বলতা আসবে এবং তাকে নিয়ে মনে কোন কামনা জাগবে, তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট ফিরে আসে এবং তার সাথে মিলা মেশা করে, এরূপ করলে তার অন্তর থেকে ঐ মেয়ের কল্পনা দূর হয়ে যাবে। (মুসলিম)[৮৫]

عن جابر(رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ان المرأة اذا اقبلت اقبلت فى صورة شيطان فاذا راى احدكم امرأة فاعجبته فليأت اهله فان معها مثل الذى معها(رواه الترمذى)

অর্থঃ "জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন কোন নারী সামনে পড়ে, তখন সে শয়তানের আকৃতিতে আসে,

---

৮৪ -কিতাবুন নিকাহ,বাব ইস্তেহবাব নিকাহ।

৮৫ -কিতাবুন নিকাহ,বাব মান রায়া ইমরাআতান ফাওকায়াত।

তাই তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন নারীকে দেখে এবং তাকে তার পছন্দ হয়, তখন যেন সে তার স্ত্রীর নিকট ফিরে আসে, কেননা তার স্ত্রীর মাঝেও ঐ জিনিস আছে যা ঐ মেয়ের মাঝে আছে।" (তিরমিযী)[৮৬]

মাসআলা ৫ঃ বিয়ে নর ও নারীর মাঝে ভালবাসা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم نر للمتحابين مثل النكاح (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দু'জন প্রেমিকের মাঝে ভালবাসাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিয়ের চেয়ে শক্তিশালী আর কোন মাধ্যম আমি দেখি নাই। (ইবনু মাযা)[৮৭]

মাসআলা ৬ঃ বিয়ে মানুষের জন্য আরাম এবং শান্তির কারণঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حبب الى النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة (رواه النسائى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার নিকট নারী ও সুগন্ধিকে পছন্দনীয় করে তোলা হয়েছে, আর নামাযে রয়েছে আমার চোখের তৃপ্তি।" (নাসায়ী)[৮৮]

মাসআলা ৭ঃ বিয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فى النصف الباقى (رواه البيهقى)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃযখন কোন ব্যক্তি বিয়ে করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করল, অতএব তার উচিত বাকী অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলা।" (বাইহাকী)[৮৯]

৮৬ - আরবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, ১ম খণ্ড হাদীস নং-৯২৫।

৮৭ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৪৭৯।

৮৮ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৩৬৮১।

৮৯ - আলবানী লিখিত মেশকাত আল মাসাবীহ, কিতাবুন নিকাহ, আলফাসলুস সালেস।

মাসআলা-৮ঃ যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেনঃ

عن ابى هريرة(رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ثلاثة حق على الله عزوجل عونهم المكاتب الذى يريد الاداء، والناكح الذى يريد العفاف، والمجاهد فى سبيل الله (رواه النسائى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্র দায়িত্ব, (১) ঐ ক্রীতদাস যে তার মালিকের সাথে মুক্তির ব্যাপারে চুক্তি বদ্ধ হয়েছে এবং সে ঐ চুক্তি পূর্ণ করার নিয়ত রাখে(২) পাপ থেকে বাঁচার নিয়তে বিয়ে কারী (৩) আল্লাহ্র পথে জিহাদ কারী। (নাসায়ী)[৯০]

মাসআলা-৯ঃ বিয়ে মানুষের বংশধারা বিস্তারের একটি মাধ্যমঃ

মাসআলা-১০ঃ কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতের আধিক্য নিয়ে অন্য নবীদের উপর গৌরব করবেনঃ

عن معقل بن يسار (رضى الله عنه) قال جاء رجل الى النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال: انى اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد، افاتزوجها؟ قال:لا ثم اتاه الثانية فنهاه، ثم اتاه الثالثة فقال: تزوجو الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم (رواه ابوداود)

অর্থঃ "মা'কাল বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ একজন সুন্দরী এবং ভাল বংশের মেয়ে আছে, কিন্তু তার সন্তান হয়না, আমি কি তাকে বিয়ে করব? তিনি বললেনঃ না কর না। এর পর সে দ্বিতীয় বার আসল, তখনও তিনি বললেনঃ না করনা, এর পর তৃতীয় বার অনুমতি নেয়ার জন্য আসল, তখন তিনি বললেনঃ ভালবাসা পরায়ন এবং বেশি সন্তান প্রসবকারীনি নারী দেখে বিয়ে কর, কেননা আমি কিয়েমতের দিন অন্যান্য নবীদের সামনে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করব।" (আহমদ, ত্বাবারানী)[৯১]

***

৯০ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খঃ ১, হাদীস নং-৩০১৭।

৯১ - আলবানী লিখিত আদাবুযযুফাফ, পৃঃ৮৯।

اهمية النكاح

বিয়ের গুরুত্ব

মাসআলা-১১ঃ বিয়ে ত্যাগকারী বিয়ের সোয়াব থেকে বঞ্চিত থাকেঃ

عن انس(رضى الله عنه) ان نفرا من اصحاب النبى سالوا ازواج النبى (صلى الله عليه وسلم) عن عمله فى السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على الفراش فحمد الله واثنى عليه فقال: ما بال اقوام قال كذا وكذا لكنى اصلى وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু সাহাবী এসে তাঁর স্ত্রীগণকে তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, (উত্তর শুনে) তাদের একজন বললঃ আমি কোন মেয়েকে বিয়ে করব না, কেউ বললঃ আমি মাংস খাব না, কেউ বললঃ আমি বিছানায় শুবনা। একথা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে পারলেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এর পর বললেনঃ তাদের কি হয়েছে, যারা এমন এমন কথা বললঃ অথচ আমি রাতে উঠে নফল নামায আদায় করি, আবার বিছানায় শুয়ে আরামও করি, নফল রোযাও রাখি, আবার নফল রোযা রাখা থেকে বিরতও থাকি, বিয়েও করেছি, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার উম্মত নয়।" (মুসলিম)[৯২]

মাসআলা-১২ঃ দ্বীন দার ও চরিত্রবান আত্মীয় পাওয়ার পর তাদের সাথে বিয়ের বন্ধন স্থাপন না করলে তার প্রতিফল ঘটবে জোরপূর্বক ফিতনা ফাসাদে পতিত হওয়াঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد عريض (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন এমন ব্যক্তি তোমাদের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিবে, যার দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমারা সন্তুষ্ট, তখন তার সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।"(তিরমিযী)[৯৩]

---

৯২ -কিতাবুন নিকাহ, বাব ইস্তেহবাব লিমান ইসত্তাতা।

৯৩ -আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান তিরমিযী, খঃ১, হাদীস নং-৮৬৫।

মাসআলা-১৩ঃ বিয়ে না করলে পাপে নিপতিত হওয়ার আশংকা রয়েছেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৩নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৪ঃ বিয়ে ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হবে নাঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৭ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

انواع النكاح

বিয়ের প্রকারসমূহ

মাসআলা-১৫ঃ বিভিন্ন প্রকারের বিয়ে আছে যেমন– (১) সুন্নাতী বিয়ে (২) শিগার বিয়ে (৩) হালালা বিয়ে (৪) মোতা বিয়ে।

১- সুন্নাতী বিয়ে

মাসআলা-১৬ঃ অভিভাবকের তত্বাবধানে আজীবন জীবন -যাপনের নিয়তে বিয়ে হওয়াকে সুন্নাতী বিয়ে বলা হয়ঃ

মাসআলা-১৭ঃ নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সাথে সর্ব প্রকার মেলা-মেশা হারামঃ

মাসআলা-১৮ঃ নারীর জন্য এক সাথে একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারামঃ

عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) قالت ان النكاح فى الجاهلية كان على اربعة انحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامراته: اذا طهرت من طمثها ارسلى الى فلان فاستبضعى منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذالك الرجل الذى تستبضعى منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذالك الرجل الذى تستبضعى منه فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب وانما يفعل ذالك رغبة فى نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون المرأة كلهم يصيبها فاذا حملت ووضعت ومر ليال بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم فلم يستطيع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوها عندها ، تقول لهم قد عرفتم الذى كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمى من احببت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع ان يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: ان يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما لمن ارادهن، دخل عليهن فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم الحقوا ولدها

بالذى يرون فالتاطته به و دعى ابنه لا يمتنع من ذالك، فلما بعث محمد (صلى الله عليه وسلم) بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم (رواه البخارى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জাহেলিয়াতের যুগে বিয়ে চার প্রকার ছিল,

প্রথম পদ্ধতিঃ যা আজও চালু আছে, একজন পুরুষ অপর একজন পুরুষের নিকট (মেয়ের অভিভাবকের নিকট তার মেয়ে বা কোন আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিত, অভিভাবক মোহর নির্ধারণ করত এবং নিজের মেয়ে বা আত্মীয়ের মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিলঃ নারী যখন মাসিক থেকে পবিত্র হয়ে যেত তখন স্বামী তাকে বলত অমুক সুন্দর বাহাদুর ও ভাল বংশের পুরুষকে ডেকে তার সাথে জিনা কর, এরপর যতক্ষণ গর্ভধারণের আলামাত না দেখা যেত ততক্ষণ স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকত, গর্ভধারণের আলামত স্পষ্ট হলে স্বামী চাইলে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করত, এটা এজন্য করা হত যে, এতে ভাল বংশের সুন্দর সন্তান পয়দা হবে। এ বিয়েকে ইস্তেবজা বিয়ে বলা হত।

তৃতীয় প্রকার বিয়ে ছিলঃ দশজনের কম পুরুষ মিলে একজন মেয়ের সাথে ব্যভিচার করত, গর্ভধারণের পর যখন সে বাচ্চা প্রসব করত তখন কিছু দিন অতিক্রম হওয়ার পর ঐ মহিল ঐ সমস্ত পুরুষদেরকে ডাকত, যাদের সাথে সে ব্যভিচার করেছিল, এদের কারো জন্যই এ সুযোগ থাকতনা যে সে এ ডাকে সাড়া দেয়া থেকে বিরত থাকবে, যখন সমস্ত পুরুষরা একত্রি হয়ে যেত, তখন মহিলা তাদেরকে বলত "তোমরা যা করেছ তার ব্যাপারে তোমরা ভাল করেই অবগত আছ, এখন আমি এ বাচ্চা প্রসব করেছি হে অমুক এটা তোমার সন্তান" মেয়ে যাকে খুশী তার নাম নিত আর সন্তান আইনগতভাবে তারই হয়ে যেত, মেয়ে যার নাম নিত তাকেই ঐ সন্তান গ্রহণ করতে হত, অস্বীকার করার কোন সুযোগ ছিল না।

চতুর্থ পদ্ধতি ছিলঃ একজন মহিলার নিকট বহু পুরুষ আসা যাওয়া করত, সবাই তার সাথে জিনা করত, ঐ মহিলা কাউকেই নিষেধ করত না, এরা ছিল পতিতা, তারা পরিচয়ের জন্য বাড়িতে কোন পতাকা উড়িয়ে দিত.আর তা দেখে যার খুশি সে ব্যভিচারের জন্য তার কাছে আসত, এ নারী যখন গর্ভধারণ করত এবং বাচ্চা প্রসব করত, তখন কোন গণককে তাদের কাছে পাঠাত সে যে ব্যক্তিকে ঐ বাচ্চার পিতা হিসেবে চিহ্নি করত সেই বাচ্চার পিতা হিসেবে নির্ধারিত হত, আর ঐ পুরুষের তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ থাকত না। যখন মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীন ইসলাম নিয়ে আসল তখন তিনি জাহেলিয়াতের সর্ব প্রকার বিয়ে হারাম করে দিলেন, শুধু ঐ পদ্ধতিই চালু রাখলেন যা আজও চলছে। (বোখারী ও মুসলিম)[৯৪]

---

৯৪ - কিতাবুন নিকাহ, বাব শিগার।

২- শিগার বিয়ে

মাসআলা-১৯ঃ নিজের মেয়ে বা বোনকে এ শর্তে কারো নিকট বিয়ে দেয়া যে এর বিনিময়ে সেও তার মেয়ে বা বোনকে তার সাথে বিয়ে দিবে, বা কারো মেয়েকে এ শর্তে বিয়ে করা যে সেও এর মেয়েকে বিয়ে করবে একে শিগার বিয়ে বলে, এ ধরণের বিয়ে হারামঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الشغار (رواه البخاری)

অর্থঃ "ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিগার বিয়ে করা থেকে নিষেধ করেছেন।" (বোখারী)[৯৫]

৩-হালালা বিয়ে

মাসআলা-২০ঃ নিজের স্ত্রীকে তিন ত্বালাক দেয়ার পর দ্বিতীয় বার তাকে বিয়ে করার উদ্দেশে অন্য কোন পুরুষের সাথে চুক্তি করা, যে তুমি আমার স্ত্রীকে এক বা দু'দিন পর ত্বালাক দিয়ে দিবে এবং এর পর প্রথম স্বামী তাকে আবার দ্বিতীয় বার বিয়ে করবে, এ বিয়েকে হালালা বিয়ে বলা হয়ঃ এটা পরিষ্কার হারামঃ

মাসআলা-২১ঃ হালালা কারী এবং যার জন্য হালালা করা হয় তাদের উভয়েই অভিশপ্তঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المحلل والمحلل له (رواه الترمذی)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন।" (তিরমিযী)[৯৬]

৪- মোতা বিয়ে

মাসআলা-২২ঃ ত্বালাক দেয়ার নিয়তে নিদৃষ্ট সময়ের জন্য (চাই তা কয়েক ঘন্টার জন্য হোক বা কয়েক দিনের জন্য বা কয়েক মাসের জন্য) কোন মহিলার সাথে মোহর নির্ধারণ করে বিয়ে করা, এ বিয়েকে মোতা বিয়ে বলেঃ

عن الربيع ابن سيرة الجهنى(رضى الله عنه) ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياايها الناس انى قد كنت آذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وان الله قد

৯৫ -কিতাবুন নিকাহ,বাব শিগার।

৯৬ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ১, হাদীস নং-৮৯৪।

حرم ذالك الى يوم القيمة فمن كان عنده من هن شيء فليخل سبيلها و تأخذوا مما آتيتموهن شيئا،(رواه مسلم)

অর্থঃ "রাবি বিন সাবুরা জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তার পিতা তাকে হাদীস শুনিয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিল, তিনি বলেছেনঃ হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে মোতা বিয়ের অনুমতি দিয়ে ছিলাম, কিন্তু এখন আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করে দিয়েছেন, অতএব এধরণের বিয়ের বন্ধনে কোন নারী যদি কারো কাছে থাকে, সে যেন তাকে ত্বালাক দিয়ে দেয়, আর তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছ তা তাদের কাছ থেকে ফেরত নিবে না।" (মুসলিম)[৯৭]

নোটঃ উল্লেখ্য যে, মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মোতা বিয়ে বৈধ ছিল, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা হারাম করেছেন, কিছু কিছু সাহাবী যারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ নির্দেশ সম্পর্কে অবগত ছিল না তারা এ বিয়েকে বৈধ বলে মনে করত, ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় শাসনামলে যখন কঠোরভাবে এ নির্দেশের বাস্তবায়ন করতে শুরু করলেন, তখন সমস্ত সাহাবাগণ তা হারাম বলে অবগত হয়েছেন, এরপর আর কেউ তা হালাল বলে মনে করেন নাই।

***

৯৭ -কিতাবুন নিকাহ, বাব আর মোতা।

النكاح فى ضوء القرآن

আল- কোরআনের আলোকে বিয়ে

মাসআলা-২৩ঃ সতী নারীদের বিয়ে সৎ পুরুষদের সাথে আর অসৎ নারীদের বিয়ে অসৎ পুরুষদের সাথে দেয়ার নির্দেশঃ

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾

(سورة النور: ٢٦)

অর্থঃ "দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্র নারীর জন্য। সৎ চরিত্র নারী সৎ চরিত্রবান পুরুষের জন্য এবং সৎ চরিত্রবান পুরুষ সৎ চরিত্রবান নারীর জন্যে।" (সূরা নূরঃ ২৬)

মাসআলা-২৪ঃ তিন ত্বালাক প্রাপ্তা নারী ইদ্দাতঃ (৩ মাস পর্যন্ত মাসিক)শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করার পর ঐ স্বামী তার স্ব ইচ্ছায় তাকে ত্বালাক দিয়ে দিলে ত্বালাক প্রাপ্তা নারী ইদ্দাত পালন করার পর প্রথম স্বামীর সাথে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ৬৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৫ঃ জোর পূর্বক নারীর উত্তরসূরী হওয়া নিষেধঃ

মাসআলা-২৬ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীকে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দেয়া নিষেধঃ

মাসআলা-২৭ঃ নারীর অপছন্দনীয় চেহারা বা কথা বার্তা শুনে বা আচরণ দেখে দ্রুত ত্বালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে যতদূর সম্ভব ধৈর্য ধরা এবং মেনে নেয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে কাজ করে দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবেঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (سورة النساء:١٩)

অর্থঃ"হেমুমিনগণ! এটা তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমারা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দাংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করো না এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, কিন্তু যদি অরুচি অনুভব কর তবে তোমরা যে বিষয়ে দুষিত মনে কর আল্লাহ্ সেটাকে প্রচুর কল্যাণ কর করতে পারেন।" (সূরা নিসাঃ ১৯)

মাসআলা-২৮ঃ দাম্পত্য নিয়মে পুরুষ কর্তা আর নারী পুরুষের অধিনস্ত, পুরুষ পরিচালক আর নারী তার পরিচালনাধীন, পুরুষ অনুসরণীয় আর নারী অনুসরণ কারীনি হিসেবে থাকেঃ

মাসআলা-২৯ঃ পুরুষ ঘরের কর্তা হওয়ার কারণে তার পরিবারের সর্বপ্রকার জীবন উপকরণ ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ববান সেই ঃ

মাসআলা-৩০ঃস্বামী ভক্তি এবং অঙ্গিকার পূরণ সতী নারীর পরিচয়ঃ

মাসআলা-৩১ঃ স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্পদ সংরক্ষণ করা আদর্শ স্ত্রীর পরিচয়ঃ

মাসআলা-৩২ঃ দুশ্চরিত্রবান নারীকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল তাকে বুঝানো, দ্বিতীয় পদক্ষেপ তার বিছানা পৃথক করে দেয়া, এর পরও যদি স্বামীর কথা না মানে তাহলে সর্বশেষ পদক্ষেপ হবে হালকা মারধর করাঃ

মাসআলা-৩৩ঃ স্ত্রী যদি স্বামীর বাধ্য হয়ে যায় তাহলে তার উপর কোন রকমের দুর্ব্যবহার করা নিষেধঃ

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (سورة النساء:٣٤)

অর্থঃ "পুরুষগণ নারীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যেহেতু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং তারা স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে , সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহ্র সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশংকা করা হয়, তবে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে সয্যা থেকে পৃথক কর এবং তাদেরকে প্রহার কর, অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন অন্য পন্থা অবলম্বন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমুন্নত, মহীয়ান।" (সূরা নিসা-৩৪)

মাসআলা-৩৪ঃ ভালবাসা এবং মনের টানের দিক থেকে সমস্ত স্ত্রীদের (একাধিক স্ত্রী থাকলে) মাঝে সমতা বজিয়ে রাখা স্বামীর নিয়ন্ত্রনে নয়, তবে খরচ এবং অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে ন্যায় নীতি বজিয়ে রাখা জরুরীঃ

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (سورة النساء:١٢٩)

অর্থঃ" তোমরা কখনো স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, যদিও তোমরা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়না, ও অপরজনকে ঝুলান অবস্থায় রেখো না এবং যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর, ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাশীল, করুনাময়।"(সূরা নিসা-১২৯)

নোটঃ আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে নিজের স্ত্রীগণের মাঝে ন্যায় নীতি বজিয়ে রাখার জন্য পরিপূর্ণরূপে চেষ্টা করার পর অনিচ্ছা সত্বে বা মানবিক কারণে কোন কম বেশি হলে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন ইনশা আল্লাহ্ (লেখক)।

মাসআলা-৩৫ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর সহবাস হোক বা না হোক ঐ স্ত্রী চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, সাজ গোজ করতে পারবে না, ঘরের বাহিরে রাত্রি যাপন করতে পারবে না, ইসলামের পরিভাষায় তাকে শোকের ইদ্দত বলা হয়ঃ

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

(سورة البقرة:٢٣٤)

অর্থঃ "এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তারা (বিধবাগণ) চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে, অতঃপর যখন তারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে বিহিতভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ্ সাম্যক খবর রাখেন।" (সূরা বাক্বারা-২৩৪)

নোটঃ বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক উভয় অবস্থায়ই শোক ইদ্দত চার মাস দশ দিন, অবশ্য গর্ববতীর ইদ্দত হবে বাচ্চা প্রসব করা।

উল্লেখ্যঃ যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে তাকে বলা হয় মাদখুলা, আর যার সাথে সহবাস হয় নাই তাকে বলা হয় গাইর মাদখুলা।

মাসআলা-৩৬ঃ মোশরেক পুরুষের সাথে মোমেন মহিলার বিয়ে এবং মোমেন পুরুষের সাথে মোশরেক মহিলার বিয়ে হওয়া নিষেধঃ

মাসআলা-৩৭ঃ মোমেন ক্রীতদাস আযাদ মোশরেক মহিলা থেকে উত্তমঃ

মাসআলা-৩৮ঃ মোমেন ক্রীতদাস আযাদ মোশরেক পুরুষ থেকে উত্তমঃ

﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ

إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (سورة البقرة:٢٢١)

অর্থঃ" এবং মোশরেকরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে না এবং নিশ্চয় ঈমানদার ক্রীতদাসী মোশরেক স্বাধীন মহিলা অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে ফেলে এবং মোশরেকরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলমান নারীকে বিবাহ) দিবে না এবং নিশ্চয় মোশরেক তোমাদের মনপুত হলেও ঈমান দার ক্রীতদাস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তর, এরাই জাহান্নামের অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানব মন্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।" (সূরা বাক্বারা- ২২১)

মাসআলা-৩৯ঃ অপরের বিবাহিতার সাথে বিয়ে করা হারামঃ

মাসআলা-৪০ঃ যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারী তাদের মালিক মুসলমানদের জন্য বিয়ে করা বৈধঃ

মাসআলা-৪১ঃ বিয়ের উদ্দেশ্য জিনা ব্যভিচার অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হয়ে পাক পবিত্র জীবন যাপন করাঃ

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (سورة النساء:٢٤)

অর্থঃ" এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ, কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধি বদ্ধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে যে, তোমরা স্বীয় ধন সম্পদের মাধ্যমে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান করবে।"(সূরা নিসা-২৪)

নোটঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ ক্রীতদাসীদের সাথে বিয়ে ব্যতীত তাদেরকে বিবাহিত স্ত্রীদের ন্যায় ঘরে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে ইসলামের অন্যান্য বিধান এইঃ

১- যুদ্ধের পর বন্দী হয়ে আসা নারীদেরকে একমাত্র সরকারই সৈন্যদের মাঝে বন্টন করার ক্ষমতা রাখে, বন্টনের পূর্বে কোন সৈন্য কোন বন্দী নারীর সাথে নিজে সহবাস করলে তা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে।

২- গর্ভবতী বন্দী নারীর সাথে তার মালিক(যে ব্যক্তি তাকে ভাগে পেল তার জন্যও) সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে সহবাস করা তার মালিকের জন্যও নিষেধ।

৩- বন্দী নারী যে ইসলাম ব্যতীত অন্য যেকোন ধর্মেরই হোকনা কেন তার সাথে সহবাস করা তার মালিকের জন্য বৈধ।

৪- ক্রীতদাসীকে তার মালিক ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারবে না

৫- ক্রীতদাসীর মালিকের সহবাসের মাধ্যমে যে সমস্ত সন্তান প্রসব হবে তাদের অধিকার মালিকের নিজের সন্তানদের মতই। সন্তান জন্ম গ্রহণের পর ক্রীতদাসীকে বিক্রী করা যাবে না, আর মালিক মারা যাওয়া মাত্রই ক্রীতদাসী আযাদ বলে গণ্য হবে।

৬- ক্রীতদাসীর মালিক ক্রীতদাসীকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দিলে, মালিকের সাথে তার আর কোন যৌন সম্পর্ক থাকবে না।

৭- কোন নারীকে সরকার কোন পুরুষের অধিনে দিয়ে দিলে এ সরকার ঐ নারীকে ফেরত নেয়ার কোন অধিকার রাখে না, যেমন অভিভাবক কোন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলে, তাকে ফেরত নেয়ার আর কোন ক্ষমতা রাখে না।

৮- সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তিকে কোন অধিকার বা মালিকানা সত্ব দেয়া এধরনের বৈধ যেমন বিয়ের মধ্যে ইজাব কবুলের পরে স্বামী স্ত্রী একে অপরের জন্য হালাল হয়ে যাওয়া বৈধ এবং আইন সম্মত কাজ, এ উভয় আইনই এক দ্বীন এবং এক আল্লাহ্‌রই প্রবর্তন কৃত।

মাসআলা-৪২ঃ আহলে কিতাবদের সতী নারীদের সাথে বিয়ে বৈধঃ

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة المائدة:٥)

অর্থঃ" আর সতী সাধবী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধবী নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় মোহর প্রদান কর, এরূপে যে তোমরা তাদেরকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর, আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতি গ্রস্ত হবে।" (সূরা মায়েদা-৫)

নোটঃ আহলে কিতাবদের মেয়েদের সাথে বিয়ে করার অনুমতি আছে কিন্তু তাদের কাছে মুসলমান নারীদেরকে বিয়ে দেয়ার অনুমতি নেই, আহলে কিতাবদের নারী যদি মুশরেক হয়, তাহলে তাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয়। (৩৬ নং মাসআলা দ্রঃ)।

মাসআলা-৪৩ঃ যে বাচ্চা দু'বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত বা এর আগে কোন নারীর দুধ পান করে থাকে, ঐ নারী তার জন্য দুধ মা বলে বিবেচিত হবে এবং,রেজায়াত (দুধপান সংক্রান্ত) বিধান তার উপর কার্যকর হবেঃ

দু'বছর বয়স হওয়ার পর কোন নারীর দুধ পান করলে দুধ মা বলে প্রমাণীত হবে না।

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (سورة لقمان:١٤)

অর্থঃ" আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি, তার জননী তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।" (সূরা লুকমান-১৪)

নোটঃ দুধ পান করার ক্ষেত্রে কমপক্ষে পাঁচ ঢোক খাওয়া শর্ত এর কামে দুধ মা বলে প্রমাণীত হবে না। (২২৭ নং মাসআলা দ্রঃ)।

মাসআলা-৪৪ঃ মৌখিক আত্মীয়তার মাধ্যমে বিয়ের বিধান কার্যকর হবে নাঃ

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ (سورة الأحزاب:٣٧)

অর্থঃ" অতঃপর যায়েদ যখন তার (যায়নাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করালাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিয়ে করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।" (সূরা আহযাব-৩৭)

মাসআলা-৪৫ঃ রমযানের রাতে নিজের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বৈধঃ

মাসআলা-৪৬ঃ স্বামী স্ত্রী একে অপরের জন্য পোশাক সরূপঃ

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ (سورة البقرة:١٨٧)

অর্থঃ "রোযার রাতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তারা তোমাদের জন্য পোশাক সরূপ আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক সরূপ।" (সূরা বাক্বারা-১৮৭)

মাসআলা-৪৭ঃ বিয়ের বন্ধন পুরুষের অধিনে থাকে স্ত্রীর অধিনে নয়ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত আয়াতটি ৮২ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৪৮ঃ বিয়ে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির মাধ্যমঃ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورة الروم:٢١)

অর্থঃ "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাল বাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রূম-২১)

মাসআলা-৫০ঃ সতী সাধাবী নারী বা পুরুষকে ব্যভিচারী নারী বা পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া নিষেধঃ

﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة النـور:٣)

অর্থঃ"ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করবে এবং ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত অন্য কেউ বিয়ে করবে না। মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।" (সূরা নূর-৩)

মাসআলা-৫১ঃ মাসিক শুরু হওয়ার আগে অল্প বয়সে বিয়ে বৈধঃ

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (سورة الطلاق:٤)

অর্থঃ" তোমাদের মধ্যে যেসব নারীর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে উপনিত হয়নি তাদেরও এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত, আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দিবেন।" (সূরা ত্বালাক-৪)

***

احكام النكاح

বিয়ের মাসায়েল

মাসআলা-৫২ঃ নারী ও পুরুষের মাঝে ইজাব কবুল হওয়া বিয়ের রুকন এটা ব্যতীত বিয়ে হবে নাঃ

عن سهل بن سعد رضى الله عنه ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جائته امرأة فقالت: يا رسول الله! انى قد وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : هل عندك شيء؟ قال ما اجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم! سورة كذا لسور سماها ، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد زوجتكها على ما معك من القرآن (رواه النسائى)

অর্থঃ" সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এক মহিলা এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি আমাকে আপনার নিকট সপে দিলাম, (এর পর) সে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললঃ যদি আপনার তার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দিন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার নিকট কি কোন কিছু আছে? সে বললঃ না আমার নিকট কোন কিছু নেই, তিনি বললেনঃ খোঁজ যদিও একটি লোহার আংটিই হোক না কেন? সে খোঁজে কিছুই পেলনা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি কোরআ'নের কোন অংশ জান? সে বললঃ হাঁ। ওমুক ওমুক সূরা, এবলে সে সূরার নাম বলল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম, এর বিনিময়ে যে তুমি তাকে কোরআ'ন শিখাবে। (নাসায়ী)[৯৮]

قال عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الى؟ قالت نعم! فقال قد تزوجتك (ذكره البخارى)

---

৯৮ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খঃ ২, হাদীস নং-৩১৪৯।

অর্থঃ" আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উম্মু হাকীম বিনতে কারেয কে বললঃ তুমি কি আমাকে তোমার বিয়ের ব্যাপারে সুযোগ দিবে? সে বললঃ হাঁ। সে বললঃ আমি তোমাকে বিয়ে করলাম।" (বোখারী)[৯৯]

قال عطاء : ليشهد انى قد نكحتك (ذكره البخارى)

অর্থঃ" আতা (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পুরুষের উচিত সাক্ষীদের সামনে একথা বলা যে " আমি তোমাকে বিয়ে করলাম" । (বোখারী)[১০০]

মাসআলা-৫৩ঃ ধার্মিকতায় সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিবঃ

মাসআলা-৫৪ঃ বংশ মর্যাদা, সুন্দৌর্য, ধন-সম্পদ ইত্যাদির সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা নিষেধ নয়ঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: تنكح المرأة لاربع لمالها، ولحسابها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ নারীদেরকে চারটি জিনেস দেখে বিয়ে করতে হবে, তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সুন্দৌর্য এবং তার র্ধামিকতা, তোমার হাত ধূলায় ধূলণ্ঠিত হোক র্ধামিক নারীদেরকে বিয়ে করে সফলতা অর্জন কর।" (বোখারী)[১০১]

মাসআলা-৫৫ঃ বিয়ের জন্য কম পক্ষে দু'জন আল্লাভিরু এবং ন্যায় পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষী থাকা জরুরীঃ

عن عمران بن حصين (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يحل نكاح الا بولى وصداق و شاهدى عدل (رواه البيهقى)

অর্থঃ" ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অভিভাবক, মোহর এবং দু'জন ন্যায় পরায়ন সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে বৈধ হবে না।" (বাইহাকী)[১০২]

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: لا نكاح الا ببينة (رواه الترمذى)

---

৯৯ - কিতাবুন নিকাহ,বাব ইযা কানা আর ওয়ালি হুয়াল খাতেব।

১০০ - কিতাবুন নিকাহ,বাব ইযা কানা আর ওয়ালি হুয়াল খাতেব।

১০১ -কিতাবুন নিকাহ, লাইয়ান কিফুল অব, ওয়া গাইরিহি আল বিকর ওয়াস্সাইব ইল্লা বিরিযাহু।

১০২ -ইরওয়াউল গালীল, খঃ৬, পৃঃ২৬৯।

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃসাক্ষী ব্যতীত কোন বিয়ে হবে না।"(তিরমিযী)[১০৩]

মাসআলা-৫৬ঃ বিয়ের পর কোন বৈধ পন্থায় বিয়ের ঘোষণা দেয়া চাইঃ

عن محمد بن حاطب (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح (رواه النسائى)

অর্থঃ" মোহাম্মদ বিন হাতেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হালাল ও হারাম বিয়ের মধ্যে পার্থক্য হল ঢোল বাজানো এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে হট্টগোল হওয়া।" (নাসায়ী)[১০৪]

মাসআলা-৫৭ঃবাসর রাতে স্ত্রীকে উপহার দেয়া মোস্তাহাবঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اعطها شيء، قال ما عندى شيء قال اين درعك الحطمية؟ (رواه ابوداود)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিয়ে করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ তাকে কোন কিছু উপহার দাও, সে বললঃ আমার নিকট দেয়ার মত কোন কিছু নেই, তিনি বললেনঃ তোমার হাতমী বর্ম কোথায়? ওটাই তাকে দাও।" (আবুদাউদ)[১০৫]

মাসআলা- ৫৮ঃ বিয়ের পূর্বে নির্ধারণকৃত বৈধ শর্তসমূহের আলোকে কাজ করা জরুরীঃ

عن عقبة بن عامر (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج (متفق عليه)

অর্থঃ" ওকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে সমস্ত শর্তের ভিত্তিতে তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ ঐ সমস্ত শর্ত পূরণ করা অন্যান্য শর্তের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (বোখারী ও মুসলিম)[১০৬]

---

১০৩ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান তিরমিযী, খঃ১,হাদীস নং-৮৮১।

১০৪ -আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-১৮৬৫।

১০৫ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-৮৬৫।

১০৬ - আল লুলু ওয়াল মারজান, খঃ২, হাদীস নং-১০৬০।

মাসআলা-৫৯ঃ ইসলাম বিরোধী এবং আইন বিরোধী শর্ত করা নিষেধঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: لا يحل لامراة تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فانها لها ما قدر لها (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে নিজের বিয়ের জন্য স্বীয় বোনের তালাক দাবী করবে এবং তার পাত্র খালী করে দিবে বরং তার ভাগ্যে যা আছে সে তা পাবে।" (বোখারী)[১০৭]

মাসআলা-৬০ঃ নিজের সাধ্যের বাহিরে কোন শর্ত পূরণ না করার উদ্দেশ্যে মেনে নেয়া বা নির্ধারণ করা পাপ কাজঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال من غش فليس منا (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ধোঁকা বাজি করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (তিরমিযী)[১০৮]

মাসআলা-৬১ঃ মেয়ের ঘর নির্মাণের জন্য পিতার ব্যবস্থাপনা করে দেয়া (যৌতুক হিসেবে)সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয়ঃ

***

১০৭ - যুবাইদী লিখিত মোখতাসার সহীহ আল বোখারী।

১০৮ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ২, হাদীস নং-১০৬০।

الولي في النكاح

বিয়েতে অভিভাবক

মাসআলা-৬২ঃ বিয়েতে অভিভাবকের উপস্থিতি জরুরীঃ

عن ابى موسى(رضى الله عنه) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) لا نكاح الا بولى (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অভিভাবক ব্যতীত কোন বিয়ে হবে না।" (তিরমিযী)[১০৯]

মাসআলা-৬৩ঃ যদি নিকট আত্মীয়ের মধ্য থেকে কোন অভিভাবক যদি মেয়ের কল্যাণকামী না হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার অভিভাবকত্বের অধিকার থাকবে না, তখন অন্য কোন নিকট আত্মীয় তার অভিভাবক হবেঃ

মাসআলা-৬৪ঃ অভিভাবক হওয়ার মত নিকট আত্মীয় না থাকলে দূরের আত্মীয় অভিভাবক হবে আর না হয় দেশের বিচারপতি বা সরকার অভিভাবক হবেঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لا نكاح الا باذن ولى مرشد او سلطان (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ কল্যাণকামী অভিভাবকের বা বিচারকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে হবে না।" (ত্বাবারানী)[১১০]

নোটঃ উল্লেখ্যঃ অমুসলিম জজ বা কাফের দেশের আদালত মুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারবে না।

---

১০৯ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ১, হাদীস নং-৮৭৯।

১১০ - ইরওয়াউল গালীল, খঃ ৬,পৃঃ-২৩৯।

حقوق الولى

অভিভাবকের দায়িত্ব

মাসআলা-৬৫ঃ মেয়ে নিজের বিয়ে নিজে করতে পারবে নাঃ

মাসআলা-৬৬ঃ বিয়ের জন্য অভিভাবকের অনুমতি এবং সন্তুষ্টি জরুরীঃ

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة:٢٣٢)

অর্থঃ" এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে ত্বালাক দাও, তৎপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিত ভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের জন্য এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা অবগত নও।"(সূরা বাক্বারা-২৩২)

নোটঃ উল্লেখিত আয়াতে বিয়ের জন্য মেয়েদেরকে সম্বোধন করা হয় নাই বরং অভিভাবকদের কে করা হয়েছে, এর অর্থ এইযে, মেয়ে চাই কুমারী হোক, ত্বালাক প্রাপ্তা হোক, বিধাব হোক নিজে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে না।

মাসআলা-৬৭ঃ অভিভাবকের অনুমতি এবং সন্তুষ্টি ব্যতীত অনুষ্ঠিত বিয়ে সরাসরি বাতেলঃ

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: انيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجاروا فالسلطان ولى من لا ولى لها(رواه الترمذى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হল, ঐ বিয়ে বাতেল, ঐ বিয়ে বাতেল, ঐ বিয়ে বাতেল, এ বিয়ের পর যদি সহবাস করে তাহলে মোহর আদায় করতে হবে, যার বিনিময়ে সে ঐ নারীর লজ্জাস্থান ভোগ করেছে। আর অভিভাবকদের পরস্পরের মাঝে ঝগড়া হলে, বিচারপতি তার অভিভাবক হবে।" (তিরমিযী)[১১১]

---

১১১ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ১, হাদীস নং-৮৮০।

নোটঃ ১ - মেয়ের পিতা তার অভিভাবক, পিতা না থাকলে ভাই বা চাচা বা দাদা বা নানা তার অভিভাবক হতে পারবে।

উল্লেখ্যঃ নিকট আত্মীয় থাকলে দূরের আত্মীয় অভিভাবক হতে পারবে না।

২- অভিভাবকদের মাঝে মাতানৈক্য হতে পারে এভাবে, অভিভাবকের প্রথম অধিকারী (চাই পিতা হোক বা ভাই বা চাচা হোক, বে-দ্বীন হোক বা জালেম, আর সে জোরপূর্বক কোন বে-দ্বীন বা ফাসেক বা কোন দুশ্চরিত্রবান লোকের সাথে বিয়ে দিতে চায়, অথচ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের অভিভাবক তা হতে দিচ্ছে না, এমতাবস্থায় জালেম বা বে-দ্বীন ব্যক্তির অভিভাবকত্ব অকার্যকর হয়ে যাবে এবং গ্রামের বা এলাকার দ্বীনদার বিচারক বা আদালত তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে।

মাসআলা-৬৮ঃ কুমারী বা বিধবা উভয়ের বিয়ের জন্য অভিভাবকের অনুমতি বা সন্তুষ্টি জরুরীঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان النبي (صلى الله عليه وسلم) قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها (رواه مسلم)

অর্থঃ "ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ বিধাব নারী তার অভিভাবকের চেয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে তার নিজের অধিকারই বেশি, কুমারীর নিকট অনুমতি চাইতে হবে, আর তার অনুমতি হল চুপ থাকা।"(মুসলিম)[১১২]

মাসআলা-৬৯ঃ এক মেয়ে অপর মেয়ের অভিভাবক হতে পারবে নাঃ

মাসআলা-৭০ঃ অভিভাবক ব্যতীত মেয়ে নিজে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে নাঃ

মাসআলা-৭১ঃ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে কারীনি নারী ব্যভিচারিনীঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لاتزوج المرأة المراة ولا تزوج المراة نفسها فان الزانية هى التى تزوج نفسها (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এক মেয়ে অপর মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে না এবং মেয়ে নিজে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে না, কেননা ব্যভীচারীনিই নিজে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করে।"(ইবনু মাযা)[১১৩]

---

১১২ - কিতাবুন নিকাহ,বাব ইস্তেযান আস সায়েব ফি নিকাহ।।

১১৩ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনানে ইবনু মাযা,খঃ১, হাদীস নং-১৫২৭।

ما يجب على الولى

যা অভিভাকের দায়িত্ব নয়ঃ

মাসআলা-৭২ঃ মেয়ের সন্তুষ্টির বাহিরে অভিভাবকের জোর পূর্বক কোন সিদ্ধান্ত নেয়া নিষেধঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত আয়াতটি ৬৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৭৩ঃ কুমারী এবং বিধবাদের অনুমতি এবং সন্তুষ্টি ব্যতীত তাদের অভিভাবকরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে না ঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: وكيف اذنها؟ قال ان تسكت(رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিধবা নারীকে তার বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না, আর কুমারী নারীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না, তার অনুমতি হল চুপ থাকা।" (বোখারী)[১১৪]

মাসআলা-৭৪ঃ মেয়ের অসন্তুষ্টিতে জোরপূর্বক বিয়ের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের উচিত নয়ঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تستأمر اليتيمة فى نفسها فان سكتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কুমারী মেয়েকে তার বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হবে, সে যদি উত্তরে চুপ থাকে, তাহলে এটাই তার অনুমতি, আর যদি অসম্মতি জানায় তাহলে, তাকে জোর পূর্বক বিয়ে দেয়া যাবে না।" (আবুদাঊদ)[১১৫]

নোটঃ ছেলে বা মেয়ে যদি না বুঝে কোন কিছু করে তাহলে অভিভাবক ঐ ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য উৎসাহিত করবে, কিন্তু জোর করে বিয়ে দিতে পারবে না।

মাসআলা-৭৫ঃ মেয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি অভিভাবক জোর পূর্বক বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে মেয়ে ইসলামী আদালতের স্মরণাপন্ন হয়ে এ বিয়ে বাতেল করতে পারবেঃ

---

১১৪ - কিতাবুন নিকাহ, লা ইয়ানকিহু আল আব ওয়া গাইরুহু আল বিকর ওয়াস সায়্যিব বিরিযাহা।

১১৫ -কিতাবুন নিকাহ,বাব ইজা যাওয়াজা রাজুল ইবনাতাহু ওয়া হিয়া কারেহা।

عن خنساء بنت حزام الانصارية (رضى الله عنها) ان اباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرد نكاحها، (رواه البخارى)

অর্থঃ" খানসা বিনতু হিযাম আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তার পিতা তাকে বিধবা অবস্থায় জোর পূর্বক বিয়ে দিয়ে দিয়ে ছিল, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে অভিযোগ করল তখন তিনি ঐ বিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।" (বোখারী)[১১৬]

মাসআলা-৭৬ঃ মেয়ে এবং ছেলে রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) ত্বালাকের পর দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চাইলে অভিভাবকের তাতে বাধা দেয়া ঠিক হবে নাঃ

عن معقل بن يسار (رضى الله عنه) قال كانت لى اخت تخطب الى، فاتانى ابن عم لى، فانكحتها اياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت الى اتانى يخطبها فقلت لا والله ! لا انكحها ابدا، قال: ففى نزلت هذه الاية(واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن) قال فكفرت عن يمينى فانكحتها اياه (رواه ابوداود)

অর্থঃ"মা'কাল ইবনু ইয়াসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার এক বোন ছিল যার বিয়ের প্রস্তাব আসল, এর পর আমার এক চাচাতো ভাইও আসল, তখন আমি (আমার বোনের) বিয়ে তার সাথেই দিয়ে দিলাম, কিছু দিন পর সে আমার বোনকে রাযয়ী ত্বালাক দিয়ে দিল, এরপর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যখন আমার বোনের জন্য অন্য কোন স্থান থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসল, তখন আমার চাচাতো ভাইও বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসল, তখন আমি বললামঃ আল্লাহ্র কসম এখন আমি কিছুতেই তোমার সাথে তার বিয়ে দিব না, তখন আমার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হল।

"এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে ত্বালাক দাও এর পর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে, তাহলে সে অবস্থায় স্ত্রীরা স্বীয় স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না।" (আবুদাউদ)[১১৭]

১১৬ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-১৮৪৫।

১১৭ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-১৮৪৫।

الصداق

মোহর

মাসআলা-৭৭ঃ স্ত্রীর মোহর আদায় করা ফরযঃ

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (سورة النساء: ٢٤)

অর্থঃ" অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দিয়ে দাও।" (সূরা নিসা-২৪)

মাসআলা-৭৮ঃ স্ত্রী নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণ মোহর বা আংশিক ক্ষমা করে দিতে চাইলে সে তা করতে পারবেঃ

﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ (سورة النساء: ٤)

অর্থঃ" আর নারীদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর, কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্ত্বে পরে কিয়দাংশ তোমাদেরকে প্রদান করে তবে বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (সূরা নিসা-৪)

মাসআলা-৭৯ঃ উভয় পক্ষের মাঝে সম্মতিক্রমে স্ত্রীর অধিকার মোহর বিয়ের সময় বা বিয়ের পর কোন এক সময়ে আদায় করার সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধঃ

মাসআলা-৮০ঃ বিয়ের পূর্বে উভয় পক্ষ মোহর নির্ধারণ করতে না পারলে বিয়ের পরও তা নির্ধারণ করা যাবেঃ

মাসআলা-৮১ঃ বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে মোহর আদায় করার আগেই যদি কোন বক্তি তার স্ত্রীকে ত্বালাক দিয়ে দেয় তাহলে তার মোহর আদায় করা ওয়াজিব নয়, তবে নিজের সাধ্য অনুযায়ী তাকে কিছু না কিছু উপহার দেয়া উচিতঃ

মাসআলা-৮২ঃ বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে মোহর নির্ধারিত হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ত্বালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাকে অর্ধেক মোহর আদায় করতে হবেঃ

﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ،وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٦-٢٣٧)

অর্থঃ" যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না কর অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করে ত্বালাক প্রদান কর তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমরা তদেরকে কিছু সংস্থান করে দেবে, অবস্থা পন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার অবস্থানুসারে বিহিত সংস্থান (করে দিবে) সৎকর্মশীল লোকদের উপর এটা কর্তব্য।

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই ত্বালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক, তবে যা নির্ধারতি করে ছিলে তার অর্ধেক, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে বা যার হাতে বিবাহ বন্ধন সে ক্ষমা করে বা তোমরা ক্ষমা কর, তবে এটা আল্লাহ্ ভীরুতার অতি নিকটবর্তী এবং পরস্পরে উপকারকে যেন ভুলে যেওনা, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী।(সূরা বাক্বারা-২৩৬-২৩৭)

মাসআলা-৮৩ঃ মোহরের পরিমান নির্ধারণ করাঃ

عن سهل بن سعد (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد (رواه البخارى)

অর্থঃ" সাহালা বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এক ব্যক্তিকে বললেনঃ বিয়ে কর যদিও একটি লোহার আংটি মোহার নির্ধারণ করেই হোকনা কেন।" (বোখারী)[১১৮]

عن ابى سلمة بن عبد الرحمن انه قال سئلت عائشة (رضى الله عنها) زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) كم كان صداق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قالت: كان صداقه لازواجه اثنتى عشرة اوقية ونشأ قالت: اتدرى ما نش؟ قال قلت لا! قالت: نصف اوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله لازواجه (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু সালামা বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করা হল, যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীগণের মোহরের পরিমান কি ছিল? তিনি বললেনঃ বার উকিয়া এবং এক নশ, এরপর আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান নশ কতটুকু কে বলে? আবুসালামা বললঃ না। আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললঃ আধা উকিয়া এবং সাড়ে অর্থাৎঃ সাড়ে বার উকিয়া। পাঁচশ দিরহাম এ ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীগণের মোহর।" (মুসলিম)[১১৯]

---

১১৮ -কিতাবুন নিকাহ,বাব আর মোহর বিল আরোজ।

১১৯ - কিতাবুন নিকাহ,বাব সাদাকুন নব্বী লি আযওয়াজিহি।।

নোটঃ সাড়ে বার উকিয়া চান্দি বা পাঁচশ দিরহামে বর্তমান বাজারে প্রায় সাড়ে বার হাজার রুপিয়ার সমান।

عن ام حبيبة (رضى الله عنها) كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بارض الحبشة فزوجها النجاشى النبى (صلى الله عليه وسلم) وامهرها عنه اربعة آلاف وبعث بها الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مع شراحبيل ابن حسنة (رواه ابوداود)

অর্থঃ" উম্মু হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উবাইদুল্লাহ্ বিন জাহাসের অধীনে ছিল, সে হাবাশায় **হিজরত** করার পর ওখানেই মারা গিয়ে ছিল, তখন নাজাসী উম্মু হাবীবার বিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দিয়ে দিল, তাঁর পক্ষ থেকে মোহর নির্ধারণ করা হল চার হাজার দিরহাম, এর পর উম্মু হাবীবাকে সুরাহবীল বিন হাসানার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হল।" (আবুদাউদ)[১২০]

মাসআলা-৮৪ঃ মোহরের পরিমান কম হওয়া উত্তমঃ

মাসআলা-৮৫ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী এবং কন্যাগণের মোহর বার উকিয়া প্রায় দশ হাজার রুপিয়া ছিলঃ

عن ابى العجفاء السلمى (رضى الله عنه) قال : خطبنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فقال: الا لا تغلوا بصدق النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها النبى (صلى الله عليه وسلم) ما اصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) امراة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من ثنتى عشرة اوقية (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবু আজফা আস্ সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ওমর (রাযিয়াল্লাহ আনহু) আমাদেরকে একটি বক্তব্য শুনালেন এবং বললেনঃ হে লোকেরা শুন, মেয়েদের মোহর বেশি নির্ধারণ করবে না, যদি অধিক মোহর নির্ধারণ করা পৃথিবীতে সম্মানের কারণ হত বা আল্লাহ্র নিকট তাকওয়া (আল্লাহ্ ভীতির) দাবী হত, তাহলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা করার সবচেয়ে বেশি অধিকারী ছিলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীদের মোহর বার ওকিয়ার বেশি নির্ধারণ করেন নাই, আর না নিজের মেয়েদের মোহর বার ওকিয়ার বেশি নির্ধারণ করেছেন।" (আবুদাউদ)[১২১]

---

১২০ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-১৮৫৩।

১২১- আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ, ২ হাদীস নং-১৮৫৩।

عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خير النكاح ايسره (رواه ابوداود)

অর্থঃ" ওমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সর্বোত্তম বিয়ে হল যা সহজ ভাবে হয়।" (আবুদাউদ)[১২২]

মাসআলা-৮৬ঃ মোহর যে কোন কিছুই হতে পারে এমন কি কোন মানুষের ইসলাম গহণ করা বা তাকে কোরআ'ন ও হাদীস শিখানোও মোহর হিসেবে নির্ধারিত হতে পারেঃ

عن انس رضى الله عنه قال تزوج ابو طلحة ام سليم (رضى الله عنها) فكان صداق ما بينهما الاسلام، اسلمت ام سليم (رضى الله عنها) فكان صداق ما بينهما الاسلام، اسلمت ام سليم (رضى الله عنها) قبل ابى طلحة (رضى الله عنه) فخطبها فقالت: انى قد اسلمت فان اسلمت نكحتك فاسلم فكان صداق مابينهما (رواه النسائى)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু তালহা উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিয়ে করল, আর তাদের মাঝে মোহর ছিল ইসলাম গ্রহণ করা, উম্মু সুলাইম আবু তালহার আগে ইসলাম গ্রহণ করে ছিল, আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে উম্মু সুলাইম বললঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করব, তখন আবু তালহা মুসলমান হল, আর তাদের মাঝে মোহর ছিল ইসলাম গ্রহণ করা। (নাসায়ী)[১২৩]

নোটঃ আরেকটি হাদীস ৫২ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৮৭ঃ বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মোহরের অধিকারী হবে এবং স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারীও হবেঃ

মাসআলা-৮৮ঃ মোহর বিয়ের সময় আদায় করা জরুরীঃ

মাসআলা-৮৯ঃ বিয়ের সময় উভয় পক্ষ যদি মোহর নির্ধারণ করতে নাও পারে তাহলে বিয়ের পরেও তা নির্ধারণ করা যাবেঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) فى رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن

---

১২২ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ;২, হাদীস নং-১৮৫৯।

১২৩ - আলাবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী,খঃ২, হাদীস নং-৩১৩২।

سنان (رضى الله عنه): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى به فى بروع بنت واشق (رواه ابوداود)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করে মারা গেল, মেয়ের সাথে সহবাসও করে নাই এবং মোহরও নির্ধারণ করে নাই, তখন আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে ফায়সালা দিল যে, মেয়েকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে এবং মেয়েকে ইদ্দতও পালন করতে হবে এবং সে উত্তরাধিকারীর অংশও পাবে। মা'কাল বিন সিনান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিরু বিন্ত ওয়াসেকের ব্যাপারে এরকম ফায়সালা দিতে শুনেছি।" (আবুদাউদ)[১২৪]

মসআলা-৯০ঃ ৩২ রুপিয়া মোহর নির্ধারণ করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়ঃ

***

১২৪ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ; ২, হাদীস নং-১৮৫।

خطبة النكاح

বিয়ের খুতবা

মাসআলা-৯১ঃ বিয়ের সময় নিম্নোক্ত খুতবা পাঠ করা সুন্নাতঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال علمنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطبة الحاجة : ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا،يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (رواه احمد وابوداود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে খুতবাতুল হাজা শিক্ষা দিয়েছেন, আর তাহল এই নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, আমরা তারই নিকট সাহায্য চাই, তারই নিকট ক্ষমা চাই, আমরা তাঁর নিকট আমাদের মনের কু প্রবঞ্চনা থেকে আশ্রয় চাই, তিনি যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ পথ ভ্রষ্ট-করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না, আমি আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মোহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

"হে মানব মন্ডলী তোমরা তোমাদের প্রভূকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একেই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন, সে আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা কর, আত্মীয়তার সম্পর্ককে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।" (সূরা নিসা-১)

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম হওয়া ব্যতীত মরো না।" (সূরা আল ইমরান-১০২)

"হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ক্রুটি মুক্ত করবেন, তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আহ্যাব-৭০-৭১)

(আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাযা, দারেমী)[১২৫]

***

[১২৫]- আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-১৮৬।

الوليمة

ওলীমা

মাসআলা-৯২ঃ ওলীমার দাওয়াত দেয়া সুন্নাতঃ

عن انس (رضی الله عنه) ان النبی(صلی الله علیه وسلم) رآی علی عبد الرحمن بن عوف (رضی الله عنه) اثر صفرة قال ما هذا؟ قال انی تزوجت امراة علی وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك اولم ولو بشاة (متفق علیه)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর গায়ে হলুদের রং দেখতে পেলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা কি? সে বললঃ আমি এক মেয়েকে এক টুকরো স্বর্ণ মোহর ধার্য করে বিয়ে করেছি। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তোমার কাজে বরকত দিন, একটি বকরীর মাধ্যমে হলেও ওলীমা কর।" (বোখারী ও মুসলিম)[১২৬]

নোটঃ হাদীসে বর্ণিত নোয়াত (একটুকরোর পরিমাণ প্রায় ৩ গ্রাম)।

মাসআলা-৯৩ঃ ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিবঃ

عن جابر (رضی الله عنه) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فان شاء طعم وان شاء ترك (رواه مسلم)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে সেযেন তা গ্রহণ করে, ইচ্ছা হলে খাবার খাবে, আর ইচ্ছা না হলে তা বাদ দিবে।" (মুসলিম)[১২৭]

মাসআলা-৯৪ঃ যে ওলীমার দাওয়াতে সাধারণ লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় না শুধু গণ্যমান্য লোকদেরকেই দাওয়াত দেয়া হয় সে ওলীমা অনুষ্ঠান নিকৃষ্টতম অনুষ্ঠানঃ

মাসআলা-৯৫ঃ বিনা কারণে দাওয়াত গ্রহণ না কারী আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানঃ

---

১২৬ - আল লুলু ওয়াল মারযান,খং১, হাদীস নং-৮৯৯।

১২৭ - কিতাবুন নিকাহ, বাব আল আমর বি ইজাবাতি দায়ী ইলা দাওয়া।

عن ابی هريرة (رضى الله عنه) ان النبی (صلی الله عليه وسلم) قال شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله عزوجل و رسوله (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিকৃষ্ট খাবার হল ঐ ওলীমার খাবার যেখানে আসতে আগ্রহীদেরকে বাধা দেয়া হয়, আর যারা আসতে চায়না তাদেরকে ডাকা হয় এবং যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।" (মুসলিম)[১২৮]

মাসআলা-৯৬ঃ যে দাওয়াতে হারাম কাজ (নাচ,গান ছবি উঠানো ইত্যাদি) হয়ে থাকে বা হারাম জিনিস (মদপান) করা হয় তাতে অংশগ্রহণ করা হারামঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر (رواه احمد)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন এমন খাবার অনুষ্ঠানে না বসে যেখানে মদ রাখা হয়েছে।" (আহমদ)[১২৯]

دعا ابن عمر (رضى الله عنهما) ابا ايوب فراى فى البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر (رضى الله عنهما) غلبنا عليه النساء من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليك والله لا اطعم لكم طعاما فرجع (ذكره البخارى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দাওয়াত দিল, তিনি ঘরের দেয়ালে ছবি যুক্ত পর্দা দেখতে পেলেন, তখন আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললঃ মেয়েরা আমাকে একাজ করতে বাধ্য করেছে, আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ আমার আশন্কা ছিল যে একাজ হয়ত অন্য কেউ করেছে, কিন্তু তুমি একাজ করবে তা আমি চিন্তাও করি নাই, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার খাবার খাব না এ বলে তিনি ফিরে চলে গেলেন।" (বোখারী)[১৩০]

মাসআলা-৯৭ঃ গৌরব লৌকিকতাও অহংকারকারীদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা নিষেধঃ

১২৮ -আলবানী লিখিত সংক্ষিপ্ত সহীহ মুসলিম,হাদীস নং-৮২৭।

১২৯ -আলবানী লিখিত ইরওয়াউল গালীল৭/৬।

১৩০ - কিতাবুন নিকাহ, বাব হাল ইয়ার জি ইযা রায়া মুনকারা ফিদ্ দাওয়া।

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال ان النبى (صلى الله عليه وسلم) نهى عن طعام المتباريين ان يؤكل (رواه ابوداود)

অর্থঃ " ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গৌরব ও অহংকারকারীদের খাবারে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" (আবুদাউদ)[১৩১]

***

১৩১ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-৩১৯৩।

النظر الى المخطوبة
পাত্রী দেখা

মাসআলা-৯৮ঃ বিয়ের পূর্বে পাত্রী দেখা বৈধঃ

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل (رواه ابوداود)

অর্থঃ "জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন যেন সে সম্ভব হলে তাকে দেখে।" (আবুদাউদ)[১৩২]

মাসআলা-৯৯ঃ ঘরের প্রতিদিনের কাজে সচরাচর প্রকাশিত হয় এমন অঙ্গ যেমন হাত এবং চেহারা ব্যতীত পাত্রীর অন্য কোন অঙ্গ দেখা বা দেখানো নিষেধঃ

عن ابى هريرة(رضى الله عنه) قال كنت عند النبى (صلى الله عليه وسلم) فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انظرت اليها؟ فقال لا قال فاذهب فانظر فان فى اعين الانصار شيئا (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ছিলাম, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আসল এবং তাঁকে বলল যে সে এক আনসারী মেয়েকে বিয়ে করেছে, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি মেয়েকে দেখেছ? সে বললঃ না, তিনি বললেনঃ যাও দেখ গিয়ে, কেননা আনসারদের চোখে দোষ থাকে।" (মুসলিম)[১৩৩]

মাসআলা- ১০০ঃ গাইর মাহ্‌রাম নারী (যারা সাথে বিয়ে বৈধ) তার সাথে একা সাক্ষাত করা বা কথা বলা, বা তার পাশে বসা নিষেধঃ

عن عقبة بن عامر (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) افرأيت الحمو، قال الحمو الموت (رواه البخارى)

অর্থঃ" ওকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নারীদের সাথে একা একা দেখা করা থেকে বিরত থাক, এক

১৩২- আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ; ১, হাদীস নং-১৮৩২।

১৩৩- কিতাবুন নিকাহ, বাব নদবু মান আরাদা নিকাহুল মারআ আন ইয়ান যুরা ইলা ওজহিহা ওয়া কাফফাইহা।

আনসারী বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেবরের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বললেনঃ দেবর তো মৃত্যু (তুল্য)।" (বোখারী)[১৩৪]

নোটঃ আরবী ভাষায় হামু শব্দটি স্বামীর সমস্ত নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে ব্যবহার হয়,যেমনঃ স্বামীর আপন ভাই, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই ইত্যাদি।

عقبة بن عامر(رضى الله عنه) قال لا يدخلون الرجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان (رواه الترمذى)

অর্থঃ" ওকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে যখন একা একী সাক্ষাত করে, তখন শয়তান তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে থাকে।"(তিরমিযী)[১৩৫]

মাসআলা-১০১ঃ গাইর মাহরাম মেয়ের সাথে হাত মেলানো নিষেধঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت ما مس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيده امرأة قط الا ان يأخذ عليها فاذا اخذ عليها فاعطته قال اذهبى فقد بايعتك (رواه مسلم)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাত কখনো কোন নারী স্পর্শ করে নাই, তবে তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন, যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করত, তখন তিনি তাদেরকে বলতেনঃ যাও আমি তোমাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছি।"(মুসলিম)[১৩৬]

মাসআলা-১০২ঃ যখন নারী বে-পর্দা হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুরুষের সামনে আসে তখন শয়তানের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করা সহজ হয়ঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ নারী পর্দা (নারীর সর্বাঙ্গ পর্দা করার মত) যখন সে (বে-পর্দা হয়ে) বের হয়, তখন শয়তান তাকে ভাল করে দেখে নেয়।" (তিরমিযী)[১৩৭]

---

১৩৪ - কিতাবুল গোসল বাব আন নাহি আনিননযরি ইলা আওরাতির রাজুলি ওয়াল মারয়া।

১৩৫ - কিতবুন নিকাহ, বাব লা ইয়াখলুওয়ান্না রজুলু বি ইমরায়া ইল্লা যু মাহরাম।

১৩৬ - কিতাবুল ইমারা,বাব কাইফিয়াত বাইয়াতিন নিসা।

১৩৭ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ ১, হাদীস নং-৯৩৬।

مباحات النكاح

বিয়ের ক্ষেত্রে বৈধ কাজসমূহ

মাসআলা-১০৩ঃ ঈদের মাসে বিয়ে অনুষ্ঠান বৈধঃ

মাসআলা-১০৪ঃ বিয়ে এবং বাসর ভিন্ন সময়ে করা জায়েযঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت تزوجنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى شوال وبنى بى فى شوال فاى نساء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان احظى عنده منى قال وكانت عائشة(رضى الله عنها) تستحب ان تدخل نساءها فى شوال (رواه مسلم)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই আমার সাথে বাসর করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীগণের মধ্যে কে আমার চেয়ে বেশি সুভাগ্যবান ছিল? বর্ণনাকারী বলেনঃ আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পছন্দ করতেন যে তার বংশের মেয়েদের যেন শাওয়াল মাসে বিয়ে হয়।" (মুসলিম)[১৩৮]

মাসআলা-১০৫ঃ বালেগ হওয়ার পূর্বে বিয়ে হওয়া জায়েযঃ

মাসআলা-১০৬ঃ বয়সে বড় ছেলের, বয়সে ছোট মেয়ের সাথে এবং বয়সে ছোট ছেলের সাথে বয়সে বড় মেয়ের বিয়ে জায়েযঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت اليه وهى تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে যখন বিয়ে করেন, তখন তার বয়স ছিল সাত বছর, আর যখন তিনি তার সাথে বাসর করেন তখন তার বয়স ছিল নয় বছর, তার খেলনাগুলোও তার সাথেই ছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু হয় তখন সে আঠার বছর বয়স্কা ছিল।" (মুসলিম)[১৩৯]

নোটঃ উল্লেখ্য, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স ছিল ৫৪ বছর।

---

১৩৮ -আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম,হাদীসং-৮২২।

১৩৯ - কিতাবুন নিকাহ,বাব জাওয়ায তাযবিয আল আব আল বিকর, আস সাগীরা।

ممنوعات فى النكاح

বিয়েতে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

মাসআলা-১০৭ঃ যে মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং সে তা গ্রহণ করেছে ঐ মেয়েকে অন্য স্থান থেকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি তার ভায়ের বেচা-কেনা চলার সময় বেচা-কেনার প্রস্তাব দিবে না এবং কোন ব্যক্তি তার ভায়ের বিয়ের প্রস্তাব চলা কালে বিয়ের প্রস্তাব দিবে না।"(তিরমিযী)[১৪০]

মাসআলা-১০৮ঃ ইহরাম করা (হজ্বের নিয়ত) করা অবস্থায় বিয়ে করা বা বিয়ে করানো বা বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধঃ

عن عثمان بن عفان (رضى الله عنه) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم)

অর্থঃ" উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (ওমরা বা হজ্বের)ইহরাম করা অবস্থায় বিয়ে করবে না এবং করাবে না, বিয়ের প্রস্তাবও দিবে না।" (মুসলিম)[১৪১]

***

১৪০ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ১, হাদীস নং-৯০৬।

১৪১ - আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীসং-৮১৪।

ما يجوز عند الفرح

আনন্দের সময় যা যা করা বৈধ

মাসআলা-১০৯ঃ পুরুষরা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে যার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে কিন্তু রং দেখা যাবে না আর মহিলা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে যার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে না কিন্তু রং দেখা যাবেঃ

عن ابی هريرة (رضی الله عنه) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পুরুষদের সুগন্ধি হল যার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে কিন্তু রং দেখা যাবে না, আর নারীদের সুগন্ধি হল যার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে না কিন্তু রং দেখা যাবে।" (তিরমিযী)[১৪২]

মাসআলা-১১০ঃ ফিতনার আশন্কা না থাকলে ছোট মেয়েরা আনন্দের সময় এক দিক খোলা ঢোল বাজাতে পারবে, এর সাথে এমন গান গাইতে পারবে যেখানে কুফর, শিরক, ফাসেকী, অশ্লীলতা, নারীদের সুন্দৌর্য এবং যৌনতার প্রতি আহ্বান থাকবে নাঃ

عن الربيع بنت معوذ (رضى الله عنها) قالت: جاء النبى (صلى الله عليه وسلم) يدخل حين بنى على فجلس على فراشى كمجلسك منى فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائى يوم بدر اذ قالت احداهن وفينا نبى يعلم ما فى غد فقال دعى هذه وقولى بالذى كنت تقولين (رواه البخارى)

অর্থঃ" রাবি বিনতু মুওয়ায়েয (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার বিয়ের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে আমার বিছানায় এমনভাবে বসলেন যেমন তুমি বসে আছ, তখন আমাদের কিছু বাচ্চা ঢোল বাজাতে ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আমার কিছু আত্মীয়ের বীরত্বের কথা গাইতে ছিল, বাচ্চা মেয়েদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, আমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি গায়েব সম্পর্কে জানেন, তিনি একথা শুনে বললেনঃ এ অংশটি বাদ দাও এবং এটা ব্যতীত আর যা তোমরা বলতে ছিলে তা বলতে থাক।" (বোখারী)[১৪৩]

---

১৪২ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ১, হাদীস নং-৯০৬।

১৪৩ - কিতাবুন নিকাহ, বাব জারবুদুফ ফি নিকাহি ওয়াল ওলীমা।

মাসআলা-১১১ঃ মেয়েদের জন্য স্বর্ণের অলংকার এবং রেশমী পোশাক পরিধান করা জায়েযঃ

عن ابى موسى (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال احل الذهب و الحرير لاناث امتى وحرم على ذكورها (رواه النسائى)

অর্থঃ" আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমার উম্মতের নারীদের জন্য স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড় ব্যবহার করা হালাল করা হয়েছে, আর আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। (নাসায়ী)[১৪৪]

মাসআলা-১১২ঃ সাদা চুলে মেন্দী এবং মেটে রং মেশানো জায়েযঃ

عن ابى ذر (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان احسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم (رواه ابوداود وابن ماجة)

অর্থঃ" আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃসাদা চুল রঙ্গিন করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল মেন্দী এবং মেটে রং দিয়ে পরিবর্তন করা।" (আবুদাউদ,ইবনু মাযা)[১৪৫]

***

১৪৪ - আলাবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খঃ ৩, হাদীস নং-৪৭৫৪।

১৪৫ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-৩৫৪২।

مالايجوز عند الفرح

আনন্দের সময় যে যে বস্তু নাজায়েয

মাসআলা-১১৩ঃ চুলে জোড়া লাগানো ওয়ালাদের প্রতি অভিসম্পাতঃ

মাসআলা-১১৪ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী ব্যাপারে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুসরণ করা জায়েয নয়ঃ

عن عائشة(رضى الله عنها) ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها فتمعط شعر راسه فجائت الى النبى (صلى الله عليه وسلم) فذكرت ذلك له فقالت ان زوجها امرنى ان اصل فى شعرها فقال: لالانه قد لعن المؤصلات (رواه البخارى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে, অসুস্থতার কারণে তার মাথার চুল পড়ে যাচ্ছিল, সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে অভিযোগ করল যে, তার স্বামী আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যে আমি যেন তার চুলে জোড়া লাগিয়ে দেই, (আমি কি তা করব?) তিনি বললেনঃ তুমি এরূপ করবে না, কেননা যারা চুল জোড়া দিয়ে দেয় তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।" (বোখারী)[১৪৬]

মাসআলা-১১৫ঃ সোনা এবং চাঁদির প্লেটে পানা-হার কারীরা তাদের পেটে আগুন ডুকাইতেছেঃ

عن ام سلمة (رضى الله عنها) من شرب فى اناء من ذهب او فضة فانما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم (رواه مسلم)

অর্থঃ "উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সোনা ও চাঁদির পাত্রে পানা-হার করল, সে অবশ্যই তার পেটে জাহান্নামের আগুন ডুকাল।" (মুসলিম)[১৪৭]

মাসআলা-১১৬ঃ স্বর্ণের আংটি ব্যবহারকারী পুরুষ তার হাতে আগুনের আংগরা ব্যবহার করলঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) راى خاتما من ذهب فى يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعتمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها فى يده (رواه مسلم)

---

১৪৬ - কিতাবুন নিকাহ,বাব লাইউতিয়ু মারআত যাওযিহা ফি মা'সিয়াতিহি।

১৪৭ - কিতাবুল্লিবাস ওয়াযযিনা,বাব তাহরীম ইস্তে'মাল আওয়ানী আযাহাব ওয়াল ফিয্যা।

অর্থঃ "ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জন পুরুষ লোকের হাতে একটি আংটি দেখতে পেলেন, তিনি তার হাত থেকে ঐ আংটি খুলে ফেলে দিলেন, এর পর বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিজের হাতে আগুনের আংরা রাখতে পছন্দ করে? তাহলে সে যেন স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করে।"[১৪৮]

মাসআলা-১১৭ঃ পুরুষদের টাখনার নিচে কাপড় পরিধান করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال ما اسفل من الكعبين من الازار فى النار (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কাপড়ের যে অংশটি টাখনার নিচে গেল (শরীরের সে অংশটি) জাহান্নামে যাবে।" (বোখারী)[১৪৯]

মাসআলা-১১৮ঃ অপরের সামনে নিজের গৌরব ও অহংকার করার শাস্তিঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال بينما رجل يتبختر يمشى فى برديه قد اعجبته نفسه فخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এক ব্যক্তি দু'টি চাদর পরিধান করে অহংকার করে চলতে ছিল, আর নিজে নিজে এ দামী চাদর নিয়ে গৌরব করছিল, আল্লাহ্ তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিলেন, সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসতে থাকবে।" (মুসলিম)[১৫০]

মাসআলা-১১৯ঃ পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা হারামঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১১১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১২০ঃ শরীরে উল্কী অঙ্কন কারিণীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নতঃ

মাসআলা-১২১ঃ যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রুর চুল উঠানো বা উঠিয়ে দেয় ঐ সমস্ত নারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নতঃ

---

১৪৮ - আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম,হাদীসং-১৩৭২।

১৪৯ - কিতাবুল লিবাস,বাব মা আসফালাল কা'বাইন ফাহুয়া ফিন্নার।

১৫০ - কিতাবুল লিবাস, বাব তাহরিমি তাবাখতুর ফির মাসি মায়া ইযাবিহি ।

মাসআলা-১২২ঃ সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ঘর্ষণ করে সরু কারিণী এবং যে তা করায় তাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নতঃ

عن عبد الله ابن مسعود (رضى الله عنه) لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، مالى لا العن من لعن النبى (صلى الله عليه وسلم)؟ وهو فى كتاب الله (ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এমন নারীদের প্রতি যারা শরীরের অংগে উল্কি অঙ্কন কারিণী, সুন্দৌর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণ কারিণী, চোখের পাতা বা ভ্রুর চুল উৎপাটন কারিণী এবং এভাবে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়ন কারিণীদের প্রতি, জনৈক মহিলা ইবনু মাসউদ কে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেনঃ যাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন আমি তাকে কেন লা'নত করব না? আর এটাতো কোরআ'নেও আছে আল্লাহ্ বলেছেনঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেয়, তোমরা তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।" (বোখারী)[১৫১]

নোটঃ মেন্দী দিয়ে মেয়েরা শরীরে ফুল অন্কন করতে পারবে।

মাসআলা-১২৩ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে যারা ছবি উঠায় তাদের প্রতিঃ

عن عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে কঠিন শাস্তির হকদার হবে তারা যারা ছবি উঠায়।" (বোখারী)[১৫২]

মাসআলা-১২৪ঃ যারা এমন শর্ট পোশাক পরিধান করে যার ফলে শরীরের অঙ্গ বুঝা যায়, বা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করে যার ফলে শরীর দেখা যায়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে নাঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات

১৫১ - কিতাবুল লিবাস,বাব তাহরিম ইস্তে'সাল আয জাহাব ওয়াল ফিয্যা।

১৫২ -কিতাবুল লিবাস বাব আযাবুল মোসাওরিন ইয়ামুল কিয়ামা।

عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولايجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا كذا (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামীদের এমন দু'টি দল রয়েছে, যাদের আমি দেখিনি, তাদের এক দলের সাথে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, তারা তা দিয়ে লোকদেরকে তারা মারতে থাকবে, আর এক দল হবে নারীদের, তারা পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্বেও উলঙ্গ থাকবে, গর্বের সাথে নৃত্বের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথ চলবে, বুখতী উটের উঁচু কুঁজের মত করে খোঁপা বাঁধবে, এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমন কি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।" (মুসলিম)[১৫৩]

মাসআলা-১২৫ঃ নারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বনকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন কারিনী নারীদের প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেনঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال(رواه احمد وابوداود وابن ماجة والترمذى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন ঐ সমস্ত নারীদের প্রতি, যারা পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে, আর ঐ সমস্ত পুরুষদের প্রতি যারা নারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে।" (আহমদ,আবুদাউদ,ইবনু মাযা,তিরমিযী)[১৫৪]

মাসআলা-১২৬ঃ মদ ক্রয় কারী, পান কারী, পরিবেশন কারী সকলের প্রতি লা'নত কার হয়েছেঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعنت الخمر على عشرة اوجه بعينها وعارضها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها وشاربها وساقيها (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মদের কারণে দশ প্রকার লোকের প্রতি লা'নত করা হয়েছে,

---

১৫৩ - কিতাবুল লিবাস,বাবুত্ তাসবীর।

১৫৪ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ২, হাদীস নং-২২৩৫।

(১)তা সংগ্রহ কারী(২)তা তৈরী কারী, (৩) যার জন্য তৈরী করা হয় (৪)বিক্রয় কারী(৫)ক্রয় কারী(৬)বহন কারী(৭)যার জন্য বহন করা হয়(৮) মদের পয়শা যে ভক্ষণ করে(৯) মদ যে পান করে (১০) মদ যে পরিবেশন করে।"(ইবনু মাযা)[১৫৫]

মাসআলা-১২৭ঃ নারীদের সুগন্ধী ব্যবহার করে পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধঃ

عن ابی موسی الاشعری (رضی الله عنه) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ایما امراة استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فهی زانیة (رواه النسائی)

অর্থঃ" আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে নারী আতর ব্যবহার করে এবং পুরুষদের পাশ দিয়ে এজন্য অতিক্রম করে যে তারা যেন তার ঘ্রাণ পায়, তাহলে ঐ নারী ব্যভিচারিনী।"(নাসায়ী)[১৫৬]

মাসআলা-১২৮ঃ দাড়ি ছাটা নিষেধঃ

عن ابن عمر (رضی الله عنهما) ان رسول الله (صلی الله علیه وسلم) امر باحفاء الشوارب و اعفاء اللحی (رواه الترمذی)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন গোফ ছাঁটতে এবং দাড়ি ছাড়ার জন্য । (তিরমিযী)[১৫৭]

মাসআলা-১২৯ঃ চল্লিশ দিনের বেশি সময় পর্যন্ত নখ না কাটা নিষেধঃ

عن انس بن مالك(رضی الله عنه) عن النبی(صلی الله علیه وسلم) انه وقت لهم فی کل اربعین لیلة تقلیم الاظفار واخذ الشارب وحلق العانة (رواه الترمذی)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের জন্য নখ কাটা, গোফ ছাটা এবং নাভীর নিচের চুল পরিষ্কারের জন্য চল্লিশ দিন সময় নির্ধারণ করেছেন।" (তিরমিযী)[১৫৮]

মাসআলা- ১৩০ঃ নারীদের, বেপর্দা অবস্থায় পুরুষদের সামনে আসা নিষেধঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১০২ নং মাসআলা দ্রঃ।

---

১৫৫ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ২,হাদীস নং-২৭২৫।

১৫৬ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খঃ৩, হাদীস নং-৪৭৩৭।

১৫৭ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ২, হাদীস নং-২২।

১৫৮ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ২, হাদীস নং-২২১৫।

মাসআলা-১৩১ঃ মেয়েদের পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করা নিষেধঃ

عن ام سلمة (رضى الله عنها) زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) قالت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس (رواه النسائى)

অর্থঃ" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ ঐ ঘরে ফেরেশ্তা প্রবেশ করেনা যেখানে ঘুঙুর থাকে, ঘন্টা থাকে এবং ঐ সমস্ত লোকদের সাথেও ফেরেশ্তা থাকেনা যারা ঘন্টা ব্যবহার করে।"(নাসায়ী)[১৫৯]

মাসআলা-১৩২ঃ কুফর , শিরক, ফিসক, অশ্লীলতা, নারীদের সুন্দৌর্য এবং যৌনতাকে আকর্ষণ কারী কবিতা আবরিত করা বা শোনা নিষেধঃ

عن ابى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال بينما نحن نسير مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)بالعرج اذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خذوا الشيطان او امسكو الشيطان لان يمتلى جوف رجل قيحا خير له من ان يمتلى شعرا (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা আরজ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে পথ অতিক্রম করছিলাম, এক কবি কবিতা আবরিতি করতে করতে সামনে আসছিল, তখন তিনি বললেনঃ এ শয়তানকে ধর, বা বললেনঃ এ শয়তানকে দূর কর, এর পর বললেনঃ এধরণের অশ্লীল কবিতা মুখে আনার চেয়ে বমি করা অনেক ভাল।"(মুসলিম)[১৬০]

মাসআলা-১৩৩ঃ নারী ও পুরুষের জন্য কাল রংয়ের খেজাব ব্যবহার করা নিষেধঃ

عن ابن عباس(رضى الله عنهما) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يكون قوم يخضبون فى آخر الزمان بالسود كحواصل الحمام لايريحون رائحة الجنة (رواه ابوداود والنسائى)

---

১৫৯ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খঃ৩, হাদীস নং-৪৭১৮।

১৬০ -কিতাবুসসে'র।

অর্থঃ "ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শেষ যামানায় এমন কিছু লোক হবে, যারা কবুতরের পাকস্থলির ন্যায় কাল খেজাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"(আবুদাউদ, নাসায়ী)[১৬১]

মাসআলা- ১৩৪ঃ নারী ও পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠানাদীকে গুরুত্ব দেয়া নিষেধঃ

মাসআলা-১৩৫ঃ গান বাজনা করা এবং তা শোনা কানের ব্যভিচারঃ

মাসআলা-১৩৬ঃ গাইর মাহরাম নারী পুরুষের একে অপরের সাথে কথা বলা একে অপরকে স্পর্শ করা, এক সাথে উঠা বসা করা নিষেধঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك لا محالة فالعينان زناهما النظر، والاذنان زناهم الاستمتاع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى و يصدق ذالك الفرج ويكذبه (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আদম সন্তানের প্রতি ব্যভিচারের পরিমান লিখা আছে, যা সে অবশ্যই করবে তা থেকে বাঁচতে পারবে না। চোখের ব্যভিচার (গাইর মাহরামের প্রতি তাকানো) কানের ব্যভিচার (হারাম কথা) শোনা, মুখের ব্যভিচার (অশ্লীল)কথা বলা, হাতের ব্যভিচার (হারাম জিনিস)স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার(হারাম পথে) চলা, মনের ব্যভিচার (হারামের)কল্পনা করা। লজ্জাস্থান এ বিষয়গুলোকে হয় সত্য করে বাস্তবায়ন করে, অন্যথায় প্রত্যাক্ষাণ করে।" (মুসলিম)[১৬২]

মাসআলা-১৩৭ঃ গান বাজনা এবং নৃত্য কারীদের প্রতি শাস্তি আসবে আর না হয় আল্লাহ্ তাদরেকে বানর ও শুয়রে পরিণত করবেনঃ

عن ابى مالك الاشعرى (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليشربن ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير(رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মদ পান করবে,

---

১৬১ -আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ;৩, হাদীস নং-৩৫৪৮।

১৬২ -কিতাবুল ইমারাত, বাব কাইফিয়াত বাইয়াতুন নিসা।

কিন্তু তারা মদকে অন্য নামে আক্ষ্যায়িত করবে, তাদের কাছে বাদ্য যন্ত্র বাজবে, গায়িকারা গান গাইবে আল্লাহ্ তাদেরকে যমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন, আর তাদের কিছুকে বানর এবং শুয়রে পরিণত করবেন।" (ইবনু মাযা)[১৬৩]

عن عمران بن حصين (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فى هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)! متى ذاك قال اذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور (رواه الترمذى)

অর্থঃ" ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এ উম্মতের মাঝে যমিনের ধ্বস হবে, চেহারা পরিবর্তন করা হবে, আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তা কখন হবে? তিনি বললেনঃ যখন গান গায়িকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, বদ্যযন্ত্র বিস্তার লাভ করবে, মদ পান করা হবে।" (তিরমিযী)

বিয়ে সংক্রান্ত কিছু বিষয় যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়ঃ

১- বিয়ের পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য পয়শা উঠানো।

২- মেয়ের পক্ষ থেকে ছেলের পক্ষের জন্য অনিষ্ট কর কিছু নিয়ে যাওয়া।

৩- বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় ছেলেকে স্বর্ণের আংটি পরানো।

৪- মেন্দী এবং হলুদের অনুষ্ঠান করা।

নোটঃ বর কনের মেন্দী ব্যবহার করা জায়েয কিন্তু এজন্য অনুষ্ঠান করা গান বাজনা করা নিষেধ।

৫- ছেলে এবং মেয়েকে সালামী দেয়া নিষেধ।

৬- বিয়ের পূর্বে বর কনে একে অপরকে মাহরাম মনে করা নিষেধ।

৭- ৩২ টাকা মোহর নির্ধারণ করা এবং স্বামীর সাধ্যের বাহিরে মোহর নির্ধারণ করা।

৮- মেয়ের ঘর তৈরীর জন্য যৌতু দেয়া নিষেধ।

৯- যৌতুক চাওয়া নিষেধ।

১০- বর-কনের মতির টোপর ব্যবহার করা।

১১- বরযাত্রী অধিক পরিমানে আসা।

১২- বরযাত্রীর সাথে গান বাজনার দল জাওয়া

১৬৩- আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, খঃ২, হাদীস নং-৩২৪৭।

১৩- বিয়ের খুতবার পূর্বে ছেলে এবং মেয়েকে কালিমা শাহাদাত পড়ানো।

১৪- বিয়ের পর উপস্থিত লোকদের সামনে শুকনা খেজুর বিছিয়ে দেয়া।

১৫- বরের জুতা চুরী করা এবং পয়শা নিয়ে তা ফেরত দেয়া।

১৬- মেয়েকে কোরআ'নের ছায়া দিয়ে ঘর থেকে বের করা।

১৭- মুখ দেখানো এবং কোলে নেয়ার পয়শা আদায় কারা।

১৮- বিয়ের দু'চার দিন পর কনের কোন নিভৃত স্থানে অবস্থান করা।

১৯- মোহাররম এবং ঈদের মাস সমূহে বিয়ে অনুষ্ঠান না করা।

২০- নিজের সাধ্যের অধিক পরিমান খরচ করে অলীমা অনুষ্ঠান করা।

২১- ইউনিয়ন কাউন্সিলে রেজিষ্ট্রেশন ব্যতীত বিয়ে বা ত্বালাক গ্রহণ যোগ্য হবে না বলে বিশ্বাস করা।

২২- নাচ গানের ব্যবস্থা থাকা।

২৩- নারী পুরুষের পৃথক পৃথক বা সম্মিলিত ছবি উঠানো বা ভিডিও করা নিষেধ।

২৪- কোরআ'ন মাজীদ দিয়ে বিয়ে করানো।[১৬৪]

২৫- বিয়ের সময় মসজিদের জন্য কিছু পয়শা উঠানো নিষেধ।

২৬- ছেলের পক্ষের লোকদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কাজের লোকদেরকে তা দেয়া নিষেধ।

২৭- ত্বালাকের নিয়েতে বিয়ে করা নিষেধ।

২৮- পেটে সন্তান থাকা অবস্থায় বিয়ে করা নিষেধ।

২৯- দ্বিতীয় বিয়ের জন্য প্রথম স্ত্রীর নিকট অনুমতি নেয়া নিষেধ।

***

১৬৪ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ;২, হাদীস নং-১৮৬৬।

الادعية فى الزواج

বিয়ে সংক্রান্ত দুয়াসমূহ

মাসআলা ১৩৮ঃ বিয়ের পর বরকতের জন্য এ দুয়া করা উচিতঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) كان اذا رفّأ الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير (رواه ابوداود)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বরকতের জন্য এবলে দুয়া করতেন" আল্লাহ্ তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল মহাব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ প্রদান করুন।"(আবুদাউদ)[১৬৫]

মাসআলা-১৩৯ঃ প্রথম সাক্ষাতে স্বামীকে তার স্ত্রীর জন্য নিম্নোক্ত দুয়া করতে হবেঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما فليقل (اللهم انى اسئلك خيرها وخيرما جبلتها عليه و اعوذبك من شرها وشرما جبلتها عليه) (رواه ابوداود)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিয়ে করে বা কোন দাস ক্রয় করে তখন যেন সে এ দুয়া পড়ে ঃ

" হে আল্লহ্ আমি তোমার নিকট তার(স্ত্রী বা কৃতদাসের) কল্যাণের প্রার্থনা করি এবং প্রার্থনা করি তার ঐ কল্যাণময় স্বভাবের যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ঠ থেকে এবং তার আদীম প্রবৃত্তির অকল্যাণ থেকে, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ।" (আবুদাউদ)[১৬৬]

***

১৬৫ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খঃ২, হাদীস নং-১৮৯২।

آداب المباشرة

সহবাসের আদব

মাসআলা-১৪০ঃ সহবাসের পূর্বে নিম্নোক্ত দুয়া পড়া সুন্নাতঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو ان احدكم اراد ان يأتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره شيطان (متفق عليه)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায়, সে যেন বলেঃ আল্লাহ্র নামে (আমরা মিলন করছি) হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে দূরে রাখ, আর আমাদেরকে তুমি এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।" (বোখারী ও মুসলিম)[১৬৭]

মাসআলা-১৪১ঃ পাপ থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সোয়াবের কাজঃ

عن ابى ذر(رضى الله عنه) ان ناسا من اصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) قالوا للنبى (صلى الله عليه وسلم) يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ! يأتى احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضع فى حرام اكان عليه فيها وزر؟ فكذالك اذا وضعها فى الحلال كان له اجر(رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তার যৌন চাহিদা পূরণ করে, এতে কি তার সোয়াব হবে? তিনি বললেনঃ বল যদি তারা হারাম ভাবে তাদের যৌন চাহিদা পূরণ করত, তাহলে কি তাদের পাপ হত না? তারা বললঃ হাঁ হত। তিনি বললেনঃএমনিভাবে যখন সে হালাল ভাবে তার যৌন চাহিদা পূরণ করবে তখন তার সোয়াব হবে।" (মুসলিম)[১৬৮]

মাসআলা-১৪২ঃ দ্বিতীয় বার সহবাস করার পূর্বে অজু করা মোস্তাহাবঃ

---

১৬৭ - আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীসং-৫৪৫।

১৬৮- সহীহ মুসলিম।

عن ابى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا آتى
احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুসাইদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর নিকট সহবাস করে এবং দ্বিতীয় বার সহবাস করতে চায় সে যেন অজু করে।" (মুসলিম)[১৬৯]

মাসআলা-১৪৩ঃ বৃহস্পতিবারে রাতে সহবাস করা মোস্তাহাবঃ

عن اوس بن عوس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من
اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمعوانصت كان له بكل خطوة يخطوها
اجر سنة صيامها وقيامها (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আউস বিন আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করে এবং (স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে)তাকেও গোসল করায়, (জুমার নামাযের) জন্য আগে ভাগে মসজিদে চলে আসে, খতীবের নিকটবর্তী স্থানে বসে মনযোগদিয়ে খুতবা শ্রবণ করে, চুপ থাকে, সে মসজিদে আসা এবং যাওয়ার সময় প্রতি কদমে কদমে এক বছর রোযা রাখা এবং এক বছর নামায পড়ার সমান সোয়াব পাবে।" (তিরমিযী)[১৭০]

মাসআলা-১৪৪ঃ বাচ্চাকে দুধ পান করানোর সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধঃ

عن جذامة بنت وهب (رضى الله عنها) قالت حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
فى اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت فى الروم وفارس فاذا هم
يغلبون اولادهم فلا يضر اولادهم شيئا (رواه مسلم)

অর্থঃ" জুযামা বিনতু ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি লোকদের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি বললেনঃ আমি চাইতেছিলাম যে লোকদেরকে গাইলা (বাচ্চাকে দুধ পান করানোর বয়সে) স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে নিষেধ করব। কিন্তু আমি দেখলাম রোম এবং পারশ্যের লোকেরা তা করে এবং তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না, (তখন আমি নিষেধ করা থেকে বিরত থাকলাম)।" (মুসলিম)[১৭১]

---

১৬৯ - আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম,হাদীসং-১৬৪।
১৭০- আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ১, হাদীস নং-৪১০।
১৭১ - আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম,হাদীসং-১৬৪।

মাসআলা-১৪৫ঃ দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা জায়েযঃ

عن ابی هريرة(رضى الله عنه) عن النبی (صلى الله عليه وسلم) قال لا تحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه (رواه البخاری)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ স্ত্রীর জন্য জায়েয নয় যে সে তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে।" (বোখারী)[১৭২]

মাসআলা-১৪৬ঃসহবাসের পর স্বামী স্ত্রীর একে অপরের গোপন কথা প্রকাশ করা নিষেধঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ২০০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৪৭ঃ স্ত্রীর সাথে পায়খানার রাস্তা ব্যতীত তার সামন এবং পিছন দিক দিয়ে সহবাস কারা জায়েযঃ

عن ابی المنكدر (رضى الله عنه) انه سمع جابر(رضى الله عنه) يقول كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبر فی قبلها كان الولد احول فنزلت (نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم)(رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুল মুনকাদের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেনঃ ইহুদীরা বলত যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক থেকে যোনিপথ দিয়ে সহবাস করলে, সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল"তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদের সাথে সহবাস কর।" (সূরা বাক্বারা -২২৩)।

মাসআলা-১৪৮ঃ ফরয গোসলের পূর্বে শুইতে চাইলে ওজু করে শোয়া মোস্তাহাবঃ

عن عائشة(رضى الله عنها) قالت كان النبی (صلى الله عليه وسلم) اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة (رواه البخاری)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয গোসলের আগে শুইতে চাইলে তিনি লজ্জাস্থান ধৌত করে নামাযের ওযুর মত ওযু করতেন।" (বোখারী)[১৭৩]

---

১৭২ - যোবাইদী লিখিত মোখতার সহীহ বোখারী,হাদীস নং-১৮৬০।

১৭৩ - কিতাবুল গোসলা, বাবুল জুনব ইয়াতাওয়ায্যা সুম্মা ইয়ানাম।

মাসআলা-১৪৯ঃ চিকিৎসার প্রয়োজনে আযল (যোনিপথের বাহিরে) বীর্যপাত করা বৈধ অন্যথায় নয়ঃ

عن جزامة بنت وهب(رضى الله عنها) اخت عكاشة بن محصن (رضى الله عنه) قالت حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى اناس سالوه عن العزل فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ذاك الواد الخفى (رواه مسلم)

অর্থঃ" জুযামা বিনতু ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ওক্কাসা বিন মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বোন, তিনি বলেনঃ আমি কিছু লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম, তারা তাঁকে আযল(যোনি পথের বাহিরে বীর্যপাত করা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেনঃ তাহল বাচ্চাকে গোপন ভাবে হত্যা করা।" (মুসলিম)[১৭৪]

عن ابى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال ذكر العزل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك اخدكم (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আযলের কথা উল্লেখ করা হল, তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ কেন তা করে অথচ বলে না, তোমাদের কেউ তা করবে না।" (মুসলিম)[১৭৫]

নোটঃ স্ত্রী সহবাসের সময় বীর্যপাতের পূর্ব মূহর্তে তার যৌনাঙ্গের বাহিরে বীর্যপাত করাকে আযল বলা হয়।

মাসআলা-১৫০ঃ হায়েয ও নেফাসের সময় সহবাস করা নিষেধঃ

عن ابى هريرة(رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال من اتى حائضا او امراة فى دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وسلم) (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হায়েযের সময় সহবাস করে বা স্ত্রীর পায়খানার রাস্তায় সহবাস করে বা গণকের নিকট যায়, সে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার সাথে কুফরী করল।" (মুসলিম)[১৭৬]

---

১৭৪ - আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীসং-৮৩৫।

১৭৫ - কিতাবুন নিকাহ, বাব হুকমুল আযল।

১৭৬ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ ১, হাদীস নং-১১৬।

মাসআলা-১৫১ঃ হায়েয বা নেফাস শেষ হওয়ার পর গোসল করার পূর্বে সহবাস করা নিষেধঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال اذا كان دما احمر فدينار واذا كان داما اصفر فنصف دينار (رواه الترمذى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ হায়েয বা নেফাসের রক্ত যদি লাল রংয়ের হয়, তাহলে ঐ অবস্থায় সহবাস করলে এর কাফ্‌ফারা হবে ১দীনার স্বর্ণ। আর যদি রক্তের রং হলুদ হয়, তাহলে তার কাফ্‌ফারা হবে অর্ধ দীনার।" (তিরমিযী)[১৭৭]

নোটঃ এক দীনার = চার গ্রাম।

মাসআলা-১৫২ঃ স্ত্রীর সাথে পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করা নিষেধঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ملعون من اتى امراته فى دبرها (رواه احمد)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।" (আহমদ)[১৭৮]

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا ينظر الله الى رجل آتى امراة فى الدبر (رواه الترمذى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন ,তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না, যে তার যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য কোন পুরুষের কাছে আসে, বা মেয়েদের সাথে তাদের পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করে।" (তিরমিযী)[১৭৯]

মাসআলা-১৫৩ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকলে স্ত্রীর তা প্রত্যাক্ষাণ করা অনুচিতঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৬৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৫৪ঃ ফরয গোসলের সুন্নাতী পদ্ধতী নিম্ন রূপঃ

---

১৭৭ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ ১, হাদীস নং-১১৮।

১৭৮ - আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, খঃ২, হাদীস নং-৩১৯৩।

১৭৯ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ ১, হাদীস নং-৯৩০।

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغتسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغتسل فرجه ثم يتوضا ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه فى اصول الشعر حتى اذا راى ان قد استبرأ ثم حفن على راسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه (متفق عليه)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফরয গোসল করতেন, তখন প্রথমে উভয় হাত ধুতেন, এর পর বাম হাতে ডান হাতের উপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন, এর পর ওযু করতেন, এর পর পানি নিয়ে হাতের আঙ্গুলসমূহ দিয়ে চুলের গোড়াসমূহ ভাল করে ধুতেন, এর পর মাথায় তিন বার পানি ঢালতেন, এর পর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। শেষে এক বার উভয় পা ধৌত করতেন।" (মুসলিম)[১৮০]

***

১৮০ -সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, বাব সিফাত গাসলিল জাবনাবা।

صفات الزوج الامثل

আদর্শ স্বামীর গুণাবলী

মাসআলা-১৫৫ঃ স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণকারী ব্যক্তি উত্তম স্বামীঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى واذا مات صاحبكم فدعوه (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। যখন তোমাদের সাথী মারা যাবে তখন তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবে।"(তিরমিযী)[১৮১]

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيركم خيركم للنساء (رواه الحاكم)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।" (হাকেম)[১৮২]

মাসআলা-১৫৬ঃ স্ত্রীকে প্রহার করে না এমন বক্তি উত্তম স্বামীঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت ما ضرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خادما ولا امرأة قط (رواه ابوداود)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন কাজের লোককে বা স্ত্রীকে মারেন নাই।" (আবুদাউদ)[১৮৩]

মাসআলা-১৫৭ঃ বিপদে ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তি উত্তম স্বামীঃ

---

১৮১ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান তিরমিযী,খঃ ৩, হাদীস নং-৩০৫৭।

১৮২ - আলবানী লিখিত সহীহ্ আল জামে' আস সাগীর, খঃ ৩, হাদীস নং-৩৩১১।

১৮৩ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান আবুদাউদ, খ; ৩, হাদীস নং-৪০০৩।

عائشة (رضى الله عنها) قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ابتلى بشئ من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মেয়ে সন্তানের মাধ্যেমে পরীক্ষার সম্মুক্ষীণ হল আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করল, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কারীনি হবে।"(তিরমিযী)[১৮৪]

মাসআলা-১৫৮ঃ কন্যা সন্তানদেরকে সুশিক্ষাদাতা ব্যক্তি উত্তম স্বামীঃ

عائشة (رضى الله عنها) قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ابتلى من البنات بشئ فصبر عليهن فاحسن اليهن كن له سترا من النار (رواه مسلم)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মেয়ে সন্তানের মাধ্যেমে পরীক্ষার সম্মুক্ষীণ হল, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করল এবং তাদের সাথে ভাল আচরণ করল(সুশিক্ষা দিল) তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কারীনি হবে।"(মুসলিম)[১৮৫]

মাসআলা-১৫৯ঃ স্ত্রীর ব্যাপারে ক্ষামাশীল হওয়া কোমল আচরণকারী এবং স্ত্রীর ব্যাপারে ভাল কথা গ্রহণকারী ব্যক্তি উত্তম স্বামীঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت واستوصوا بالنساء خيرا فان المراة خلقت من ضلع وان اعوج شئ فى الضلع اعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন যখন তার সামনে কোন বিষয় আসে তখন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে, নারীদের ব্যাপারে ভাল এবং কল্যাণকর বিষয়সমূহ গ্রহণ কর, কেননা নারীদেরকে পাজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্ট করা হয়েছে, আর পাজরের হাড্ডির মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হাডিড উপরের হাড্ডি, যদি তোমরা তাকে

১৮৪ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ ২, হাদীস নং-১৫৪।

১৮৫ - কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, বাব ফাযলুল ইহসান ইলাল বানাত।

সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে, আর যদি এভাবেই থাকতে দাও তাহলে বাঁকা বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব তাদের সাথে ভাল ও কল্যাণকর আচরণ কর।" (মুসলিম)[১৮৬]

মাসআলা-১৬০ঃ পরিবার পরিজনদের প্রতি খুশি মনে খরচ করা উত্তম স্বামীর পরিচয়ঃ

عن ابى مسعود الانصارى (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: **نفقة** الرجل على اهله صدقة(رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবু মাসউদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য যা খরচ করে তা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।" (তিরমিযী)[১৮৭]

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دينار انفقته فى سبيل الله ودينار انفقته فى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذى انفقته على اهلك (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একটি দীনার যা তুমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার যা তুমি গোলাম আযাদের জন্য ব্যয় করলে, একটি দীনার যা তুমি মিসকীনদের জন্য দান করলে, একটি দীনার যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, এর মধ্যে সর্বাধিক সোয়াব হবে তাতে, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে।"(মুসলিম)[১৮৮]

মাসআলা-১৬১ঃ ঘরের কাজে কর্মে স্ত্রীর সাথে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি উত্তম স্বামীঃ

عن الاسود(رضى الله عنه) قال سالت عائشة (رضى الله عنها) ما كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يصنع فى اهله، قالت كان فى مهنة اهله فاذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة (رواه البخارى)

অর্থঃ" আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলাম যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঘরে কি কাজ

---

১৮৬ -কিতাবুন নিকাহ,বাবুল ওসিয়া বিন্নিসা।

১৮৭ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ ৩, হাদীস নং-৪০০৩।

১৮৮ - কিতাবুয্‌যাকা, বাব ফযলুন নাফাকা আলা আহল ওয়াল মামলুক।

করতেন? তিনি বললেনঃ তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং নামাযের সময় হলে উঠে চলে যেতেন।"(বোখারী)[১৮৯]

নোটঃ অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বাজার থেকে খরচ করে নিয়ে আসতেন এবং নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন।

***

১৮৯ - কিতহাবুল আদাব, বাব কাইফা ইয়াকুনুর রাজুর ফি আহলিহি।

اهمية الزوجة الصالحة

সৎ স্ত্রীর গুরুত্ব

মাসআলা-১৬২ঃ জীবন সঙ্গিনী বাছায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিতঃ

عن اسامة بن زيد(رضى الله عنهما) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: ما تركت بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء (رواه البخارى)

অর্থঃ" ওসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বড় আর কোন ফেতনা রেখে যাই নাই।" (বোখারী)[১৯০]

عن ابى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পৃথিবী অত্যন্ত মিষ্টি ও শ্যামল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করবেন, এর পর দেখবেন যে তোমরা কি আমল (কর্ম) করছ, অতএব এ মিষ্টি ও শ্যামল পৃথিবী থেকে বেঁচে থাক এবং নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক, কেননা বানী ইসরাঈলের মাঝে সর্ব প্রথম ফেতনা ছিল নারীদের ফিতনা।"(মুসলিম)[১৯১]

মাসআলা-১৬৩ঃ সতী, আল্লাহ ভীরু এবং ওয়াদা রক্ষাকারী নারী পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে মূল্যবানঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পৃথিবী একটি সম্পদ, আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হল সতী নারী।" (মুসলিম)[১৯২]

---

১৯০ -কিতাবুন নিকাহ,বাব মা ইউত্তকা মিন সুউমিল মারআ।

১৯১ - আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-৩০৮৬।

১৯২ - কিতাবুন নিকাহ বাব খাইরু মাতায়িদদুনইয়া আল মারআ আস সোয়ালেহা।

মাসআলা-১৬৪ঃ সতী স্ত্রী সুভাগ্যের নিদর্শন আর অসত স্ত্রী দুর্ভাগ্যের নিদর্শনঃ

عن سعد بن ابی وقاص (رضی الله عنه) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اربع من السعادة المراة الصالحة والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الهنیء واربع من الشقاء المرأة السو والجار السوء والمرکب السوء والمسکن الضیق (رواه احمد وابن حبان)

অর্থঃ" সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ চারটি জিনিস সুভাগ্যের নিদর্শন (১)সতী স্ত্রী (২) প্রশস্ত ঘর(৩) ভাল প্রতিবেশী(৪) ভাল যানবাহন, আর চারটি দুর্ভাগ্যের নিদর্শন (১)অসৎ স্ত্রী (২)চাপা ঘর(৩) অসৎ প্রতিবেশি(৪) খারাপ যানবাহন।"(আহমদ, ইবনু হিব্বান)[১৯৩]

মাসআলা-১৬৫ঃ নারী কম বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া সত্বেও এক জন চতুর পুরুষকে কাবু করে ফেলেঃ

عن عبد الله بن عمر (رضی الله عنهما) عن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) انه قال یامعشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی رایتکن اکثر اهل النار فقالت امراة منهن جزلة یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اکثر اهل النار قال تکثرن اللعن و تکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن قالت یا رسول الله وما نقصان العقل والدین قال اما نقصان العقل فشهادة امراتین تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمکث اللیالی ماتصلی وتفطر فی رمضان فهذا من نقصان الدین (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ হে নারীরা! সাদকা কর এবং বেশি বেশি করে তাওবা কর, আমি জাহান্নামে নারীদের পরিমান অধিক দেখেছি। নারীদের মধ্য থেকে এক জন বুদ্ধি মতি বলে উঠল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কারণ কি যে জাহান্নামে নারীদের পরিমান বেশি হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাত কর, স্বীয় স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। কম বুদ্ধি এবং দ্বীনি কাজে পিছিয়ে থাকা সত্বেও আমি একজন পুরুষকে তোমাদের চেয়ে অধিক কাবু কারী আর দেখি নাই ঐ নারী আবারো জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বুদ্ধি ও দ্বীনি কাজে পিছিয়ে থাকে কিভাবে? তিনি বললেনঃ কম বুদ্ধির প্রমাণ এইযে আল্লাহ্ দুজন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের

১৯৩ - আরবানী লিখিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, খঃ১, হাদীস নং-২৮২।

সমান করেছেন, আর দ্বীনি কাজে পিছিয়ে থাকার প্রমাণ হল তোমরা প্রতি মাসে কয়েক দিন করে নামায পড়তে পার না এবং রমযান মাসে কিছু দিন রোযা রাখতে পার না।" (ইবনু মাযা)[১৯৪]

عن عمران بن حصين (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ان اقل سكنى الجنة النساء (رواه مسلم)

অর্থঃ" ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতীদের মধ্যে নারীদের পরিমান কম।" (মুসলিম)[১৯৫]

মাসআলা-১৬৬ঃ স্ত্রী মানুষের জন্য বড় পরীক্ষাঃ

عن حذيفة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان فى مال الرجل فتنة وفى زوجته فتنة وولده (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষের সম্পদ, স্ত্রী এবং সন্তান তার জন্য পরীক্ষা।" (ত্বাবারানী)[১৯৬]

***

১৯৪ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ২, হাদীস নং-৩২৩৪।

১৯৫ -কিতাবুয্ যিকর ওয়াদ্দুয়া, বাব আকসার আহলিল জান্না ওয়ান্নার।

১৯৬ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খঃ২, হাদীস নং- ২১৩৩।

صفات الزوجة الامثلة

আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী

মাসআলা-১৬৭ঃ কুমারী, মিষ্টি ভাষী, খোশ মেজাজ, অল্পে তুষ্ট, স্বামীর মনোলোভা, অধিক সন্তান প্রসবকারী স্ত্রী উত্তম জীবন সঙ্গীনিঃ

عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عديم بن ساعدة الانصارية عن ابيه عن جده (رضى الله عنهم) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليكم بالابكار فانهن اعذب افواها وانتق ارحاما وارضى باليسير (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবদুর রহমান বিন সালেম বিন ওতবা বিন আদীম সায়েদা আনসারীয়া তার পিতা থেকে, সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা কুমারী নারীদেরকে বিয়ে কর, কেননা তারা মিষ্টি ভাষী হয়, অধিক বাচ্চা প্রসব করে,অল্পে তুষ্ট থাকে।"(ইবনু মাযা)[১৯৭]

عن جابر(رضى الله عنه) قال كنا مع النبى (صلى الله عليه وسلم) فى غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله ! انى حديث عهد بعرس قال تزوجت قلت نعم! قال ابكر ام ثيب قلت بل ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك (متفق عليه)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এক যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম, যখন আমরা ফিরছিলাম তখন মাদীনার কাছা কাছি ছিলাম, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি নুতন বিয়ে করেছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললাম হাঁ, তিনি বললেনঃ কুমারী না বিধবা? আমি বললামঃ বিধবা, তিনি বললেনঃ কুমারী কেন বিয়ে করলে না সে তোমার সাথে আনন্দ করত, আর তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।" (মোত্তাফাকুন আলাই)[১৯৮]

মাসআলা-১৬৮ঃ স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্পদ এবং নিজের ইজ্জত সংরক্ষণকারী এবং স্বীয় স্বামী ভক্ত ওয়াদা রক্ষাকারী নারী উত্তম জীবন সঙ্গীনিঃ

১৯৭ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ১, হাদীস নং-১৫০৮।

১৯৮ -আরবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, খঃ২, হাদীস নং-৩০৮৮।

عن عبد الله بن سلام (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خير النساء من تسرك اذا بصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ غيبتك فى نفسها ومالك (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ উত্তম স্ত্রী সে যার দিকে তাকালে তোমার আত্ম তৃপ্তী হয়, যাকে তুমি কোন নিদের্শ দিলে সে তা বাস্তবায়ন করে। তোমার অনপুস্থিতিতে তোমার সম্পদ এবং তার ইজ্জত রক্ষা করে।" (ত্বাবারানী)[১৯৯]

মাসআলা-১৬৯ঃ সন্তানদেরকে মোহাব্বত কারী এবং স্বামীর সমস্ত বিষয়ে বিশ্বস্ত স্ত্রী উত্তম স্ত্রীঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نساء قريش خير نساء ركبن الابل احناه على طفل وارعاه على زوج فى ذات يده (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ উটে আরোহন কারী নারীদের মধ্যে কোরাইশদের মেয়েরা উত্তম নারী, তারা বাচ্চাদের প্রতি অতি মোহাব্বত পরায়ন, স্বীয় স্বামীর সম্পদ সংরক্ষক ও বিশ্বস্ত।" (মুসলিম)[২০০]

মাসআলা-১৬৯ঃ স্বামীর যৌনচাহিদাকে মূল্যায়নকারী নারীর প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকেনঃ

عن ابى هريرة(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা প্রত্যাক্ষাণ করে, তখন তার প্রতি ঐ সত্বা অসন্তুষ্ট থাকেন যিনি আকাশে আছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ্ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়না।"(মুসলিম)[২০১]

মাসআলা-১৭০ঃ অধিক স্বামী ভক্ত নারী উত্তম জীবন সাথীঃ

---

১৯৯ - আলবানী লিখিত সহীহ্ আল জামে আস সাগীর,খঃ৩, হাদীস নং- ৩২৯৪।

২০০ - কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ফি নিসায়ী কোরাইশ।

২০১ - কিতাবুন নিকাহ, বাব তাহরিম ইমতেনায়িহা মিন ফিরাসে যাওযিহা।

নোটঃএসংক্রান্ত হাদীসটি ১০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৭১ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যত্নবান, রমযানের রোযা পালনকারী নিজের সম্ভ্রম সংরক্ষণ কারী এবং স্বামী ভক্তা নারী উত্তম জীবন সাথীঃ

عن ابی هریرة (رضی الله عنه) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب شئت (رواه ابن حبان)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে এবং স্বামীর কথা মত চলে, তাকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।"(ইবনু হিব্বান)[২০২]

মাসআলা-১৭২ঃ স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখে, স্বামীর কথামত চলে, স্বীয় জান-মাল স্বামীর জন্য ত্যাগ করে এমন নারী উত্তম জীবন সাথীঃ

عن ابی هریرة (رضی الله عنه) قال قیل یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ای النساء خیر؟ قال التی تسره اذا نظرت وتطیعه اذا امر ولا تخالفه فی نفسها ومالها بما یکره (رواه النسائی)

অর্তঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঃ কোন স্ত্রী সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তোমার আত্মতৃপ্তি হয়, যাকে তুমি কোন নির্দেশ দিলে সে তা বাস্তবায়ন করে, তুমি যা অপছন্দ কর সে তা তোমার সম্পদে এবং তার সম্ভ্রম রক্ষায় করে না।" (নাসায়ী)[২০৩]

মাসআলা-১৭৩ঃ প্রত্যেক বিষয়ে স্বামীর পরকালীন কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য কারী স্ত্রী আদর্শ স্ত্রীঃ

عن ثوبان(رضی الله عنه) لما نزل فی الفضة والذهب ما نزل قالوا فای المال نتخذ قال عمر(رضی الله عنه) فانا اعلم لکم ذلك فاوضع علی بعیره فادرك النبی (صلی الله علیه وسلم) وانا فی اثره فقال یارسول الله ای المال نتخذ فقال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزجة مؤمنة تعین احدکم علی امر الاخرة (رواه ابن ماجة)

২০২ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর,খঃ৩, হাদীস নং- ৬৭৩।

২০৩ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খঃ ২, হাদীস নং-৩০৩০।

অর্থঃ "সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন সোন চাঁদি জমা করার পরিণতি সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হল তখন সাহাবাগণ পরস্পরের মধ্যে বলতে লাগল তাহলে আমরা কোন সম্পদ জমা করব? ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ আমি তোমাদের জন্য এখনই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এ উত্তর জিজ্ঞেস করব, অতএব ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় উটে আরোহন করে দ্রুত চলল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল, আমি (সাওবান) ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে পিছনে আসতে ছিলাম, ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা কোন সম্পদ জমা করব? তিনি বললেনঃ তোমাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞ অন্তর, আল্লাহ্র স্মরণে শিক্ত যবান, মুমেনা স্ত্রী যে পরকালের ব্যাপারে তার স্বামীকে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা করে, তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত।" (ইবনু মাযা)[২০৪]

মাসআলা-১৭৪ঃ আদর্শ স্ত্রী হওয়ার জন্য চারটি অনুসরণীয় আদর্শঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خير نساء العالمين اربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون (رواه احمد والطبرانى)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ট নারী চার জন, মারইয়াম বিনতু ইমরান, খাদীজা বিনতু খুওয়াইলেদ, ফাতেমা বিনতু মোহাম্মদ, ফেরআউনের স্ত্রী আসীয়া।" (আহমদ, ত্বাবারানী)[২০৫]

***

২০৪ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, খঃ১, হাদীস নং-১৫০৫।

২০৫ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খঃ৩, হাদীস নং- ৩৩২৩।

اهمية حقوق الزوج

স্বামীর অধিকারের গুরুত্ব

মাসআলা-১৭৫ঃ যে নারী তার স্বামীর অধিকার আদায় করতে পারে না সে আল্লাহ্‌র অধিকারও আদায় করতে পারবে নাঃ

عن عبد الله بن ابی اوفی قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) والذی نفس محمد بیده لا تودی المرأة حق ربها حتی تودی حق زوجتها ولو سألها نفسها وهی علی قتب لم تمنعه (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আবু আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কম যার হাতে আমার প্রাণ! নারী তার রবের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর অধিকার আদায় করবে। নারী যদি যানবাহনে আরোহন করে আর তখন যদি তার স্বামী তাকে ডাকে, তখনও তার এ আহ্বান প্রত্যাক্ষাণ করা অনুচিত।" (ইবনু মাযা)[২০৬]

মাসআলা-১৭৬ঃ কোন নারীর পক্ষেই তার স্বামীর অধিকার পরিপূর্ণ রূপে আদায় করা সম্ভব নয়ঃ

عن ابی سعید (رضی الله عنه) عن النبی(صلی الله علیه و سلم) قال حق الزوج علی زوجته ان لو کانت به قرحة فلحستها ما ادت حقه (رواه الحاکم وابن حبان وابن ابی شیبة والدار قطنی والبیهقی)

অর্থঃ" আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য এত যে স্বামীর যদি কোন যখম হয়, আর স্ত্রী তা চেটে চেটে পরিষ্কার করে তবুও স্বামীর অধিকার আদায় হবে না।" (হাকেম, ইবনু হিব্বান, ইবনু আবি শাইবা, দারাকুতনী, বাইহাকী)[২০৭]

মাসআলা-১৭৭ঃ যে স্ত্রী তার স্বামীর হক আদায় করে না তার জন্য জান্নাতের হুরেরা বদ দুয়া করতে থাকেঃ

---

২০৬ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, খঃ১, হাদীস নং-১৫৩৩।

২০৭ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খঃ ৩, হাদীস নং- ৩১৪৩।

عن معاذ بن جبل (رضی الله عنه) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) لا تؤذی امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلك الله فانما هو عندك دخیل اوشك ان یفارقك الینا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" মোয়াজ বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন স্ত্রী তার স্বামীকে যখন কষ্ট দেয়, তখন হুরেঈনদের মধ্য থেকে তার স্ত্রী বলেঃ তোমার ধ্বংস হোক, তাকে কষ্ট দিবে না, সে অল্পদিনের জন্য তোমার নিকট আছে অতি শিঘ্রই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।" (ইবনু মাযা)[২০৮]

***

২০৮- আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ১,হাদীস নং-১৬৩৭।

حقوق الزوج

স্বামীর অধিকার

মাসআলা-১৭৮ঃ পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী (ঈমান ও তাকওয়ার দিক থেকে নয়) স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়া স্ত্রীর জন্য ওয়াজিবঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ২৮নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৭৯ঃ নিজের শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর আনুগত্য করা এবং তার সেবা করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিবঃ

মাসআলা-১৮০ঃ স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের মাধ্যমঃ

عن حصين بن محصن (رضی الله عنه) قال حدثنی عمتی قالت: اتیت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فی بعض الحاجة فقال ای هذه اذات بعل قلت نعم قال کیف انت له قلت ما الوه الا ما عجزت عنه قال فانظری این انت منه فانما هو جنتك ونارك (رواه احمد والطبرانی والحاکم والبیهقی)

অর্থঃ "হুসাইন বিন মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে আমার চাচা হাদীস শুনিয়েছেন তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আমার কিছু প্রয়োজনে আসলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কোন মহিলা এসেছে? সে কি বিবাহিতা? আমি বললামঃ হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন তোমার স্বামীর সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন? আমি বললামঃ আমি তার সেবায় কখনো কোন ত্রুটি করি নাই, তবে শুধু যেটা আমার সাধ্যের বাহিরে তা করতে পারি না। তিনি বললেনঃ লক্ষ্য রেখ যে তার দৃষ্টিতে তুমি কেমন? স্মরণ রেখ সে তোমার জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের কারণ।"(আহমদ,ত্বাবারানী, হাকেম,বাইহাকী)[২০৯]

عن ابی هریرة (رضی الله عنه) عن النبی (صلی الله علیه وسلم) قال لو کنت آمرا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها (رواه الترمذی)

২০৯ - আলবানী লিখিত আদাবুয্যুফাফ, পৃঃ ২৮৫।

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি যদি কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সেযেন তার স্বামীকে সেজদা করে।" (তিরমিযী)[২১০]

নোটঃ যে বিষয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করতে নির্দেশ দিবে ঐ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুসরণ করা যাবে না, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্র নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা বৈধ নয়।"

মাসআলা-১৮১ঃ স্বামীর সর্বপ্রকার বৈধ কামনা পূরণ করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن ابی هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لا يحل للمرأة ان تصوم و زوجها شاهد ولا تأذن فى بيته الا باذنه وما انفقت من نفقة عن غير امره فانه يودى اليه شطره (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন স্ত্রীর জন্য জায়েজ নয় যে, সে তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখবে। কোন পর পুরুষকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে যা দান করেছে তার অর্ধেক সোয়াব স্বামী পাবে।" (বোখারী)[২১১]

عن طلق بن على (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فليأته وان كانت على التنور (رواه الترمذى)

অর্থঃ" তালক বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ স্বামী যদি তার প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, আর সে যদি রান্নার কাজে চুলায় ব্যস্ত থাকে তবুও তা রেখে স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে হবে।" (তিরমিযী)[২১২]

মাসআলা-১৮২ঃ স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্পদ রক্ষা করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن ابى امامة الباهلى(رضى الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول فى خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امراة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا (رواه الترمذى)

২১০ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ ১, হাদীস নং-৯২৬।

২১১ - কিতাবুন নিকাহ, বাব লাতা'যানুল মারআতু ফি বাইতি যাওযিহা লি আহাদিন ইল্লা বি ইযনিহি,।

২১২ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ ১, হাদীস নং-৯২৭।

অর্থঃ" আবু উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি তার বিদায় হজ্বের খুতবায় বলেছেনঃ স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের কোন কিছু খরচ করবে না, জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ খাবারও নয়কি? তিনি বললেনঃ এটাতো আমাদের উত্তম সম্পদ।" (তিরমিযী)[২১৩]

মাসআলা-১৮৩ঃ স্ত্রী যদি তার স্বামীর অবাধ্য হয় তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে বুঝাতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজের ঘরে বিছানা পৃথক করে দিতে হবে, তৃতীয় পর্যায়ে তাকে হলকা মারধর করেতে হবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৩২নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৮৪ঃ স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্মান সংরক্ষণ করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن جابر(رضى الله عنه) فى خطبة حجة الوداع عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عليهن ان لايؤطئن فرشكم احد تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح (رواه مسلم)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিদায় হজ্বের খুতবা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ তিনি বলেছেনঃ তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র জামানতে গ্রহণ করেছ,আল্লাহ্র কালামের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ, তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার হল তারা তোমাদের ঘরে এমন কাউকে আসতে দিবে না যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর না। যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে হালকা ভাবে মারবে, যাতে বড় ধরণের আঘাত না পায়।"(মুসলিম)[২১৪]

মাসআলা-১৮৫ঃ ভাল-মন্দ উভয় অবস্থাতেই স্বামীর কৃতজ্ঞ থাকা ওয়াজিবঃ

عن عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال رأيت النار فلم ار كاليوم منظرا قط ورأيت اكثر اهلها النساء قالوا لم يا رسول الله؟ قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط (رواه البخارى)

২১৩ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ ১, হাদীস নং-৫৩৮।

২১৪ - কিতাবুল হাজ্ব,বাব হাজ্বাতুন নাবী।

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি জাহান্নাম দেখেছি কিন্তু আজকের ন্যায় ভয়ানক দৃশ্য আমি আর কখনো দেখি নাই, জাহান্নামে আমি নারীদের আধিক্য দেখেছি, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল এটা কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেনঃ তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল তারা কি আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞ? তিনি বললেনঃ না বরং তারা তাদের স্বামীর অকৃতজ্ঞ এবং তাদের অনুগ্রহকে তারা বিশ্বাস করে না। নারীদের অবস্থা হল এই যে, তুমি যদি জীবনভর তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে যাও, আর তোমাদের পক্ষ থেকে তারা যদি সামান্য কষ্ট পায়, তাহলে বলবেঃ আমি তোমার পক্ষ থেকে কখনো ভাল কিছু পাই নাই।" (বোখারী)[২১৫]

***

২১৫ - কিতাবুন নিকাহ, বাব কুফরানিল আশির।

اهمية حقوق الزوجة

স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব

মাসআলা-১৮৬ঃ স্ত্রীর অধিকারের আইনগত মর্যাদা তাই যা স্বামীর অধিকারের মর্যাদাঃ

عن سليمان بن عمرو بن الاحوص (رضى الله عنه) قال حدثنى ابى انه شهد حجة الوداع مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحمد الله واثنى عليه وذكر وعظ وذكر فى الحديث قصة فقال: الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ... الا ان لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث (رواه الترمذى)

অর্থঃ" সুলাইমান বিন আমর বিন আহওয়াস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্বের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলেন, তিনি এক খোতবায় আল্লাহ্র প্রশংসা করে লোকদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন, তিনি এক হাদীসে এঘটনার বর্ণনা করেছেন, যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে লোকেরা শোন! স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা ভাল সিদ্ধান্ত নাও, তারা তোমাদের নিকট বন্দীর ন্যায়, সতর্ক থাক! স্বামীদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার রয়েছে, আবার স্ত্রীদেরও স্বামীদের প্রতি অধিকার রয়েছে।" (তিরমিযী)[২১৬]

মাসআলা-১৮৭ঃ স্ত্রীদের অধিকার আদায় করা ওয়াজিবঃ

عن عبد الله بن عمرو العاص(رضى الله عنهما) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله! قال فلا تفعل صم وافطر ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে আবদুল্লাহ্! আমি জানতে পারলাম যে, তুমি দিনের বেলায় একাধারে রোযা রাখ, আর রাত ভরে নামায আদায় কর? আমি বললামঃ হ্যাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি এরূপ করি, তিনি বললেনঃ এমন করবে না, (নফল)রোযা রাখ আবার তা ভঙ্গও কর, রাতে (নফল) নামাযও আদায় কর আবার আরামও কর। কেননা তোমার শরীরের

২১৬ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান তিরমিযী, খঃ ১, হাদীস নং-৯২৯।

প্রতি তোমার দায়িত্ব রয়েছে, তোমার চোখের প্রতি তোমার অধিকার রয়েছে, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার অধিকার রয়েছে।"(বোখারী)[২১৭]

মাসআলা-১৮৮ঃস্ত্রীর অধিকার আদায় না করা ধ্বংসের কারণঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كفى اثما ان يحبس عن من يملك قوته (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যার খরচ বহন করা তার দায়িত্ব তার খরচ বহন না করা।" (মুসলিম)[২১৮]

মাসআলা-১৮৯ঃ স্ত্রীর অধিকার আদায় না করা কবীরা গোনাহঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اللهم انى احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে আল্লাহ্ আমি দু'ধরণের দুবর্লের অধিকার নষ্ট করা হারাম করছি, (তারা হল)এতীম এবং নারী।" (ইবনু মাযা) [২১৯]

মাসআলা-১৯০ঃ স্ত্রীর কাছ থেকে হরণ করা অধিকারসমূহ কিয়ামতের দিন স্বামীকে আদায় করতে হবেঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لتودن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন একে অপরের অধিকার অবশ্যই আদায় করবে, এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী কোন শিং ভাঙ্গা বকরী কে আঘাত করলে, শিং বিশিষ্ট বকরীর কাছ থেকে শিংভাঙ্গা বকরীও বদলা নিবে।"(মুসলিম)[২২০]

---

২১৭ - কিতাবুন নেকাহ,বাব লিযাওযিকা আলাইকা হাক।

২১৮ - সহীহ মুসলিম।

২১৯ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ২,হাদীস নং-২৯৬৭ ।

২২০ - কিতাবুল বির ওয়াস সিলা,বাব তাহরিমুয্যুলম।

নোটঃ যদিও চতুষ্পদ জন্তুর আযাব বা সোয়াব নেই, তবুও কিয়ামতের দিন একে অপরের কাছ থেকে তার অধিকার আদায় করার জন্য এক বার জতুশ্পদ জন্তুদেরকেও জিবীত করা হবে, এথেকে বান্দার হকের গুরুত্বের কথা বুঝা যায়।

মাসআলা-১৯১ঃ স্ত্রীর প্রতি যুলম করা থেকে সর্তক থাকা উচিতঃ

عن ابن عمر (رضی الله عنهما) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اتقوا دعوة المظلوم فانها تصعد الی السماء کانها شرارة (رواه الحاکم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মাযলুমের বদ দোয়া থেকে সাবধান থাক, মাযলুমের বদ দুয়া এত দ্রুত আকাশে পৌঁছে যায়, যেমন দ্রুত গতীতে অগ্নি শিখা উপরে উঠতে থাকে।" (হাকেম)[২২১]

***

[২২১] - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর,খঃ১, হাদীস নং- ১১৭।

حقوق الزوجة
স্ত্রীর অধিকার

মাসআলা-১৯২ঃ ভরণ-পোষণ করা স্ত্রীর অধিকার যা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আদায় করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن حكيم بن معاوية (رضى الله عنه) عن ابيه ان رجلا سأل النبى (صلى الله عليه وسلم) ماحق المراة على الزوج؟ قال ان يطعمها اذا طعم وان يكسوها اذا اكتسى ولايضرب الوجه ولايقبح ولايهجر الا فى البيت (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" হাকিম বিন মোয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি দায়িত্ব আছে? তিনি বললেনঃ যখন তুমি নিজে খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন কাপড় খরীদ করবে তখন তার জন্যও কাপড় খরীদ করবে, চেহারায় মারবে না, গালি দিবেনা, নিজের ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তাকে ফেলে রাখবে না।" (ইবনু মাযা)[২২২]

মাসআলা-১৯৩ঃ মহর নারীর পাওনা যা আদায় করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৭৭ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৯৪ঃ পিতা-মাতার পর সবচেয়ে বেশি ভাল আচরণ পাওয়ার অধিকারী স্ত্রীঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ ঈমানদার তারা, যারা চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম, আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।" (তিরমিযী)[২২৩]

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دينار انفقته فى سبيل الله ودينار انفقته فى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذى انفقته على اهلك (رواه مسلم)

---

২২২ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, খঃ১, হাদীস নং-১৫০০।

২২৩ -কিতাবুন নিকাহ বাব মা ইয়ুকরাহু মিন জরবিন নিসা।

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ একটি দীনার যা তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার যা তুমি গোলাম আযাদের জন্য ব্যয় করলে, একটি দীনার যা তুমি মিসকীনদের জন্য দান করলে, একটি দীনার যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, এর মধ্যে সর্বাধিক সোয়াব হবে তাতে যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে।"(মুসলিম)[২২৪]

عن عمران بن امية الضمري (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ما اعطى الرجل امرأته فهو صدقة (رواه احمد)

অর্থঃ "ইমরান বিন উমাইয়্যা আয্যামেরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ স্বামী তার স্ত্রীর জন্য যাকিছু খরচ করে তা সবই সাদাকা।" (আহমদ)[২২৫]

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মুমেন স্বামী তার মুমেন স্ত্রীকে অপছন্দ করবে না, স্ত্রীর কোন আচরণ যদি অপছন্দনীয় হয়, তাহলে অপরটি পছন্দনীয় হবে।" (মুসলিম)[২২৬]

عن عبد الله بن زمعة(رضى الله عنه) قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন যামআ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের ন্যায় প্রহার না করে, আবার পরে রাতে তার সাথে সহবাস করে।" (বোখারী)[২২৭]

মাসআলা-১৯৫ঃ স্ত্রীর যৌন চাহিদা পুরণ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

---

২২৪ -কিতাবুয্যাকা,বাব ফযলু নাফাকা আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক।

২২৫ - কিতাবুন নিকাহ, বাবুল ওসিয়া বিননিসা।

২২৬ - কিতাবুন নিকাহ বাবুল ওসিয়া বিননিকাহ।

২২৭ -কিতাবুন নিকাহ বাব মাইয়ুকরাহু মিন যারবি নিসা।

عن سعيد بن المسيب (رضى الله عنه) يقول سمعت سعد بن ابى وقاص (رضى الله عنه) يقول رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على عثمان ابن مظعون (رضى الله عنه) التبتل ولو اذن له لاختصينا (رواه البخارى)

অর্থঃ"সাঈদ ইবনু মুসায়্যেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি সা'দ বিন আবু আক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসমান বিন মাযউন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকার অনুমতি দেন নাই, যদি তিনি তাকে অনুমতি দেতেন তাহলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।"(বোখারী)[২২৮]

মাসআলা-১৯৬ঃ স্ত্রীকে কোরআ'ন ও হাদীসের শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহ্কে ভয় করার ব্যাপারে সতর্ক করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال انفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم فى الله (رواه احمد)

অর্থঃ "মোয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ তোমার সাধ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের প্রতি খরচ কর, তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে লাঠি হাত ছাড়া করবে না, আর তাদেরকে আল্লাহ্কে ভয় করার জন্য সতর্ক করতে থাক।" (আহমদ)[২২৯]

عن على بن ابى طالب (رضى الله عنه) فى قوله عزوجل قوا انفسكم واهليكم نارا (الحاكم)

অর্থঃ" আলী বিন আবুতালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্র বাণী" তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যা ভাল এবং কল্যাণকর তা নিজেও শিখ এবং তোমাদের পরিবার ও পরিজনদেরকেও শিক্ষা দাও।"(হাকেম)[২৩০]

মাসআলা-১৯৭ঃ স্ত্রী সম্মান রক্ষা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

---

২২৮ -কিতাবুন নিকাহ,বাব মা ইওযকরাহু মিনাত্তাবাতুল।

২২৯ -নাইলুল আওতার, কিতাবুন নিকাহ, বাব ইহসানুল আসিরা ওয়া বায়ান হাক্কুয়াওযাইন।

২৩০ - মানহাজুত্তার বিয়া আন নবুবিয়া লিত্বিফল, লিশাইখ মুহাম্মদ নূর বিন আবদুল হাফিয আস সুওয়াইদ, পৃঃ-২৬।

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة لايدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء(رواه الحاكم والبيهقى)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন ধরণের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দাইউস, নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ।"(হাকেম, বাইহাকী)[২৩১]

নোটঃ দাইউস বলা হয় যার স্ত্রীর কাছে পর পুরুষ আসে অথচ এতে তার অত্মমর্যাদা বোধে আঘাত হানে না।

قال سعد بن عبادة (رضى الله عنه) لو رايت رجلا مع امرأتى لضربته بالسيف غير مصفح فقال النبى صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد لانا اغير منه والله اغير منى (رواه البخارى)

অর্থঃ" সা'দ বিন ওবাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে দেখি, তাহলে ধাড়ালো তরবারীর আঘাতে তার গর্দান উড়িয়ে দিব, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদা বোধ দেখে আশ্চার্য হচ্ছ? অবশ্যই আমি তার চেয়েও অধিক আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন, আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন।"(বোখারী)[২৩২]

মাসআলা-১৯৮ঃ যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের মাঝে ইনসাফ করা স্বামীর উপর ওয়াজিবঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى(صلى الله عليه وسلم) قال من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيمة وشقه مائل (رواه ابوداود)

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি বেশি আন্তরিক হল, সে কিয়ামতের দিন এমন ভাবে আসবে যে সে যেন অর্ধাঙ্গ রোগী।"(আবুদাউদ)[২৩৩]

---

২৩১ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খঃ ৩, হাদীস নং- ৩০৫৮।

২৩২ - কিতাবুন নিকাহ,বাব আল গীরা।

২৩৩ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ; ২, হাদীস নং-১৮৬৭।

الحقوق المشتركة بين الزوجين
স্বামী স্ত্রীর মাঝে যৌথ অধিকারসমূহ

মাসআলা-১৯৯ঃ ভাল ও কল্যাণের কাজে একে অপরকে স্মরণ করানো এবং উৎসাহ দেয়া ওয়াজিবঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته فصلت وان ابت رش فى وجهها الماء، رحم الله امراة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فصلى فان ابى رشت فى وجهه الماء (رواه ابوداود)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ স্বামীর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন, যে রাতে উঠে নফল নামায আদায় কওে এবং নিজের স্ত্রীকে উঠায়, আর সেও নফল নামায আদায় করে, যদি স্ত্রী উঠতে অলসতা করে তাহলে তার চেহারায় পানি ছিঠিয়ে দিয়ে তাকে উঠায়, ঐ স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন যে রাতে উঠে নফল নামায আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও উঠায় এবং সেও নফল নামায আদায় করে, আর যদি সে উঠতে অলসতা করে তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিয়ে তাকে উঠায়।"(আবুদাউদ)[২৩৪]

মাসআলা-২০০ঃ স্বামী স্ত্রী গোপন কথা ফাঁস না করা উভয়ের প্রতি ওয়াজিবঃ

عن ابى سعيد الخدرى(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যে, তার স্ত্রীর নিকট যায় এবং স্ত্রী তার নিকট আসে (তাদের প্রয়োজন মেটায়) এর পর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা মানুষকে বলে বেড়ায়।" (মুসলিম)[২৩৫]

মাসআলা- ২০১ঃ নিজ নিজ কর্মস্থলে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উভয়ের প্রতি ওয়াজিবঃ

২৩৪ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ১,হাদীস নং-১০৯৯।

২৩৫ -কিতাবুন নিকাহ, বাব তাহরীম ইফসা সিররুল মারআ।

عن ابن عمر (رضی الله عنهما) عن النبی (صلی الله علیه وسلم) قال کل کم راع وکل کم مسؤل عن رعیته والامیر راع والرجل راع علی اهل بیته والمراة راعیة علی بیت زوجها وولده فکل کم راع وکل کم مسؤل عن رعیته (رواه البخاری)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল, নারী তার স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানদের দায়িত্বশীলা, অতএব তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং সবাই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে।" (বোখারী)[২৩৬]

***

২৩৬ -কিতাবুন নিকাহ,বাবুল মারআ রায়িয়াফি বাইতি যাওযিহা।

اسلام احد الزوجين
অমুসলিম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজন মুসলমান হওয়াঃ

মাসআলা-২০২ঃ কাফের স্বামী স্ত্রীর মধ্য থেকে যখন কোন একজন মুসলমান হয়ে যায় তখন তাদের বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, মুসলমান নারী কাফের স্বামীর জন্য বৈধ নয়, আর মুসলমান পুরুষের জন্য কাফের নারী হলাল নয়ঃ

মাসআলা-২০৩ঃ যে বিবাহিতা নারী মুসলমান হয়ে কাফের দেশ থেকে মুসলমান দেশে হিজরত করে এসেছে, তার বিয়ের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ছিন্ন হয়ে যাবে, আর সে তার জরায়ু পরিষ্কার হওয়ার পর যে কোন সময় ইদ্দত পালন ছাড়াই বিয়ে করতে পারবেঃ

মাসআলা-২০৪ঃ কাফের দেশ থেকে আগত বিবাহিতা নারী যে মুসলমান হয়ে এসেছে, ইসলামী সরকারের উচিত তার কাফের স্বামীর দেয়া মোহর তার স্বামীকে ফেরত দেয়া, আর মুসলমানদের বিয়ে করা, কাফের স্ত্রী যে কাফের দেশে রয়ে গেছে তার মহর কাফেরের কাছ থেকে ফেরত নেয়া উচিতঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

(سورة الممتحنة: ١٠)

অর্থঃ" হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিযরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সাম্যক অবগত আছেন, যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না, এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয়, কাফেররা যা ব্যয় করেছে তা তাদের দিয়ে দাও, তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ্ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে, এটা আল্লাহ্র বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"(মোমতাহেনা-১০)

নোটঃ ১ - কাফের দেশ থেকে আগত মুসলমান নারীকে বিয়ের সময় ঐ মহর থেকে আলাদা মহর দিতে হবে যা ইসলামী সরকার কাফের দেশের কাফের স্বামীকে ফেরত দিবে।

২ - যদি মুসলমান হওয়া স্বামীর স্ত্রী ইহুদী বা খৃষ্টান (অর্থাৎ আহলে কিতাব)হয় এবং সে তার দ্বীনের উপর অটল থাকে, তাহলেও স্বামী স্ত্রীর বিয়ে অটুট থাকবে।

মাসআলা-২০৫ঃ মোশরেক বা কাফের স্বামী স্ত্রী উভয়ে যদি এক সাথে মুসলমান হয়ে যায়,বা আগে পরে কিছু সময়ের ব্যবধানে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক জাহেলিয়্যাতের যুগের বিয়ের উপরই থাকবেঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رد ابنته على ابى العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الاول (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মেয়ে (যায়নাব) কে তার স্বামী আবুল আস বিন রাবীর কাছ থেকে দু'বছর পর নিয়ে নিয়েছেন, (যখন সে মুসলমান হল) তখন প্রথম বিয়ের ভিত্তিতেই তাকে আবার ফেরত দিল।" (ইবনু মাযা)[২৩৭]

***

২৩৭ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ১,হাদীস নং-১৬৩৫।

النكاح الثانى
দ্বিতীয় বিয়ে

মাসআলা-২০৬ঃ একেই সাথে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী রাখা যাবেঃ

মাসআলা-২০৭ঃ চার স্ত্রী রাখার অনুমতি শুধু তাদের মাঝে ইনসাফ করার ভিত্তিতেই বৈধ, আর ইনসাফ করতে না পারলে শুধু একজনই যথেষ্টঃ

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾

(سورة النساء:٣)

অর্থঃ"আর যদি এরূপ আশন্কা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই(যথেষ্ট), অথবা তোমাদের অধিকার ভুক্ত দাসীদেরকে এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা।" (সূরা নিসা-৩)

মাসআলা-২০৮ঃ কুমারী নারীর সাথে যদি দ্বিতীয় বিয়ে হয়, তাহলে তার সাথে একাধারে সাত দিন ও রাত থাকা বৈধ, এর পর উভয় স্ত্রীর মাঝে সমান সমান সময় বন্টন করতে হবেঃ

মাসআলা-২০৯ঃ বিধবা নারীর সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হলে তার সাথে একাধারে তিন দিন ও রাত, থাকা বৈধ এর পর উভয়ের মাঝে সময় সমান সমান করে বন্টন করতে হবেঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم (رواه البخارى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সুন্নাত হল এই যে, যখন কোন লোক কোন বিধাব নারীকে বিয়ে করার পর, সে বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায় যদি অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করে তাহলে কুমারীর নিকট একাধারে সাত দিন ও রাত থাকবে, এর পর উভয়ের মাঝে সময় নির্ধারণ(সমান সমান) করবে। আর যখন কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে বিধাব নারীর সাথে করবে, তখন একাধারে তিন দিন ও রাত তার সাথে থাকবে। এরপর উভয়ের মাঝে সময় সামানভাবে ভাগ করবে।" (বোখারী)[২৩৮]

মাসআলা-২১০ঃ স্বীয় সতীনকে জ্বালানোর জন্য এমন কোন কথা বলা যা বাস্তব নয় তা নিষেধঃ

২৩৮ - কিতাবুন নিকাহ,বাব ইযাতাযাওয়াযা সাইয়েব আলাল বিকর।

২৩৯ - কিতাবুন নিকাহ, বাব আর মোতাসাব্বেয় বিমা লাম ইয়ুনসার।

عن اسماء بنت ابى بكر (رضى الله عنهما) ان امرأة قالت يا رسول الله ان لى ضرة فهل على جناح ان تشبعت من زوجى غير الذى يعطينى؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبى زور (رواه البخارى)

অর্থঃ" আসমা বিনতু আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক মহিলা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার এক জন সতীন আছে, যদি আমি তাকে জ্বালানোর জন মিথ্যা বলি, যে আমার স্বামী আমাকে এই এই জিনিস দিয়েছে এতে কি পাপ হবে? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস পেয়েছে বলে দাবী করে যা সে পায় নাই সে মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধান করল।" (বোখারী)[২৩৯]

মাসআলা-২১১ঃ যদি এক স্ত্রী পরস্পরের মাঝে সমঝোতার মাধ্যমে নিজের পাওনা স্বীয় স্বামীকে ক্ষমা করে দিতে চায় তাহলে দিতে পারবেঃ

عن عائشة(رضى الله عنها) ان سودة بنت زمعة (رضى الله عنها) وهبت يومها لعائشة (رضى الله عنها) وكان النبى (صلى الله عليه وسلم) يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة (رضى الله عنهما) (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাওদা বিনত যামআ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার রাতটি আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে দিয়ে দিয়ে ছিল, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর দিন এবং সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর দিন অতিবাহিত করতেন।" (বোখারী)[২৪০]

মাসআলা-১১২ঃ সমঅধিকার ভুক্ত বিষয়সমূহ কোন এক স্ত্রীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যদি কষ্ট কর হয়, তাহলে সমস্ত স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য লটারীর মাধ্যমে ফায়সালা করবেঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه (رواه البخارى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরে যেতেন তখন (স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে যাবে তা বাছাই করার জন্য) তাদের মাঝে লটারী করতেন।" (বোখারী)[২৪১]

২৪০ -কিতাবুনিকাহ বাবুল মারআ তুহিবু ইয়ামুহা মিন যাওযিহা লিযারত্মাতিহা।

২৪১ -কিতাবুন নিকাহ বাব আল কোরআ বাইনান নিসা|

মাসআলা-২১৩ঃ কোন এক স্ত্রীর সাথে বেশি ভালবাসা হওয়া দোষনীয় নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য অধিকারসমূহ যেমনঃ (থাকা,খাওয়া, খরচ,সময় বন্টন ইত্যাদি)সমান ভাবে হবেঃ

عن عمر(رضى الله عنه) دخل على حفصة (رضى الله عنها) فقال يا بنية! لا يغرنك هذه التى اعجبها حسنها وحب رسول الله(صلى الله عليه وسلم) اياها (رواه البخارى)

অর্থঃ" ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একধা হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে ডুকে বলল হে আমার মেয়ে এ নারী (আয়শা রাযিয়াল্লাহু আনহার) ব্যাপারে ভুলে পতিত হয়োন, কেননা সে তার সুন্দৌর্য এবং তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভলবাসা নিয়ে গর্বিত।" (বোখারী)[২৪২]

মাসআলা-১১৪ঃ দ্বিতীয় বিয়ের আগে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়ঃ

***

২৪২ - কিতাবুন নিকাহ বাব হুব্বুর রাজুলি বা'যা নিসাইহি।

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

নিশ্চেয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ

মাসআলা-২১৫ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সম্মানিত স্ত্রীগণের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার একটি অনুপমদৃশ্যঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) كان اذا خرج اقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة (رضى الله عنهما)، وكان النبى (صلى الله عليه وسلم) اذا كان بالليل سار مع عائشة (رضى الله عنها) يتحدث، فقالت حفصة (رضى الله عنها) الا تركبين الليلة بعيرى واركب بعيرك تنظرين وانظر، فقالت بلى فركبت فجاء النبى (صلى الله عليه وسلم) الى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الاذخير و تقول يا رب سلط على عقربا او حية تلدغنى ولا استطيع ان اقول له شيئا (رواه البخارى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সফরে যেতেন তখন তাঁর (স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে যাবে তা বাছাই করার জন্য) তাদের মাঝে লটারী করতেন, একদা লটারীতে আয়শা এবং হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নাম উঠল, সফরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অভ্যাস ছিল, রাতে চলতে চলতে স্ত্রীগণের সাথে কথা বলতেন, ঐ সফরে হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)এর সাথে হাসতে হাসতে বললঃ আজ রাতে তুমি আমার উটে আরোহণ করবে, আর আমি তোমার উটে আরোহণ করব, আর তুমিও দেখ যে কি হয়, আমিও দেখব কি হয়, আয়শা এতে সম্মতি জানাল, তাই আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উটে আরোহণ করে আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অভ্যাস মোতাবেক আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)এর উটের নিকট আসলেন অথচ সেখানে ছিল হাফসা, তিনি হাফসা কে সালাম দিলেন কিন্তু চিনতে পারলেন না যে, এটা কে, এমনকি এভাবেই চলতে চলতে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, আর এদিকে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঐ রাতে তাঁর কাছা কাছি থাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকল, তাই ঘরে পৌঁছার পর আয়শা স্বীয় পা ইযখির ঘাসের মধ্যে রেখে বলতে লাগল, হে আল্লাহ্ কোন সাপ পাঠিয়ে দাও যে আমাকে ধ্বংশন করবে, কেননা আমিতো রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কিছুই বুঝাতে পারব না।" (বোখারী)[২৪৩]

---

২৪৩ -মোখতাসার সহীহ বোখারী লিযযুবাইদী। হাদীস নং-১৮৬২।

মাসআলা-২১৬ঃ স্বামী স্ত্রীর গোপন কথাঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: قال لى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انى لاعلم اذا كنت عنى راضية واذا كنت على غضبى قالت فقلت من اين تعرف ذلك؟ فقال اما اذا كنت عنى رضية فانك تقولين لا ورب محمد واذا كنت على غضبى قلت لا ورب ابراهيم قالت قلت اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি আবশ্যই বুঝতে পারি যে তুমি কখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, আর কখন তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক, সে জিজ্ঞেস করল কিভাবে, তিনি বললেনঃ যখন তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক তখন বল না মোহাম্মদের রবের কসম, আর যখন তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক তখন বল না ইবরাহিমের রবের কসম, সে বললঃ আমি বললাম হ্যাঁ আল্লাহ্র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা ব্যতীত আর কখনো আপনার নাম ত্যাগ করা পছন্দ করি না।" (বোখারী)[২৪৪]

মাসআলা-২১৭ঃ ভালবাসা বহিঃপ্রকাশের এক অপূর্ব দৃশ্যঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)من البقيع فوجدنى وانا اجد صداعا فى رأسى وانا اقول ورأساه فقال بل انا يا عائشة ورأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك و دفنتك (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাকী কবরস্থান থেকে ফিরে আসলেন তখন আমার প্রচন্ড মাথা ব্যাথা করছিল, আমি বলতেছিলাম হায় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে! তিনি বললেনঃ তোমার নয় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে, অতঃপর বললেনঃ আয়শা যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তাহলে আমি তোমার সমস্ত কাজ করব, তোমার গোসল, তোমার কাফন, তোমার জানাযার নামায পড়াব এবং নিজেই তোমার দাফন করব।" (ইবনু মাযা)[২৪৫]

---

২৪৪ - মোখতাসার সহীহ্ বোখারী লিযযুবাইদী। হাদীস নং-১৮৬৮।

২৪৫ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা, খঃ১, হাদীস নং-১১৯৮।

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبى (صلى الله عليه وسلم) فيضع فاه على موضع فى فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبى (صلى الله عليه وسلم) فيضع فاه على موضع فى (مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি হায়েয অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পান পাত্র তাঁকে দিয়ে দিতাম, তখন তিনি ঐ স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন, যেখানে আমি মুখ রেখেছিলাম, হাড্ডি থেকে মাংস খেয়ে তাঁকে দিতাম, আর তিনি ঐ স্থান থেকে খেতেন যেখান থেকে আমি খেয়েছি।"(মুসলিম)[২৪৬]

মাসআলা-২১৮ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গৃহে দু'সতীনের মাঝে আপোষ মীমাংশাঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال كان النبى (صلى الله عليه وسلم) عند بعض نسائه فارسلت احداى امهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التى النبى (صلى الله عليه وسلم) فى بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبى (صلى الله عليه وسلم) فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول غارت امكم ثم حبس الخادم حتى اتى بصحفة من عند التى هو فى بيتها فدفع الصحفة الصحيحة الى التى كسرت صحفتها وامسك المكسورة فى بيت التى كسرت فيه (رواه البخارى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন এক স্ত্রীর ওখানে ছিলেন, তখন অন্য এক স্ত্রী এক পাত্র খাবার পাঠিয়ে দিল, তিনি যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন ঐ স্ত্রী খাবার আনয়নকারী খাদেমের হাতে আঘাত করে পাত্রটি নিচে ফেলে দিলেন, এতে পাত্রটি ভেঙ্গে গেল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রের টুকরো গুল একত্রিত করে খাবার গুলো উঠাতে লাগলেন, আর উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, তোমাদের মায়ের তার সতীনের প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছে অতঃপর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বলে ঘর থেকে ভাল পাত্র এনে খাদেমকে দিয়ে দিলেন, আর ভাঙ্গা পাত্রটি ঐ ঘরেই রেখে দিলেন।"(বোখারী)[২৪৭]

২৪৬ - কিতাবুল হায়েয, বাব যাওয়ায গাসলুল হায়েয রাদসা যাওযিহা।

২৪৭ - কিতাবুন নিকাহ বাবুল গিরা।

নোটঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পালার দিন তার ঘরেই ছিলেন, তিনি তখনও খাবার প্রস্তুত করতে ছিলেন, এমতাবস্থায় যায়নাব বা হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) খাবার প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিয়েছিল, যা আয়শার পছন্দ হয়নি।

عن انس (رضى الله عنه) قال بلغ صفية (رضى الله عنها) ان حفصة (رضى الله عنها) قالت انها بنت يهودى فبكت فدخل عليها النبى (صلى الله عليه وسلم) وهى تبكى فقال ما يبكيك قالت قالت لى حفصة انى ابنة يهودى فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) انك لابنة النبى وان عمك لنبى وانك لتحت نبى ففيم تفخر عليك ثم قال اتقى الله يا حفصة (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জানতে পারলেন যে তাকে হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছে যে, সে ইহুদীর মেয়ে, (একথা শুনে) সে কাঁদতে লাগল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন তখনও সে কাঁদতে ছিল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে সাফিয়া, কেন কাঁদছ? সাফিয়া বললঃ হাফসা বলেছে আমি নাকি ইহুদীর মেয়ে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাকে শান্তনা দিয়ে) বললেনঃ তুমি নবীর মেয়ে, (মূসার বংশ ধর),তোমার চাচা (হারুন) নবী, আর তুমি নবীর স্ত্রী (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাহলে সে কি করে তোমার উপর গৌরব করতে পারে? এর পর তিনি হাফসাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে হাফসা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। "(তিরমিযী)[২৪৮]

নোটঃ উল্লেখ্যঃ হাফসা ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) মেয়ে, আর সাফিয়া ইহুদী সর্দার হুই বিন আখতাবের মেয়ে।

মাসআলা-২১৯ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বীয় স্ত্রী গণের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টিঃ

عن انس (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) اتى على ازواجه وسواق يسوق بهن يقال له انجشة فقال ويحك يا انجشة رويدا سوقك بالقوارر (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর কালে তাঁর স্ত্রীগণের নিকট আসলেন, উট চালনাকারী দ্রুত উট চালাচ্ছিল, তার নাম ছিল আনজাসা, তিনি বললেনঃ আনজাসা তোমার ক্ষতি হোক, তুমি আস্তে আস্তে উট চালাবে, আরোহী নারীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। (যাতে তাদের কোন সমস্যা না হয়।)"(মুসলিম)

২৪৮ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ ৩, হাদীস নং-৩০৫৫।

المحرمات

যাদের সাথে বিয়ে হারাম

মাসআলা-২২০ঃ যাদের সাথে বিয়ে হারাম তারা দু'ধরণেরঃ স্থায়ীভাবে হারাম, কারণ বসত হারামঃ

স্থায়ীভাবে হারাম

মাসআলা-২২১ঃ স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার কারণ তিনটিঃ রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম, বিবাহের কারণে হারাম, দুধ পানের কারণে হারামঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قراء حرمت عليكم امها تكم ... الاية (رواه البخارى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রক্তের সম্পর্কের কারণে সাত জনের সাথে বিয়ে হারাম, আর বিয়ের সম্পর্কের কারণে সাত জনের সাথে বিয়ে হারাম, এর পর তিনি তেলওয়াত করলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে ... (সূরা নিসা) (বোখারী)[২৪৯]

মাসআলা-২২৩ঃ মা (দাদী-নানী) মেয়ে (ছেলের বা মেয়ের মেয়ে)বোন (আপন বা বিমাতা) ফুফু (আপন বা বিমাতা) খালা (আপন বা বিমাতা) ভাতিজী (আপন বা বিমাতা) ভাগ্নী (আপন বা বিমাতা) এদের সাথে বিয়ে হারামঃ

মাসআলা-২২৪ঃ বাপ,দাদা, নানার স্ত্রী, স্ত্রীর মা, দাদী,নানী, সহবাসকৃত স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর মেয়ে, মেয়ে, নাতী, পোতীর স্ত্রীর সাথে বিয়ে হারামঃ

মাসআলা-২২৫ঃ দুধ মা, তার মেয়ে,তার মেয়ের মেয়ের সাথে বিয়ে হারামঃ

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ (سورة النساء:٢٣)

---

২৪৯ - কিতাবুন নিকাহ,বাব মাইয়া হিল্লু মিনান নিসা।

অর্থঃ "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগ্নী কন্যা, তোমাদের সেই মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন পালনে আছে, যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন পাপ নেই, তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা, কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।" (সূরা নিসা-২৩)

মাসআলা-২২৬ঃ দুধ পান করালে আত্মীয়তা ঐভাবেই হারাম প্রমাণিত হয়, যেমন রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম প্রমাণিত হয়, অতএব যে সম্পর্ক স্থাপন রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম হয় ঐ সম্পর্ক স্থাপন দুধ পান করার কারণেও হারাম হবেঃ

عن عائشة(رضى الله عنها) قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বংশগত কারণে যে সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম বলে প্রমাণিত হয়, দুধ পানের কারণেও সেখানে সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে।" (মুসলিম)[২৫০]

عن عائشة(رضى الله عنها) انها قالت نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل ايضا خمس معلومات (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দুধ পানের কারণে বিয়ে হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রথমে দশ চুমুকের কথা অবতীর্ণ হয়েছে, পরে তা রহিত হয়ে পাঁচ চুমুকের কথা অবতীর্ণ হয়েছে।" (মুসলিম)[২৫১]

عن عائشة (رضى الله عنها) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لاتحرم المصة ولا المصتان (رواه الترمذى وابن ماجة)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এক বা দুই চুমুকে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন বা হারাম বলে প্রমাণিত হবে না।" (তিরমিযী, ইবনু মাযা)[২৫২]

---

২৫০ - আলবানী লিখিত মোখতাসার সহীহ মুসলিম। হাদীস নং-৮৭৪।

২৫১ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ ৩, হাদীস নং-৯১৯।

২৫২ -কিতাবুর রযায়া।

মাসআলা-২২৮ঃ দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে দুধ পানের কারণে সম্পর্ক স্থাপন হারাম বলে প্রমাণিত হবে এর পরে নয়ঃ

عن ام سلمة(رضى الله عنها) قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء فى الثدى وكان قبل الفطام (رواه الترمذى وابن ماجة)

অর্থঃ" উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা এতটুকু দুধ পান না করে যা তার নাড়ীভুঁড়িকে মযবুত করে এবং তা দুধ পান ত্যাগের আগে, দুধ পান না করলে দুধ পানের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে না। "(তিরমিযী ইবনুমাযা)[২৫৩]

***

২৫৩ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ ১, হাদীস নং-৯২১।

المحرمات المؤقتة

ক্ষণস্থায়ী মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে হারাম)

মাসআলা-২২৯ঃ স্ত্রীর আপন বোন বা বিমাতা বোনকে এক সাথে বিয়ে করা হারামঃ

عن الضحاك بن فيروز الديلمى (رضى الله عنه) يحدث عن ابيه قال اتيت النبى(صلى الله عليه وسلم) فقلت يا رسول الله انى اسلمت وتحتى اختان قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لى طلق ايتهما شئت (رواه ابوداود وابن ماجة)

অর্থঃ"যাহাক বিন ফাইরুয দাইলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলাম এবং বললামঃ ইয়া রাসূলল্লাহ্! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমার অধীনে আপন দুবোন আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাদের মধ্যে যাকে চাও তাকে ত্বালাক দিয়ে দাও।" (এক জন কে রেখে অপরজনকে ত্বালাক)।

নোটঃ এক বোনের মৃত্যু বা ত্বালাকের পর অপর বোনকে বিয়ে করা যাবে।

মাসআলা-২৩০ঃ স্ত্রী, তার খালা ও ফুফুকে এক সাথে বিয়ে করে রাখা হারামঃ

عن جابر(رضى الله عنه) قال نهى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها (رواه البخارى)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীর সাথে তার ফুফু বা খালাকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।" (বোখারী)[২৫৪]

মাসআলা-২৩১ঃ বিবাহিতা নারীর সাথে (তার ত্বালাক না হওয়া পর্যন্ত) বিয়ে হারামঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ৩৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৩২ঃ ইদ্দত চলাকালে ত্বালাক প্রাপ্তা বা বিধবা নারীর সাথ বিয়ে হারামঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ৫৩ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৩৩ঃ পৃথক পৃথক ভাবে তিন ত্বালাক দেয়ার পর ঐ স্ত্রীকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করা হারামঃ

---

২৫৪ - কিতাবুন নিকাহ, বাব লাতুনকাহুল মারআ আলা আম্মাতিহা।

নোটঃ এ সংক্রান্ত আয়াতটি ৬৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

ক) ত্বালাক প্রাপ্তা মহিলার অন্য কোন ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে গেলে, আর ঐ ব্যক্তি তার সাথে সহবাসের পর স্ব ইচ্ছায় তাকে ত্বালাক দিয়ে দিলে, তখন ঐ ত্বালাক প্রাপ্তা নারী দ্বিতীয় বার তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসতে পারবে।

মাসআলা-২৩৪ঃ সৎ নর নারীর জিনাকার নর নারীর সাথে বিয়ে হারামঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ২৩ নং মাসআলা দ্রঃ।

ক) জিনাকার নর নারী তাওবা করলে সৎ নর নারীর সাথে বিয়ে জায়েয, জিনাকার নারীর জন্য তওবা করার পর তার জরাইয়ু পরিষ্কার হওয়া জরুরী।

মাসআলা-৩৩৫ঃ মুমেন নর নারীর মুশরেক নর নারীর সাথে বিয়ে হারামঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ৩৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

ক) মোশরেক নর নারী তাওবা করলে তাদের পরস্পরের মাঝে বিয়ে জায়েয।

মাসআলা-২৩৬ঃ মুখে মুখে কাউকে মেয়ে বানালে তার সাথে স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনভাবেই বিয়ে হারাম হবে নাঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ৪৪ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

حقوق المواليد
নবজাতকের প্রতি করণীয়

মাসআলা-২৩৮ঃ ছেলে হলে বর্ণনাতীত আনন্দ আর মেয়ে হলে মন খারাপ করা নিষেধঃ

عن صعصعة عم الاحنف (رضى الله عنه) قال دخلت على عائشة (رضى الله عنها) امرأة ابنتان لها فاعطتها ثلاث تمرات، فاعطت كل واحدة منهما تمرة ثم صدعت الباقية بينهما قالت فاتى النبى (صلى الله عليه وسلم) فحدثته فقال ما عجبك لقد دخلت به الجنة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আহনাফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর চাচা সা'সা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ এক মহিলা আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট আসল, তার সাথে তার দু' মেয়ে ছিল, আয়শা ঐ মহিলাকে কিছু খেজুর দিল, সে তার দুটি খেজুর দুই মেয়েকে দিল, আর তৃতীয়টি অর্ধেক করে দুজনের মাঝে ভাগ করল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসার পর আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এঘটনা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শোনাল, তখন তিনি বললেনঃ এতে কি তোমরা আশ্চার্য হচ্ছ? এ নারী তার মেয়েদের সাথে এ ভাল আচরণের কারণে জান্নাতে যাবে।"(ইবনু মাযা)[২৫৫]

عن عقبة بن عامر(رضى الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" উকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ যার তিন জন মেয়ে আছে, আর সে তাদেরকে ধৈর্য সহকারে পানাহার করিয়েছে এবং নিজের সাধ্য অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ দিল, কিয়ামতের দিন ঐ মেয়েরা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাধা হবে।" (ইবনু মাযা)[২৫৬]

عن انس بن مالك(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهم وضم اصابعه (رواه مسلم)

---

২৫৫ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, খঃ১, হাদীস নং-২৯৫৮।

২৫৬ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, খঃ ১, হাদীস নং-২৯৫৯।

অর্থঃ “আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করল (বালেগ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করল) কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এভাবে থাকব, (এবলে তিনি তাঁর হাতের দু'আঙ্গুল একত্রিত) করে দেখালেন।” (মুসলিম)[২৫৭]

মাসআলা-২৩৮ঃ জন্মের পর বাচ্চার উভয় কানে আযান দেয়া উচিতঃ

عن ابى رافع (رضى الله عنه) قال رايت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذن فى اذن الحسن بن على(رضى الله عنهما) حين ولدته فاطمة (رضى الله عنها) بالصلاة (رواه الترمذى)

অর্থঃ “আবু রাফে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি, হাসান বিন আলী ফাতেমার কোলে জন্ম গ্রহণ করার পর, তার কানে নামাযের ন্যায় আযান দিতে।” (তিরমিযী)[২৫৮]

মাসআলা- ২৩৯ঃ বাচ্চা জন্মের সপ্তম দিনে বাচ্চার নাম রাখা, তার মাথার চুল মুন্ডানো এবং তার আকীকা দেয়া উচিতঃ

عن سمرة(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه (رواه الترمذى)

অর্থঃ “সামুরা বিন জুন্দাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ বাচ্চা আকীকার জন্য বন্ধক থাকে, অতএব তার জন্মের সপ্তম দিনে তার আকীকা করা, নাম রাখা এবং মাথা মুন্ডানো উচিত।” (তিরমিযী)[২৫৯]

মাসআলা-২৪০ঃ ছেলে হলে দুটি ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল যবেহ্ করা উচিতঃ

عن ام كرز (رضى الله عنها) انها سالت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة لايضركم ذكرانا ام اناثا (رواه الترمذى)

অর্থঃ “উম্মু কুরয (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেনঃ ছেলে হলে দু'টি ছাগল, আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা ছাগী তাতে কোন পার্থক্য নেই।” (তিরমিযী)[২৬০]

---

২৫৭ -কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, বাব ফাযলু ইহসান ইলাল বানাত।

২৫৮ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান তিরমিযী, খঃ ১, হাদীস নং-৯২১।

২৫৯ - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান তিরমিযী, খঃ ২, হাদীস নং-১২২৯।

মাসআলা-২৪১ঃ আকীকা সপ্তম দিনে তা সম্ভব নাহলে ১৪তম দিনে সম্ভব নাহলে ২১ তম দিনে দেয়া সুন্নাতঃ

عن بريدة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) العقيقة لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আকীকা সপ্তম দিনে, (সম্ভব নাহলে) ১৪ তম দিনে, (সম্ভব নাহলে)২১ তম দিনে, করা উচিত।" (ত্বাবারানী)[২৬১]

নোটঃকোন কারণে যদি ৭ দিনে বা ১৪ দিনে বা ২১ দিনে করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোন সময়ই করা যাবে। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

মাসআলা- ২৪২ঃ সন্তান জন্মের পর কোন সৎ লোকের কাছ থেকে কোন মিষ্টি জিনিস চিবিয়ে নিয়ে বাচ্চার মুখে দেয়া উচিতঃ

عن ابى موسى (رضى الله عنه) قال ولد لى غلام فاتيت به النبى (صلى الله عليه وسلم) فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه الى (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করল, আমি তাকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলাম, তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহিম, তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন, এবং তার জন্য কল্যাণকর দুয়া করলেন, এর পর তাকে আমার নিকট দিলেন।" (বোখারী)[২৬২]

মাসআলা-২৪৩ঃ জন্মের পর বাচ্চার খাতনা করাও সুন্নাতঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشوارب (متفق عليه)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ স্বভাব(ইসলামের বিধান) হল পাঁচটি কাজ করা, খতনা করা, ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলরে লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গোঁফ কাটা।" (মোত্তাফাকুন আলাইহি)[২৬৩]

---

২৬০ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ ২, হাদীস নং-১২২২।

২৬১ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খঃ ৩, হাদীস নং- ৪০১১।

২৬২ - কিতাবুল আকীকা, বাব তাসমিয়াতুল মাওলুদ।

২৬৩ -আল লুলু ওয়াল মারজান, খঃ ১, হাদীস নং-১৪৫।

মাসআলা-২৪৪ঃ আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان احب اسمائكم الى الله عبد الله عبد الرحمن (رواه مسلم)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান।" (মুসলিম)[২৬৪]

মাসআলা-২৪৫ঃ খারপ নাম পরিবর্তন করা উচিতঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) ان ابنة لعمر (رضى الله عنه) كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جميلة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর এক মেয়ের নাম ছিল আসীয়া, (নাফরমান কারিনী) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জামিলা, (সুন্দর,সৎ চরিত্রের অধিকারিনী)।" (মুসলিম)[২৬৫]

মাসআলা-২৪৬ঃ সন্তানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া ওয়াজিবঃ

عن انس بن مالك(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা) প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (ইবনু মাযা)[২৬৬]

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما من مولود الا يولد على الفطرة و ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রতিটি সন্তান স্বভাব (ইসলামের) উপর জন্মগ্রহন করে, তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নি পুজক করে।" (বোখারী)[২৬৭]

---

২৬৪ -কিতাবুল আদাব বাবুন নাহি আনি তাকান্নি বি আবিল কাসেম।

২৬৫ - কিতাবুল আদাব, বাব ইস্তেহবাব তাগিরিল ইসমিল কাবীহ।

২৬৬ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, খঃ ১, হাদীস নং-১৮৩।

حقوق الوالدين
পিতা-মাতার অধিকারসমূহ

মাসআলা-১৪৭ঃ সর্বাবস্থায় পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার নির্দেশঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رضا الرب فى رضا الوالدين و سخطه فى سخطهما (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মাঝে।" (ত্বাবারানী)[২৬৮]

মাসআলা-২৪৮ঃ পিতা-মাতার অবাদ্ধ হওয়া কবীরা গোনাহঃ

عن عبد الرحمن بن ابى بكرةعن ابيه (رضى الله عنهم) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الا احدثكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله! قال الاشراك بالله و عقوق الوالدين قال وجلس وكان متكأ قال وشهادة الزور او قول الزور (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবদুর রহমান বিন আবু বাকরা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ্র কথা বলব? তারা (সাহাবাগণ) বললঃ হ্যাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল, তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন তিনি হেলান দিয়ে ছিলেন এর পর সোজা হয়ে বসে বললেনঃ মিথ্যা সাক্ষী দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা।" (তিরমিযী)[২৬৯]

মাসআলা-২৪৯ঃ পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট কারীদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন বার বদ দুয়া করেছেনঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى(صلى الله عليه وسلم) رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنة (رواه مسلم)

---

২৬৭ - কিতাবুল জানায়েয, বাব ইযা আসলামা আবাস ফামাতা হাল ইয়ুসাল্লা আলাইহি।

২৬৮ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর,খঃ৩, হাদীস নং- ৩৫০১।

২৬৯ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খঃ ২, হাদীস নং- ১৫৫০।

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূলষ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূলষ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূলষ্ঠিত হোক, যে তার পিতা-মাতার কোন একজনকে বৃদ্ধ বয়সে জিবীত অবস্থায় পেল অথবা উভয়কে, অথচ (তাদের সেবা করে) জান্নাত লাভ করতে পারল না।" (মুসলিম)[২৭০]

মাসআলা-২৫০ঃ পিতা জান্নাতের উত্তম দরজা সমূহের অন্তর্ভুক্তঃ

عن ابی الدرداء (رضی الله عنه) قال انه سمع النبی (صلی الله علیه وسلم) یقول الوالد اوسط ابواب الجنة فاضع ذلك الباب او احفظه (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেনঃ পিতা জান্নাতের উত্তম দরজাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যে চায় সেযেন তা নষ্ট করে আর যে চায় সে যেন তা সংরক্ষণ করে।" (ইবনু মাযা)[২৭১]

মাসআলা-২৫১ঃ পিতার কথায় আবদুল্লাহ্ বিন ওমার তাঁর প্রিয়া স্ত্রীকে ত্বালাক দিয়ে দেনঃ

عن ابن عمر (رضی الله عنهما) قال كانت تحتی امراة احبها وكان ابی یكرهها فامرنی ابی ان اطلقها، فابیت فذكرت ذالك للنبی (صلی الله علیه وسلم) فقال یا عبد الله ابن عمر! طلق امراتك (قال: فطلقتها) (رواه ابوداود و الترمذی وابن ماجة واحمد)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার অধীনে এক স্ত্রী ছিল, আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতাম, আর আমার পিতা তাকে অপছন্দ করত, আমার পিতা আমাকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমি তাকে ত্বালাক দিয়ে দেই, আমি তা প্রত্যাক্ষাণ করলাম, এর পর আমি তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পেশ করলাম, তিনি বললেনঃ হে আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমার! তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্বালাক দিয়ে দাও, (তিনি বলেনঃ আমি তাকে ত্বালাক দিয়ে দিলাম)"। (আবুদাউদ,তিরমিযী, ইবনু মাযা, আহমদ)[২৭২]

মাসআলা-২৫২ঃ জান্নাত মায়ের পদ তলেঃ

---

২৭০ -কিতাবুল বির ওয়াসসিলা,বাব তাকদীসুল বির ওয়ালিদাইন আলা তাতাও বিস সালা।

২৭১ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ২, হাদীস নং-২৯৫৫।

২৭২ -আলবানী লিখিত ইরওয়াউল গালীল, খঃ৭, পৃঃ-১৩৬।

عن جاهمة (رضى الله عنه) انه جاء الى النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله ! اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك فقال هل لك من ام قال نعم! قال فالزمها فان الجنة تحت رجليها (رواه النسائى)

অর্থঃ" জাহেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে যেতে চাই, আর এমর্মে আমি আপনার নিকট পরামর্শ চাইতে এসছি, তিনি বললেনঃ তোমার কি মা আছে? সে বললঃ হাঁ, তিনি বললেনঃতুমি তার সেবা কর কেননা জান্নাত তার পদতলে।" (নাসায়ী)[২৭৩]

মাসআলা-২৫৩ঃ পিতার তুলনায় মা তিনগুণ বেশি সদ্ব্যবহার পাওয়া অধিকার রাখেঃ

عن ابى هريرة(رضى الله عنه) قال جاء رجل الى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من احق صحابتى؟ قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট সর্বাধিক উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, সে আবার জিজ্ঞেস করল এর পর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, সে আবার জিজ্ঞেস করল এর পর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, এর পর সে আবার জিজ্ঞেস করল এর পর কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা।" (বোখারী)[২৭৪]

****

২৭৩ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী,খঃ২,হাদীস নং-২৯০৮।

২৭৪ - কিতাবুল আদব, বাব মান আহাক্কুন্নাসি বি হুসনিস সাহাবাতি।

مسائل متفرقة
বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা-২৫৪ঃ কাউমে লুতের আচরণকারী (ছেলেরা ছেলেদের সাথে ব্যবিচার করা) এবং যে তা করায় তাদের উভয়কে কতল করা বা পাথর মেরে হত্যাকরার নির্দেশঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে লুত (আঃ) এর জাতীর আচরণ করে, বা করায় তাদের কর্তা এবং কৃত ব্যক্তি উভয়কেই হত্যা কর।" (ইবনু মাযা)[২৭৫]

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى(صلى الله عليه وسلم) فى الذى يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الاعلى والاسفل ارجموهما جميعا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লুত (আঃ) এর কাউমের আচরণ করে তার ব্যাপারে তিনি বলেনঃ উপরের এবং নিচের তাদের উভয়কেই পাথর মেরে হত্যা কর।" (ইবনু মাযা)[২৭৬]

মাসআলা- ২৫৫ঃ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মাঝের সম্পর্ক মৃতুর কারণে শেষ হয়ে যায় নাঃ

মাসআলা-২৫৬ঃ সৎ স্বামী এবং সৎ স্ত্রী জান্নাতেও তারা একে অপরের স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকবেঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اما ترضين ان تكونى زوجتى فى الدنيا والاخرة قلت بلى قال فانت زوجتى فى الدنيا والاخرة (رواه الحاكم)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী হিসেবে থাকবে? আমি বললাম হাঁ। তিনি বললেনঃ তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে আমার স্ত্রী।" (হাকেম)[২৭৭]

---

২৭৫ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ২,হাদীস নং-২০৭৫।

২৭৬ - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ২,হাদীস নং-২০৭৬।

২৭৭ - সিলসিলা আহাদীস সহীহা লি আলবানী ,খঃ৫, হাদীস নং-১১৪২।

মাসআলা-২৫৭ঃ ব্যভীচারীনির গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তান নির্দোষঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ليس على ولد الزنا من وزر ابويه شئ (رواه الحاكم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ব্যভীচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের উপর তার পিতা-মাতার কোন দোষ বর্তাবে না।" (হাকেম)[২৭৮]

মাসআলা-২৫৮ঃ স্ত্রীকে তার পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের সেবা করা থেকে বাধা দেয়া নিষেধঃ

عن اسماء(رضى الله عنها) قالت قدمت امى وهى مشركة فى عهد قريش ومدتهم اذا عاهدوا النبى (صلى الله عليه وسلم) مع ابيها فاستفتيت النبى (صلى الله عليه وسلم) فقلت ان امى قدمت وهى راغبة قال نعم صلى امك (رواه البخارى)

অর্থঃ "আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোরাইশ এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাঝে হুদায়বিয়ার চুক্তি চলাকালে, আমার মা আমার নিকট আসল, তার সাথে তার মা (আমার নানীও) ছিল, তখনো সে মুশরেক ছিল, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমার মা এসেছে আর সে ইসলামকে খুবই অপছন্দ করে আমি তার সাথে কি আচরণ করব? তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ।" (বোখারী)[২৭৯]

মাসআলা-২৫৯ঃ জেনে শুনে নিজের সম্পর্ক স্বীয় পিতার দিকে না করে অন্যের প্রতি করলে তার উপর জান্নাত হারামঃ

عن سعد بن ابى وقاص (رضى الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه عير ابيه فالجنة عليه حرام (رواه البخارى)

অর্থঃ "সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজেকে অন্য পিতার দিকে সম্পৃক্ত করল, তার উপর জান্নাত হারাম।" (বোখারী)[২৮০]

---

২৭৮ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আসসাগীর। খঃ৫, হাদীস নং-৫২৮২।

২৭৯ - কিতাবুল আদাব, বাব সিলাতুল মারআ উম্মুহা ওয়া লাহা যাওযু।

২৮০ - সোখতাসার সহীহ বোখারী লি যুবাদী, হাদীস নং-২১৫৭।

মাসআলা-২৬০ঃ বংশ মর্যাদা নিয়ে গৌরব করা বা অপরের বংশকে অপবাদ দেয়া উভয়ই হারামঃ

عن سلمان (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة من الجاهلية الفخر بالاحساب والطعن فى الانساب والنياحة (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিনটি বিষয় জাহেলিয়্যাতের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত, বংশ নিয়ে গৌরব করা, অপরের বংশকে অপবাদ দেয়া, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চ স্বরে কান্না কাটি করা।" (ত্বাবারানী)[২৮১]

মাসআলা-২৬১ঃ নিজের স্ত্রী, মেয়ে, বোন, ছেলের বউ ইত্যাদিকে কোন গাইর মাহরামের সাথে প্রশ্নবোধক অবস্থায় দেখে তাকে হত্যা করা নিষেধঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال سعد بن عبادة (رضى الله عنه) يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو وجدت مع اهلى رجلا لم امسه حتى آتى باربعة شهداء قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نعم! قال كلا والذى بعثك بالحق ان كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير منى (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সা'দ বিন উবাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে পাই তাহলে আমি কি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কিছু বলবানা যতক্ষণ না চার জন সাক্ষী পাব? তিনি বললেনঃ হাঁ। সে বললঃ কক্ষণও নয়, ঐ সত্বার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তো সাক্ষী উপস্থিত করার আগেই তাকে তরবারী দিয়ে হত্যা করব। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে লোকেরা তোমরা শোন, তোমাদের নেতা কি বলছে, (সা'দ)বাস্তবেই সে আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন, কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন।" (অতএব হত্যা করা যাবে না)। (মুসলিম)[২৮২]

মাসআলা-২৬০ঃ স্ত্রীর কর্মকান্ডে বিনা কারণে সন্দেহ করা নিষেধঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان اعرابيا اتى رسول الله فقال يا رسول الله ان امراتى ولدت غلاما اسود وانى انكرته فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل لك من الابل قال نعم قال

---

২৮১ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আসসাগীর। খঃ ৫, হাদীস নং-৩০৫০।

২৮২ - কিতাবুল লিআন।

ما لونها؟ قال حمر قال فهل فيها من اورق؟ قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى هو؟ قال لعله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون نزعة عرق له قال له النبى صلى الله عليه وسلم وهذه لعله ان يكون نزعه عرق له (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার স্ত্রী কাল বাচ্চা প্রসব করেছে, তাই আমি ঐ বাচ্চাকে আমার বাচ্চা বলে মেনে নেই নাই, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ বেদুইনকে জিজ্ঞেস করল, তোমার উট আছে কি? বেদুইন বললঃ হাঁ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তাদের রং কি? সে বললঃ লাল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন এদের মধ্যে কিছু মেটে লাল রংয়ের কোন উট আছে? সে বললঃ হাঁ। তিনি বললেনঃ এটা কিভাবে হল? সে বললঃ হতে পারে কোন উর্ধ্বতন বংশের প্রভাবে এধরণের হয়েছে, তিনি বললেনঃ এক্ষেত্রেও হয়ত উর্ধ্বতন বংশের কোন প্রভাব পড়তে পারে। "(মুসলিম)[২৮৩]

মাসআলা-২৬৩ঃ ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান তার পিতার ওয়ারিশ হতে পারবে না আর পিতাও সন্তানের ওয়ারিশ হতে পারবে নাঃ

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من عاهر امة او حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث (رواه ابوداود وابن ماجة)

অর্থঃ "আমর বিন শুআইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসী বা অন্য কোন স্বাধীন নারীর সাথে ব্যভিচার করে এবং এতে যে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে এ পিতা ঐ সন্তানের ওয়ারিশ হতে পারবে না এবং এ সন্তানও ঐ পিতার ওয়ারিশ হতে পারবে না।" (আবুদাউদ, ইবনু মাযা)[২৮৪]

মাসআলা-২৬৪ঃ কুমারী ব্যভিচারকারী এবং কারিনীর শাস্তি একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর, আর বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি একশ বেত্রাঘাত এবং পাথর মেরে হত্যা করাঃ

---

২৮৩ -কিতাবুল লিআন।

২৮৪ -কিতাবুল লিআন।

عن عبادة بن الصامت(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)خذوا عنى خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، (رواه مسلم)

অর্থঃ "উবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার কাছ থেকে মাসআলা শিক্ষা গ্রহণ কর, আমার কাছ থেকে মাসআলা শিক্ষা গ্রহণ কর, আল্লাহ্ নারীদের জন্য রাস্তা বের করে দিয়েছেন, যে কুমারী নর -নারী ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হবে, একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর, আর বিবাহিত নর নারী ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হবে একশত বেত্রাঘাত এবং পাথর মেরে হত্যা।" (মুসলিম)

নোটঃ সূরা নিসায় আল্লাহ্ তা'লা শুরুতে ব্যভিচারের শাস্তির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ" তাকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে বন্দী করে রাখ, সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করেছেন যে এ বিধানের উপর ততক্ষণ আমল করবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ এব্যাপারে অন্য কোন নির্দেশ না দেন। (সূরা নিসা-১৫)।

হাদীসে আল্লাহ্র এ বাণীর অনুকূলে বর্ণিত হয়েছে– "এখন আল্লাহ্ নারীদের ব্যাপারে এ বিধান অবতীর্ণ করেছেন।

২- বিবাহিত ব্যভিচার নর- নারীর শাস্তির ব্যাপারটি আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে, সে চাইলে উভয় শাস্তিই কার্যকর করতে পারে, আবার চাইলে যদি শুধু একটি শাস্তিকে যথেষ্ট মনে করে যে, শুধু পাথর মেরে হত্যা করা তাও করতে পারে। (এ বাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা ত্বালাক-৪ নং আয়াত দ্রঃ।

সমাপ্ত